পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 322 Monday, 27 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২২ সংখ্যা ❋ ৯ কার্তিক ১৪৩২, সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই

তিনিই নাকি নদিয়ায় বিএলও হয়ে লিস্ট সংশোধন করছেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন হইচই ঝড়, ঠিক তখনই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ঘটল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জানা গিয়েছে, যাঁদের নাকি ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নামই নেই, সেই পরিবারের সদস্যরাই এখন সামলাচ্ছেন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ, অর্থাৎ বিএলওর

(বুথ লেভেল অফিসার) দায়িত্ব! ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের দুর্গাপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই গ্রামেরই দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলন রায় বর্তমানে ৭৫ নম্বর বুথের বিএলওর দায়িত্বে। অথচ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যেরই নাম ছিল না। এই নিয়ে শুরু হযেছে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক দোষারোপের লড়াই। তৃণমূল বলছে, বিজেপি ষড়যন্ত্র করে এমন পদে ভুল ব্যক্তিদের বসাচ্ছে। আবার বিজেপির দাবি, তৃণমূলই প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের ঘনিষ্ঠদের বসিয়েছে। মিলন রায়ের কথায়, ''আমি ১৫ বছর ধরে এই বুথের বিএলওর কাজ করছি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমাদের পরিবারের নাম ছিল না, সেটা ঠিক। কিন্তু আমি যেহেতু দায়িত্ব পেয়েছি, তাই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছি। এমনকি নিজের পরিবারকেও ভোটার তালিকার ম্যাপিং থেকে বাদ রেখেছি।'' তবে তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতি তাঁর একার নয়। বলেন, ''আমার মতো আরও অনেকে আছেন যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল না, তবুও বিএলওর দায়িত্ব পালন করছেন।'' এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মদন ঘোষ বলেন, ''আমরা বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম যাতে মিলন রায়কে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। কিন্তু বিডিও তাতে কোনও কর্ণপাত করেননি। তাঁর দাবি, মিলন রায় বিজেপি-ঘনিষ্ঠ।'' অন্যদিকে, বিজেপির রানাঘাট দক্ষিণ জেলার সম্পাদক অমিত প্রামাণিক বলেন, ''মিলন রায় আসলে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। নইলে পঞ্চায়েত প্রধান সরানোর দাবি জানিয়েও বিডিও তাঁকে সরাতে পারছেন না! তাঁর মতে, ব্লকের সমস্ত সেইসব কর্মীদের, যাদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, অবিলম্বে বিএলওর পদ থেকে সরানো উচিত, যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে স্বচ্ছতা আসে। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে ছিলেন না, তাঁদের দিয়ে এই কাজ করানো মানে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা করতে হলে যাঁদের নাম ছিল তাঁরাই এই কাজ করুন। বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কৃষ্ণগঞ্জের প্রশাসনিক মহলেও। যদিও এ বিষয়ে কৃষ্ণগঞ্জের বিডিওর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, তিনি বর্তমানে ব্লকের বাইরে রয়েছেন।

আজই ঘোষণা হবে এসআইআর?

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ সোমবারই কি জল্পনার অবসান ঘটতে চলেছে? আগামিকালই কি বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন? সোমবার বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, কেন সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। সাংবাদিক বৈঠকেই কমিশন বাংলায় এসআইআর শুরুর ঘোষণা করবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। বিহারে এসআইআর সম্পূর্ণ করে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গেও ভোটের আগে এসআইআর হবে কি না, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়। স্বয়ং

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বাংলায় ভোটের আগে এসআইআর হবে। বাংলায় যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা হতে পারে, কমিশন তার ইঙ্গিতও দিয়েছে একাধিকবার। জেলায় জেলায় 'ম্যাপিংয়ের' কাজ শেষ হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ম্যাপিংয়ের ফলে এসআইআর করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গে আর মাস সাতেক পর বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ওই একই সময়ে নির্বাচন হওয়ার কথা তামিলনাড়ুতে। ২ দিন আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টে কমিশন জানিয়েছে, এক সপ্তাহ বা তার আশপাশে তামিলনাড়ুতে এসআইআর শুরু করা হবে। দেশব্যাপী এসআইআরের অংশ হিসেবেই তামিলনাড়ুতে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। তবে তারা আর কোনও রাজ্যের নাম নেয়নি। কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভোটের আগে এসআইআর সম্পূর্ণ করতে হলে তামিলনাড়ুর সঙ্গে বাংলাতেও এসআইআর শুরু করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ছাড়াও অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে পরের বছর নির্বাচন হবে। ফলে আগামিকাল চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কমিশন এসআইআর শুরুর ঘোষণা করবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

প্রবল গতিতে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে সাইক্লোন 'মান্থা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সেটি গোপালপুর থেকে প্রায় ৯২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এরপর ২৮ অক্টোবর সকাল নাগাদ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে। সাইক্লোন 'মান্থা' ২৮ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার কাছাকাছি স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা বর্তমানে সমুদ্রে রয়েছেন, তাদের ২৭ তারিখের মধ্যেই উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ, রবিবার দুপুরের পর থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। কোথাও কোথাও

সামান্য বৃষ্টি হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এই বৃষ্টি আগামিদিনে বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। ২৮ অক্টোবর থেকে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। এরপর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। একই দিনে ওপরের জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এদিকে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় ২৯ ও ৩০ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ, উপকূলবর্তী এলাকার মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস আসতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মহকুমা ও ব্লক স্তরে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। একইসঙ্গে সব ব্লকে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী মজুত থাকে সেই নির্দেশও দিয়েছেন জেলাশাসক। প্রস্তুত রাখা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা কেন্দ্রগুলিকেও। এদিকে সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবন লাগোয়া এলাকাগুলিতেও। সে কারণেই দুর্বল নদী ও সমুদ্র বাঁধগুলির উপর বিশেষ নজর রাখছে সেচ দফতর। সুন্দরবনের নানা প্রান্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়ে গিয়েছে মেরামতির কাজ।

ছটপুজোর আগেই বন্ধ করা হল রবীন্দ্র সরোবর গেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ ছট পুজোর আগেই রবিবার থেকে বন্ধ থাকছে রবীন্দ্র সরোবর লেক। এ দিন সকাল দশটা থেকে মঙ্গলবার সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত বন্ধ থাকছে এই লেক। জল দূষণ রুখতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত কলকাতা মেট্রপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথারিটি। আর এই সিদ্ধান্তে খুশি পরিবেশ কর্মীরা। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ''আমরা বছরের পর বছর এই লেক নোংরা হতে দেখেছি। খুবই নোংরা হয়। সেই কারণে এই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা খুবই ভাল সিদ্ধান্ত।'' আরও এক বাসিন্দা বলেন, ''ভাল হয়েছে। খুব খুশি। পাখিরা থাকতে পারে না। এদের সমস্যা হয়। আর পুরো জলাশয় নোংরা হয়ে যা। এখানে খুবই জল দূষণ হয়। এটা তো হেরিটেজ। গতবার অনেক কচ্ছপ মরে গিয়েছিল। তাই বন্ধ হওয়াই উচিত। তবে আমরা তো এখানে প্রাতঃভ্রমণ করি। সেই কারণে দু'দিন একটু

অসুবিধা হলেও হতে পারে।'' পরিবেশ প্রেমী বলেন, ''পশু-পাখিদের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত খুবই ভাল।'' এক বৃদ্ধা বলেন, ''এত গাছপালা নষ্ট করে, এত নোংরা হয় আমাদের খুব কষ্ট হয়। অন্তত গাছের কথাটা তো চিন্তা করবে। ভিতরে বাজি ফাটায়। পাখিরা ভয় পেয়ে যায়।'' প্রতিবছরই ছটপুজোর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের গেট। এবারও তার অন্যথা হয়নি। তবে শুধু গেট বন্ধ করেই এবার ক্ষান্ত থাকবে না প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, এর পাশাপাশি ব্যারিকেড আর পুলিশি নিরাপত্তাও রাখা হবে। কারণ, সাম্পতিক অতীতে সরোবরের গেট টপকে প্রবেশ করারও চেষ্টা করেছেন অনেকে। তার ফলে ঝামেলাও হয়নি। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে এবার না হয় তাই আরও নজরদারি বাড়ানো হবে। প্রতিবছর কলকাতার সবচেয়ে বড় ছটপুজোর আয়োজন দহিঘাট ও তক্তাঘাটে। সেখানে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এছাড়াও ছটের জন্য বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গঙ্গার কয়েকটি ঘাটে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পুণ্যার্থীদের জন্য আলোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে থাকছে ডুবুরিও।

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে একই সুর ডোনাল্ড ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৬ অক্টোবরঃ বিশ্বজুড়ে সমস্ত সংঘর্ষ থামাচ্ছেন নাকি তিনিই! ফের একবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে বলেও দাবি করলেন তিনি। এশিয়া সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে ওঠার আগে ট্রাম্প বলেন যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত থামিয়েছেন তিনি। ভেবেছিলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত থামানো রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামানোর থেকেও বেশি কঠিন হবে। ট্রাম্প বলেন, ''আমি করেছিলাম (সংঘর্ষবিরতি)। আরও আছে। যদি ভারত-পাকিস্তানের দিকে দেখেন, তাহলে আমি বলতে পারি যে ক'টি শান্তিচুক্তি করিয়েছি, তার মধ্যে এটা রাশিয়া-ইউক্রেনের থেকেও বেশি কঠিন হত, কিন্তু তা হয়নি। রাশিয়া-ইউক্রেনই সবথেকে কঠিন সংঘর্ষ।'' শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও দাবি করেন যে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞার পর ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। সেখানে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা, কৃষিপণ্য বাণিজ্য

এবং ফেন্টানিল সঙ্কট নিয়ে কথা হবে এবং সমঝোতা হয়ে যাবে বলেই জানিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ভারত ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। চিনও তাদের আমদানি কমিয়ে দিচ্ছে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পর। প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক আগেই আমেরিকা রাশিয়ার দুটি বড় বড় তৈল উপাদক সংস্থা রসনেফ্‌ট ও লুকওয়েলের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপায়। এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাই আমেরিকা চাপাচ্ছে ক্রেমলিনের উপরে আর্থিক চাপ তৈরি করার জন্য, যাতে রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। এদিকে, ট্রাম্প যতই দাবি করুন না কেন, ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, জাতীয় স্বার্থেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং কম দামে তেলের সরবরাহ বজায় রাখা হবে।

এসআইআর নিয়ে মমতার সঙ্গে একই তরীতে স্ট্যালিন

সংবাদ সংস্থা, তামিলনাড়ু, ২৬ অক্টোবরঃ এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন কবে হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে বাংলায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে এবার রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তিনি দলের কর্মীদের এবং রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছেন এসআইআর নিয়ে, তিনি বলেছেন বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তা হতে দেওয়া যাবে না। স্ট্যালিনের মতে, এটি গণতন্ত্রের ওপর একটি 'ভয়াবহ আঘাত', এবং নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পুতুল' বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর এসআইআর পরবর্তী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যা স্ট্যালিন 'ভোট চুরির ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। এই খবর প্রকাশিত হতেই রাজনৈতিক মহল তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তাদের একাংশের দাবি আজ সারা দেশ জুড়ে একটাই স্লোগান 'ভোট চোর গদি ছোড়' পার্লামেন্টের বাদল অধিবেশন থেকে শুরু হয়ে এই স্লোগান আজ

আজ, রবিবার স্ট্যালিন তার দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কঝগম (ডিএমকে) কর্মীদের এবং রাজ্যের সকল নাগরিককে একটি চিঠিতে লিখেছেন, যাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এসআইআরের নামে বিজেপি এবং এআইএডিএমকের পরিকল্পনা হলো শ্রমিক শ্রেণি, অনুসূচিত জাতি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম সরিয়ে নির্বাচন জয় করা। কিন্তু তামিলনাড়ুর জনগণ এই ছলনায় পড়বে না।' তিনি উল্লেখ করেছেন বিহারের উদাহরণ, যেখানে এসআইআর-এর ফলে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। পৌঁছেছে সারা দেশে। তাদের মতে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিজেপি চেষ্টা করছে যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতায় আসতে। তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি যাতে সংখ্যালঘুদের নাম কেটে দিয়ে তারা নির্বাচনে জিততে পারে। আবার অনেকেই বলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে স্ট্যালিন চেষ্টা করছেন রাজ্যের দুর্নীতিকে আড়াল করতে। তারা বলেছেন স্ট্যালিন জানেন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন হলে ভুয়ো ভোটার বাদ পড়বে এবং তাদের ক্ষমতায় থাকা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সোনারপুরে কাস্টমস অফিসারের উপর প্রাণ-ঘাতী হামলার পরও চার অভিযুক্তের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ অক্টোবরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে আক্রান্ত এবার এক কেন্দ্রীয় কাস্টমস অফিসার। সূত্রের খবর, প্রায় ৫০ জনেরও বেশি দুস্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে নির্বিচারে মারধর চালায়। হামলার সূত্রপাত নাকি একটি অটোর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা ঘিরে। ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। ঘটনা হল, শনিবার সন্ধেবেলা নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কাস্টমস অফিসার প্রদীপ কুমার। রাস্তায় তাঁর গাড়ির সঙ্গে এক অটোচালকের গাড়ির হালকা ধাক্কা লাগে। এরপর বচসা শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাতের দিকে সেই অটোচালক প্রায় ৫০-৫৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে প্রদীপবাবুর বাড়িতে চড়াও হন। অভিযোগ, তারা কোলাপসিবল গেট ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে হামলা চালায়। অফিসারের মাথায় গুরুতর চোট লাগে, সেলাই পড়েছে। তাঁর স্ত্রীর উপরও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রদীপবাবুর অভিযোগ, হামলার সময় তিনি বারবার পুলিশে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তবু সাহায্য মেলেনি। তারা বলছিল আসছি আসছি। কিন্তু ৪০ মিনিট পর

পুলিশ আসে, জানিয়েছেন ওই অফিসার। এই ঘটনার পর সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩৩২, ১২৬২, ১১৭২, ৩২৪৪, ৩১১২, ৩ ও ৫ ধারায় মামলা রুজু হলেও সব ক'টি ধারাই জামিনযোগ্য। যদিও আইনের ফাঁক গলে ধৃত চারজনকেই জামিন দিয়েছে পুলিশ। এমন প্রাণ-ঘাতী হামলার পরেও কী করে জামিন পেয়ে গেলেন তাঁরা, সেই নিয়েও কথা শুরু হয়েছে। রবিবার আহত অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি বলেন, ''এটা স্পষ্টতই মব লিঞ্চিং। পুরো পরিবারকে মারার চেষ্টা হয়েছে। বাইরে ২০০ জন ছিল, ভিতরে ঢুকেছিল প্রায় ৫০ জন।'' প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য এই ঘটনাকে 'ভয়ঙ্কর' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, ''একজন অটোচালক যদি কাস্টমস অফিসারের বাড়িতে ঢুকে মারধর করতে পারে, তবে ভাবুন আইনশৃঙ্খলা কোথায় দাঁড়িয়েছে।'' এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একের পর এক ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে পড়ছে এবং হামলা চালাচ্ছে। একদিকে কেন্দ্রীয় দফতরের আধিকারিক, অন্যদিকে অটোচালক ও তাঁর দলবল- এমন সংঘর্ষে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ বাড়ছে, কারণ হামলার আগে ও চলাকালীন সময়ে পুলিশকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবরঃ বাংলার শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (সিবিআই) তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অফিসে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) প্রার্থীদের তালিকায় কালির রঙ দিয়ে লুকিয়ে সংকেত দেওয়া হত। এই সংকেতের মাধ্যমে বোঝানো হতো কে চাকরি পাবে, কে পাবে না। তদন্তকারীদের সূত্র থেকে জানা গেছে, এই কৌশলটি মন্ত্রীর প্রভাবশালী চক্রের মাধ্যমে চলত, যাতে রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে অযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পেয়ে যেত। এই রহস্যের উদ্ঘাটন শুধু একটি প্রশাসনিক অনিয়ম নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর একটি কালো ছায়া বলে মনে করছেন সিবিআই আধিকারিকরা। কেলেঙ্কারির মূলে রয়েছে ২০১৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এসএসসির মাধ্যমে সরকারি স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া। এই সময়কালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে একটি বিশেষ উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। সিবিআই তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে, সুপারিশপত্রগুলোতে দুই ধরনের কালির রঙ ব্যবহার করা হত, কালো এবং সবুজ। কালো কালিতে নাম লেখা মানে প্রার্থী অযোগ্য, যারা কোনোমতেই চাকরি পাবে না। অন্যদিকে, সবুজ কালিতে নাম

থাকলে সেটি মন্ত্রীর পছন্দের সংকেত, যা চাকরির পথ সহজ করে দিত। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই তালিকাগুলো মন্ত্রীর অফিসে জমা হতো এবং সেখান থেকে এসএসসির কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হতো। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই সংকেত বুঝতে পারতেন এবং সেই অনুসারে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতেন। এই তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলা অফিস, যেখানে আবেদনপত্র এবং সুপারিশের তালিকা জমা হতো। সিবিআই জানিয়েছে, এসএসসির চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিংহ এবং সেক্রেটারি অশোক সাহার মতো কর্মকর্তারা এই সংকেত বুঝতেন এবং মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলতেন। তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, যুব নেতারা এবং বিধায়কেরা সশরীরে হাজির হয়ে সুপারিশ করতেন, এবং তাদের পছন্দের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পেত। মন্ত্রীর অপছন্দের ক্ষেত্রে, এমনকি টাকা দিয়েও চাকরি পাওয়া যেত না। একটি উদাহরণ হিসেবে তদন্তকারীরা উল্লেখ করেছেন, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ঘনিষ্ঠরা তাদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যও চাপ দিতেন, কিন্তু সবুজ কালির সংকেত না পেলে কিছু যেত না। এই প্রক্রিয়ায় টাকার লেনদেনও জড়িত ছিল চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে মোটা অঙ্কের লেনদেন, যা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তদন্ত করছে। এই ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ পেতেই রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আক্ষেপ এবং রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বলেছেন এটা চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরো সিস্টেম টাই দুর্নীতি গ্রস্থ। যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা কি ভরসায় পরীক্ষা দেবেন। এখানে তো সরাসরি এসএসসি জড়িয়ে আছে এবং তারা পার্থর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চুরি করেছে। তারা আরও বলেছেন তদন্ত যত এগোবে আরও অনেক তথ্য ফাঁস হবে কিন্তু যারা শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন তাদের স্বপ্ন এভাবেই চুরমার হবে।

ছটের আগে বাজারে লাউয়ের চাহিদা তুঙ্গে

আরারিয়া, ২৬ অক্টোবর ঃ ছটের মহাপর্বের সূচনাতেই বাজারে লাউয়ের চাহিদা উঠেছে তুঙ্গে। 'নাহায় খাই' উপলক্ষে প্রতি পিস লাউ বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ১২৫ টাকায়। সকাল থেকেই লাউ কেনার জন্য ভিড় জমে বাজারে। অনেক জায়গায় পিস নয়, কিলো দরে বিক্রিও হয়েছে।গত শনিবার বিক্রেতারা জানান, পাইকারি দরে দাম বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা মুনাফা রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। সাধারণ সময়ে এই লাউ বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৫০ টাকায়। ক্রেতারা বলেন, ছটের দিনে নহায় খায়ের নিয়ম মানা আবশ্যক, তাই দাম বা।লেও কেনা ছাড়া উপায় নেই। নহায় খায়ের দিনে ভক্তরা স্নান করে সাবিক আহার করেন। আরওয়া চালের ভাত, ছোলার ডাল, লাউয়ের তরকারি ও বচকা খেয়ে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা বজায় রেখে ছটের ব্রতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

চিরাগকে নিশানা তেজস্বীর

পাটনা, ২৬ অক্টোবরঃ লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর প্রধান চিরাগ পাসোয়ানকে তোপ দাগলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী যাদব। চিরাগ সম্প্রতি দাবি করেন, তাঁর বাবা প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ান ২০০৫ সালে বিহারে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন। কিন্তু আরজেডি রাজি হয়নি। মহাগঠবন্ধন জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বীর বক্তব্য, উনি কী বললেন তাতে কিছু এসে যায় না। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী? এখন এনডিএ জোটে উনি খুব স্বস্তিতে নেই। এনডিএ-র লোকেরা ওঁর পরিবারে আগুন ধরিয়েছে। চিরাগ ক্ষমতার লোভে এনডিএ-তে রয়েছেন।

বহড়ুতে দুদিনের নকআউট রবার বল খেলার সূচনা হল

জয়নগরঃখেলাধূলার প্রতি বর্তমান সময়ে ছেলে মেয়েরা আগ্রহ হারাচ্ছে। আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল, ফেসবুক, রিলস,গেম।তবু ও সরকারের পাশাপাশি চেষ্টা করে চলেছে একাধিক ক্রীড়া সংগঠন।সারা বছর ধরে একাধিক সমাজসেবা মূলক কাজের পাশাপাশি প্রতি বছর রক্তদান শিবির ও রবার বল খেলার আয়োজন করে হাসিমপুর কল্যান সংঘ।জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর কল্যান সংঘের উদোগে হাসিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ৫৫ তম বর্ষের রবার বল প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো গত শনিবার সন্ধ্যায়।উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারি সভাপতি আনিসুর রহমান লস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা এই খেলার উদ্যোক্তা মতিবুর রহমান লস্কর, সেলিম লস্কর,অরুণ নস্কর সহ আরো অনেকে।এদিন পায়রা উড়িয়ে ও রবার বলে শট মেরে খেলার সূচনা করেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান। দুদিন রাতের এই খেলায় দঃ২৪ পরগনা সহ একাধিক জেলা থেকে ৩২ টি দল এই খেলায় অংশ নিয়েছে। এই খেলা প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন, ভালো ও উন্নত মানের খেলা তুলে দিচছি আমরা।আমাদের এই খেলাতে বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করা টিম অংশ নিয়েছে।রবিবার ফাইনালে বিজয়ী দলের হাতে এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা ও স্বর্ণ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।আমরা চাই খেলা প্রেমী মানুষ জন প্রতিবারের মতন এবছরও আসুন ভালো খেলা উপভোগ করুন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ঔরঙ্গজেব থেকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরঃইতিহাসের পাতায় নতুন নামের ঘোষণা, দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর ঃএক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটল মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে। বহু বিতর্ক, আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আলোচনার পর অবশেষে পরিবর্তন হতে চলেছে ঔরঙ্গাবাদের বিখ্যাত রেল স্টেশনের নাম। দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে জানিয়েছে, ঔরঙ্গজেব রেল স্টেশনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বদলে করা হচ্ছে ' সম্ভাজিনগর রেলওয়ে স্টেশন'। এই নাম পরিবর্তনের ঘোষণা শুধু প্রশাসনিক নয়, এটি ইতিহাস, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির এক দীর্ঘ দাবির প্রতিফলন।মহারাষ্ট্রের অরঙ্গাবাদ শহর, যা গত কয়েক বছর ধরেই নাম পরিবর্তনের বিতর্কে ছিল, এবার নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করল। শহরের নাম আগেই ' সম্ভাজিনগর' করা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার স্টেশন নামেও প্রতিফলিত হল সেই সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের তরফে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্টেশনটির নতুন কোড হবে ' যা এখন থেকে সকল সরকারি নথি, টিকিট, ট্রেনের সময়সূচি ও তথ্যফলকে ব্যবহৃত হবে।ঙ্ঙরেল দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের নামফলক, ডিজিটাল বোর্ড, রেলওয়ে অ্যাপ এবং ঘোষণা ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ' সম্ভাজিনগর' নামটি চালু করা হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে।ঙ্ঙইতিহাসের ছায়ায় নাম পরিবর্তনের দাবিঙ্ঙঔরঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তনের দাবি নতুন নয়। বহু বছর ধরে স্থানীয় মহারাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি এই পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিল। বিশেষত মারাঠা ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ এবং তাঁর পুত্র ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজের নামকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই দাবি তোলা হয়। তাঁদের মতে, ' নামটি এক বিতর্কিত অতীতের প্রতীক-যে নামের সঙ্গে জা।য়ে রয়েছে দখল, ধ্বংস এবং ধর্মীয় নিপী।নের ইতিহাস।ঔরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের এক শক্তিশালী সম্রাট, কিন্তু তাঁর শাসনকালে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস, কর আরোপ এবং মারাঠা বিদ্রোহ দমন ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত। ফলে, আধুনিক ভারতের প্রেক্ষাপটে সেই নাম বহন করা অনেকের কাছেই ছিল আঘাতের সমান। এই ঐতিহাসিক ক্ষোভ থেকেই উঠে আসে নাম পরিবর্তনের আন্দোলন, যা ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গেও পরিণত হয়। ২০১৯ সালে বিজেপি ও শিবসেনা নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র সরকার প্রথমবার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। যদিও তখন প্রশাসনিক জটিলতায় বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। পরে ২০২২ সালে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তনের ঘোষণা করে। সেই সূত্রেই এবার রেলওয়ে দপ্তরের পদক্ষেপে পূর্ণতা পেল সেই সিদ্ধান্ত।দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাঙ্ঙরেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঔরঙ্গাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের নতুন নাম হবে ' সম্ভাজিনগর রেলওয়ে স্টেশন'। এই পরিবর্তন অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং সমস্ত তথ্যফলক, ঘোষণা ব্যবস্থা এবং সরকারি রেকর্ডে সংশোধন আনা হবে।বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, নতুন স্টেশন কোড ' এখন থেকে ব্যবহৃত হবে সমস্ত সরকারি কাজে। এই নামটি শুধু মহারাষ্ট্র নয়, ভারতের রেল মানচিত্রেও নতুন পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠবে।ঙ্ঙদক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই পরিবর্তন স্থানীয় জনসাধারণের আবেগের সঙ্গে যুক্ত। শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই নতুন নাম অনুমোদিত হয়েছে। আমরা নিশ্চিত, এটি মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও মর্যাদা দেবে।ঙ্ঙপর্যটন ও ঐতিহ্যের কেন্দ্র সম্ভাজিনগরছত্রপতি সম্ভাজিনগর, অর্থা প্রাক্তন ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। এখানকার ঐতিহাসিক অজন্তা ও ইলোরা গুহা-উভয়ই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। শতাব্দী প্রাচীন এই গুহাগুলিতে খোদাই করা বৌদ্ধ ও হিন্দু শিলাচিত্র এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁ।য়ে আছে।এছাড়াও এখানে রয়েছে বিবি কা মকবরা, যা মুঘল স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। অনেকেই একে ' তাজমহল' বলে আখ্যা দেন। শহরটি ঐতিহ্য, ধর্ম এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গঠিত, তাই এর নাম পরিবর্তন নিয়ে যত বিতর্কই হোক, স্থানীয়রা মনে করেন, নতুন নাম শহরের মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করবে।একজন স্থানীয় নাগরিক শৈলেন্দ্র দেশমুখ বলেন, আমাদের শহর মারাঠা সাম্রাজ্যের গর্ব। সম্ভাজি মহারাজ ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা, যিনি ধর্ম ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই তাঁর নামে শহর ও স্টেশনের নামকরণ আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।অন্যদিকে, কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন, ঔরঙ্গাবাদ নামটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এটি শহরের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ। তাই নাম পরিবর্তনের চেয়ে ঐতিহাসিক বহুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়াই উচিত।রাজনীতির মঞ্চে নামের লড়াইনাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি বরাবরই তপ্ত ছিল। একদিকে বিজেপি ও শিবসেনা এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক সংশোধন বলে দাবি করে, অন্যদিকে বিরোধীরা একে অপ্রয়োজনীয় রাজনীতি বলে আখ্যা দেয়।কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চবন একসময় বলেছিলেন, ঔরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তন মানুষের জীবনে কোনও বাস্তব উন্নতি আনবে না। বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের দিকে মন দেওয়া উচিত।তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস দাবি করেছেন, এই নাম পরিবর্তন কোনও রাজনীতি নয়, এটি মারাঠা ইতিহাস ও আত্মগৌরবের প্রতীক। ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজের নাম শুধু একটি নাম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ারেলওয়ে মন্ত্রক জানিয়েছে, নাম পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়েছে। কোনও শহর বা স্টেশনের নাম পরিবর্তনের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব, কেন্দ্রের অনুমোদন এবং রেলওয়ে বোর্ডের সম্মতি-এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। অবশেষে সমস্ত অনুমোদন মিলে যাওয়ার পর দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে এই ঘোষণা করে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১২০টিরও বেশি স্টেশনের নাম গত এক দশকে পরিবর্তন করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলাহাবাদ থেকে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, হাবিবগঞ্জ থেকে রানি কমলাপতি স্টেশন ইত্যাদি।মানুষের প্রতিক্রিয়া ও আবেগঙ্ঙাম পরিবর্তনের এই ঘোষণায় ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের রাস্তায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একদল মানুষ পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে উদযাপন করেছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছেন, শহরের নাম বদল হলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে এখনই দেখা যাচ্ছে নতুন সাইনবোর্ডের প্রস্তুতি। অনেক দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে নিজেদের নামের সঙ্গে ' সম্ভাজিনগর' যোগ করতে শুরু করেছে।একজন তরুণ ছাত্র বললেন, আমরা গর্বিত যে আমাদের শহর এখন সম্ভাজি মহারাজের নামে পরিচিত হবে। কিন্তু আমরা চাই, এই নামের মর্যাদা যেন কাজের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়।ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্লিখনের ধারায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নাম পরিবর্তনের প্রবণতা ক্রমশ বা।ছে। অনেকেই মনে করেন, এটি ঐতিহাসিক পুনর্লিখন বা ডিকলোনাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ, যার মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।তবে সমালোচকদের মতে, ইতিহাস মুছে ফেলে নতুন নাম বসানোই সমাধান নয়। বরং ইতিহাসের জটিলতাকে স্বীকার করে তার থেকে শিক্ষা নেওয়াই পরিণত সমাজের লক্ষণ হওয়া উচিত।উপসংহারযাই হোক, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ যখন দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের ঘোষণায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঔরঙ্গজেব রেল স্টেশনের নাম ' সম্ভাজিনগর' করা হল, তখন তা শুধু এক স্টেশনের নাম পরিবর্তন নয়-এটি এক যুগের চিন্তার পরিবর্তন, এক ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন।মারাঠা গৌরবের প্রতীক সম্ভাজি মহারাজের নাম এখন প্রতিধ্বনিত হবে রেলের ঘোষণায়, টিকিটে, এবং প্রতিদিনের যাত্রীদের মুখে মুখে। শহরের আকাশে নতুন নামের প্রতিধ্বনি ছা।য়ে দেবে এক নতুন পরিচয়, যেখানে অতীতের ছায়া পেরিয়ে ভবিষ্যতের আলোয় লেখা হবে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের ইতিহাস।

ত্রিপুরার গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অনন্য ভূমিকাঃমুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

আগরতলা, ২৬অক্টোবর ঃ ত্রিপুরার গ্রামীণ মহিলারা আজ আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। আর এই যাত্রার মূল চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে ' গ্রামীণ জীবিকা মিশন'। শনিবার রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত ' - আর্থিক দক্ষতার পথে এক অনন্য পদক্ষেপ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে গঠিত স্বনির্ভর দলগুলি আজ রাজ্যের গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছে।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ফুটে ওঠে নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বার্তা। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি মহিলারা পিছিয়ে থাকেন। এতদিন মহিলাদের উন্নয়ন নিয়ে যে চিন্তাভাবনা হয়নি, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তা বাস্তবে রূপ পেয়েছে। উন্নয়নের সুবিধা এখন সমাজের অন্তিম মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।নারীর উন্নয়নে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অগ্রগতিত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের হাত ধরে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মহিলারা পেয়েছেন আত্মনির্ভরতার নতুন দিশা। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে এই মিশনের আওতায় রাজ্যের ৪ লক্ষ ৮৬ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ মহিলা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা গঠন করেছেন ৫৪,১৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ২,৪৭১টি গ্রামীণ সংগঠন এবং ১৭৪টি ক্লাস্টার স্তরের ফেডারেশন।এই বিশাল সংখ্যক সংগঠনের মাধ্যমে মহিলারা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, আত্মসম্মান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও অর্জন করেছেন। তাঁরা কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ-বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান দৃ। করছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই স্বনির্ভর দলগুলি শুধু আর্থিক সংহতির প্রতীক নয়, তারা আজ সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূত। তাদের হাত ধরেই গ্রামীণ ত্রিপুরা নতুন অর্থনৈতিক গতিপথে এগোচ্ছে। লাখপতি দিদি প্রকল্পে সাফল্যের নজিরঅনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ' দিদি' প্রকল্পের। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের প্রতিটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য বছরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকার আয় অর্জন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। তনি বলেন, আমরা চাই প্রতিটি গ্রামীণ মহিলা নিজের পায়ে দাঁ।ান। লাখপতি দিদি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আয়ের স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।বিকশিত ভারতের স্বপ্নে নারীর ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আরও বলেন, দেশ স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন করবে ২০৪৭ সালে। সেই সময়ের ভারতের স্বপ্ন-' ভারত'-তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন গ্রামীণ মহিলারা সম্পূর্ণভাবে আর্থ সামাজিকভাবে ক্ষমতাশালী হবেন। কারণ, সমাজের মেরুদণ্ড হল নারী, আর তাঁদের উন্নয়ন ছাড়া জাতির অগ্রগতি অসম্ভব।তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মহিলা-কেন্দ্রিক প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আজ নারী উন্নয়ন শুধু কথায় নয়, কাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, নারী শক্তি অভিযান, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া-এসব প্রকল্প আজ লক্ষ লক্ষ মহিলার জীবনে পরিবর্তন এনেছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন সেই ধারাকেই রাজ্যস্তরে শক্তিশালী করছে। প্রশাসনিক উপস্থিতি ও ভবিষ্য পরিকল্পনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দফতরের সচিব অপূর্ব রায়সহ রাজ্য প্রশাসনের অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা। তাঁরা রাজ্যজুড়ে মহিলাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। অভিষেক সিং বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার সঙ্গে তাদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। আজ মহিলারা শুধু সংসার চালাচ্ছেন না, তাঁরা গ্রামের অর্থনীতিও এগিয়ে নিচ্ছেন।অর্থ দফতরের সচিব অপূর্ব রায় জানান, রাজ্যে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং সরকারি ব্যাংকের সহযোগিতায় গ্রামীণ মহিলাদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সহজ শর্তে ঋণ পেয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করছে। এই প্রক্রিয়াই তাদের আত্মনির্ভরতার ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে, বলেন তিনি।মহিলাদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলার উদাহরণ তুলে ধরেন উপস্থিত কর্মকর্তারা। ধলাই জেলার এক মহিলার গল্প উঠে আসে-যিনি কয়েক বছর আগে সামান্য মূলধন নিয়ে এক ক্ষুদ্র হস্তশিল্প উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। আজ তিনি শুধু নিজের পরিবারকেই রোজগারের সুযোগ দিচ্ছেন না, আরও পাঁচজন মহিলাকে কাজ দিয়েছেন। একইভাবে, গোমতী জেলার কৃষ্ণা দেববর্মা জানালেন, স্বনির্ভর দলের সাহায্যে আমি হাঁস-মুরগি পালন শুরু করি। প্রথম বছর খুব বেশি লাভ হয়নি, কিন্তু এখন প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছি। এই প্রকল্প আমাদের জীবনের মো। ঘুরিয়ে দিয়েছে। এইসব উদাহরণই দেখাচ্ছে, গ্রামীণ জীবিকা মিশন কীভাবে ত্রিপুরার মহিলাদের জীবনের মান উন্নত করছে। ভবিষ্য দিশা ও সরকারি প্রত্যাশা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আগামী দিনে আরও বেশি মহিলা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা নতুন উদ্যোগে অংশ নিতে পারে।তিনি আরও বলেন, আমরা চাই প্রত্যেক মহিলা নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলুন। আগামী দিনে এই গোষ্ঠীগুলিই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়ে উঠবে।উপসংহার' গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর মাধ্যমে আজ রাজ্যের গ্রামীণ মহিলারা কেবল আর্থিক দিক থেকে নয়, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকেও শক্তিশালী হচ্ছেন। তাঁদের জীবনের পরিধি এখন ঘরোয়া সীমারেখা ছাড়িয়ে সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেমন বলেছেন, একটি শক্তিশালী ভারত গড়তে হলে, আমাদের গ্রামীণ নারীদের হাত শক্ত করতে হবে। কারণ তাঁরাই প্রকৃত উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি।ত্রিপুরার পাহাড়ি গ্রাম থেকে শুরু করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আজ যে আত্মবিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই প্রকল্প। ' মঞ্চে যে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হল-প্রতিটি দিদি হবে লাখপতি-তা শুধু এক আর্থিক লক্ষ্য নয়, বরং এক নতুন ভারতের নারী শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্যসেবা দেশ গঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গঃযশোদা মেডিসিটি উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

গাজিয়াবাদ, ২৬ অক্টোবর ঃস্বাস্থ্যসেবা কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি দেশ গঠনের অন্যতম মূলভিত্তি,-উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে নবনির্মিত যশোদা মেডিসিটি হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথাই বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে উঠে এল ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসা অবকাঠামো এবং মানবিক দাযিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এক গভীর বার্তা।রাষ্ট্রপতি বলেন, যেকোনও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান কেবল চিকিসার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাদের সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে চিকিসার আলো পৌঁছে দেওয়াই হবে প্রকৃত সাফল্য। তিনি জোর দেন যে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি যেন শুধু রোগ নিরাময়ে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সচেতনতা, প্রতিরোধ এবং সামাজিক সহায়তায়ও অগ্রণী ভূমিকা নেয়।ঙ্ঙআধুনিক স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক যশোদা মেডিসিটিনতুনভাবে উদ্বোধন হওয়া যশোদা মেডিসিটি হাসপাতাল উত্তরপ্রদেশের আধুনিক চিকিসা অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত চিকিসা যন্ত্রপাতি এবং আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বয়ে এই হাসপাতালকে ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম সেরা মেডিক্যাল সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। আমরা চাই, ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমন উচ্চতায় পৌঁছাক, যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশ আমাদের মডেল হিসেবে দেখে।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, উত্তরপ্রদেশে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে ব। শহরগুলিতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল-সব জায়গায় চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণই আমাদের লক্ষ্য।স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক দায়িত্বরাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাস্থ্যসেবা শুধুমাত্র চিকিসা নয়, এটি সমাজকল্যাণের একটি রূপ। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাতে সহজে চিকিৎসা পায়, তা নিশ্চিত করা প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।তিনি আরও বলেন, একটি দেশ তখনই প্রকৃত অর্থে বিকশিত হয়, যখন তার নাগরিকরা সুস্থ, সচেতন ও নিরাপদ। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা সরকারের যেমন অগ্রাধিকার, তেমনি নাগরিকদেরও দায়িত্ব, নিজেদের সুস্থ রাখতে সচেতন থাকা।রাষ্ট্রপতি জানান, ভারত এখন চিকিৎসা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, টেলিমেডিসিন সেঃটার এবং আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের নতুন দিগন্তে নিয়ে যাচ্ছে। আজ টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রামের মানুষও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছেন, বলেন তিনি।ভারতের স্বাস্থ্যসেবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঙ্ঙরাষ্ট্রপতির মতে, ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের বহু দেশ থেকে মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারতে আসছেন। আমাদের দক্ষ ডাক্তার, নার্স, এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের সেবা দিয়ে দেশকে গর্বিত করছেন, বলেন মুর্মু।ঙ্ঙতিনি আরও যোগ করেন, চমকার স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সহাযতায ভারত ভবিষ্যতে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গন্তব্যে পরিণত হবে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার এবং বেসরকারি উভয ক্ষেত্র।ঙ্ঙসরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্বরাষ্ট্রপতি এদিন উল্লেখ করেন, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টাতেই স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বাড়ছে। এই অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।ঙ্ঙতিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন, যাতে তারা শুধু শহরেই নয়, গ্রামীণ এলাকাতেও চিকিসা সেবার সম্প্রসারণ ঘটায়। গ্রামের মানুষকেও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে। কারণ, স্বাস্থ্যসেবা তখনই সফল হয়, যখন তা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে যায়, বলেন রাষ্ট্রপতি।প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় জোররাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, চিকিৎসা শুধু রোগ সারানো নয়, বরং রোগ প্রতিরোধের দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন-এসব বিষয়ে সমাজকে আরও সচেতন করতে হবে।তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, কোভিড মহামারির সময় আমরা দেখেছি, সুস্থ জীবনযাপন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকার এখন স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে।ঙ্ঙনারী ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্বেগরাষ্ট্রপতি এদিন নারী ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি বলেন, নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই প্রকৃত অর্থে পরিবার এবং সমাজ সুস্থ থাকবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো আজ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানান, যেন তারা প্রতিটি মহিলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, পুষ্টি, ও মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করে।ঙ্ঙমানবিকতার বার্তাঅনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রপতি চিকিসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের কাজ কেবল পেশা নয়, এটি এক মানবিক দায়িত্ব। প্রতিটি রোগীর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার মধ্যে যে সন্তুষ্টি, সেটিই জীবনের প্রকৃত পুরস্কার।তিনি আরও বলেন, চিকিসা পেশা হল এক মহান তপস্যা। এই তপস্যার মাধ্যমে আপনারা কেবল মানুষকে সুস্থ করছেন না, দেশের ভবিষ্যও নির্মাণ করছেন।উপসংহারযশোদা মেডিসিটি হাসপাতালের উদ্বোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বার্তা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল-স্বাস্থ্যসেবা শুধু হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি জাতি গঠনের অন্যতম ভিত্তি। উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ চিকিসা কর্মী এবং মানবিক মনোভাবের সংমিশ্রণেই গা।ে উঠবে একটি সুস্থ, শক্তিশালী ভারত।গাজিয়াবাদের আকাশে নতুন হাসপাতালের আলো জ্বলতে থাকল সেই অঙ্গীকারের প্রতীক হয়ে-যেখানে চিকিৎসা কেবল পেশা নয়, এক মানবিক প্রতিশ্রুতি আর স্বাস্থ্যসেবা হয়ে উঠছে এক উন্নত দেশের মেরুদণ্ড।

বেহালায় মন কি বাত শুনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার

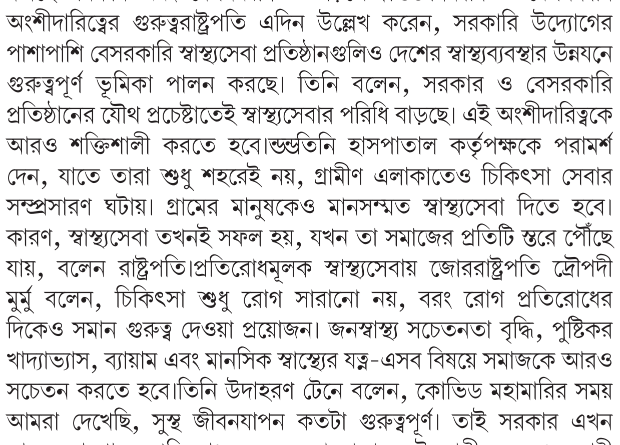

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার বেহালায় অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন সুকান্ত মজুমদার। পরে তিনি বলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ শাখা ৭ নভেম্বর থেকে বন্দে মাতরমের ১৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করবে। ১৫ তারিখে আমরা আদিবাসী গৌরব দিবস উদযাপন করব এবং বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে বিশেষভাবে সম্মান জানাব। ভারতীয় কফির জন্য গোটা বিশ্ব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে। এটি ভারতের জন্য একটি ভালো বিষয় এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীও এটি উল্লেখ করেছেন।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হবে। চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় পূর্ণ থাকবে, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি দেবে। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন। এটি শক্তি এবং উসাহী হবে

বৃষঃআপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। সক্রিয় এবং উদ্যমী থাকা সত্ত্বেও চারপাশের পরিবেশে কিছু অপরিকল্পিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্যালোকের অতিরিক্ত সংস্পর্শ

সিংহঃ রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। চারপাশে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে, যা চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। সামাজিক ভাবে ।

মীনঃ আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। ঘরে আপনার বাচ্চারা আপনার সামনে এমন এক পরিস্থিতি উপস্থিত করবে যা সঙ্গতির

আবহাওয়া

বাংলা জুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কয়েকটি জেলায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। ভোরে হালকা শিরশিরানি অনুভূত হতে পারে। দিনের বেলায় চড়া রোদে কিছুটা অস্বস্তিও থাকবে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ওইদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম , দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টির দাপট। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা। বুধবার হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৮মিনিটে।

বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের ব্যাগ, মালপত্র হাতানো দুই কেপমার ধৃত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যেচে উপকার করার নামে হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে আসা যাত্রীদের ব্যাগ, মালপত্র হাতানো দুই কেপমারকে শেষ পর্যন্ত ফাঁদ পেতে ধরলো গোলাবাড়ি থানার পুলিশ, উদ্ধার হলো চুরির মালপত্র। যেচে পড়ে উপকার করার অছিলায় যাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমাত এরা। এরপর সুযোগ বুঝে যাত্রীদের ব্যাগ বা মালপত্র হাতিয়ে পালিয়ে যেত এরা। ক্লান্ত যাত্রীদের শৌচাগারে যাওয়ার সময় এদের কাছে কেউ ব্যাগপত্র রেখে গেলেই সুযোগ বুঝে সেই মালপত্র হাতিয়ে উধাও হয়ে যেত এই দুই কেপমার। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল এই অভিনব কেপমারি। গোলাবাড়ি থানায় অভিযোগও আসছিল। এবার ওই দুই মূর্তিমান কেপমারকে ফাঁদ পেতে পাকড়াও করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোলাবাড়ি থানা। পুলিশের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দুই কেপমার গ্রেফতার হয়েছেন। ধৃতদের নাম শ্যামসুন্দর সুর ও মনোহর সাউ। এরা দুজনেই হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে ছয়টি ব্যাগ, তিনটি ল্যাপটপ এবং কলকাতার একটি নামী সোনার দোকানের সিকিউরিটি গার্ডের ব্যাগের ভিতরে থাকা একটি রিভলভার এবং ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে। রবিবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

পৌর এলাকায় ডেঙ্গিতে একই পরিবারে পরপর দু'জনের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর ঃ কলকাতা শহরতলিতে এবার ডেঙ্গির প্রকোপে মৃত্যু দুজনের। প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে। কলকাতার লাগোয়া রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েক দিনের ব্যবধানে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের দুই সদস্যের। শনিবার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় রেনিয়া ক্ষুদিরাম সরণির বাসিন্দা বন্দনা সর্দারের (৪৩)। চলতি মাসের ৬ তারিখে মারা যান বিপ্লব সর্দার (৪৫)। বিপ্লব সম্পর্কে বন্দনার ভাসুর। বিপ্লবের ছেলেও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এলাকার বহু মানুষ জ্বরে আক্রান্ত। তাঁদের অনেকের শরীরে ডেঙ্গির সন্ধান মিলেছে। আর তা নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাঁশদ্রোণী মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন রেনিয়া এলাকায়। চিন্তার ভাঁজ পুরকর্তাদের কপালে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে এখান থেকে অচিরেই কলকাতা শহরে ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়বে। কয়েক বছর আগে রাজপুর সোনারপুর পুরসভা থেকে ডেঙ্গি ছড়িয়েছিল কলকাতায়। সে কথা মাথায় রেখে রাজপুর, সোনারপুর পুরসভার লাগোয়া এলাকা গুলিতে নজরদারি বা ডানো হয়েছে। জঞ্জাল সাফাই এবং নিকাশি বিভাগকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।এলাকায় ডেঙ্গি বাড়ার পিছনে মানুষের অসচেতনাতেই দায়ী করছেন রাজপুর, সোনারপুর পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'পুরসভার কোনও ড্রেনে জল জমে নেই। এলাকায় কিছু মাটির বেড় দিয়ে নির্মিত সেপটিক ট্যাঙ্কের জল উপচে আশেপাশে জমা হচ্ছে। মানুষের অসতর্কতার জন্যই এমনটা হচ্ছে।ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই পুরসভার পক্ষ থেকে সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।'স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, রেনিয়ায় ক্ষুদিরাম সরণি এবং তার আশপাশের এলাকায় পুজোর পর থেকে জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন মানুষ। এর জন্য পুরসভার দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলছেন বিপ্লবের স্ত্রী শম্পা সর্দার। তিনি বলেন, 'পুরসভা যদি আমাদের এলাকায় ঠিকঠাক স্প্রে করত, জল নিকাশি ব্যবস্থা যদি ঠিক থাকত, তাহলে এভাবে দুটো প্রাণ চলে যেত না। কাউন্সিলার কোনও কাজ করছেন না। আমার স্বামী সেচ দপ্তরে চাকরি করতেন। এখন আমাদের কী ভাবে চলবে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।' তিনি জানান, পরপর দুটো মৃত্যুতে এলাকার মানুষ এখন আতঙ্কিত।অঙ্ক নেকেই পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। শম্পা নিজেও ঠাকুরপুকুরে বাপের বাড়িতে থাকছেন।ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তৃণমূল পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা। পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি রঞ্জিত মণ্ডলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা সুনীপ দাস বলেন, 'সাধারণ মানুষ যে ভাবে ডেঙ্গিতে মারা যাচ্ছেন, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। পুরসভার উদাসীনতার জন্য এমনটা হচ্ছে। মানুষের উচিত, ভোট দিয়ে সঠিক জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা, যাতে তাঁদের প্রাণটা অন্তত বাঁচে।'এই মুহূর্তে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকায় কতজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত এবং ডেঙ্গিতে এখনও পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য দিতে পারেননি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডা পল্লব দাস। তাঁর দাবি, 'পুরসভার টিম খুব ভালো কাজ করছে। অন্য বছরের তুলনায় এ বছর পুর এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কম। পুরসভার কোনও ড্রেনে জল জমে নেই। নিচু এলাকায় কিছু কিছু পকেটে জল জমে আছে। সেখানে পুরসভার পক্ষ থেকে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নেওয়া হয়েছে।ওই এলাকায় 'ফিভার ক্লিনিক' খোলা হয়েছে। যাঁদের জ্বর আছে, তাঁদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হচছে।তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বালি মাফিয়াদের হাতে প্রবীণের মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ বালি মাফিয়াদের হাতে প্রবীণের মর্মান্তিক মৃত্যু। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার হিজল অঞ্চলের দক্ষিণপাড়া এলাকায় ময়ূরাক্ষী নদীর ঘাটে এই ঘটনায় রবিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি বালি মাফিয়া চক্র। রবিবার সেই চক্রের সদস্যদের রোষের শিকার এক সাধারণ গ্রামবাসী ও তাঁর প্রবীণ দাদা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন এক ব্যক্তি মাত্র এক বস্তা বালি আনতে গিয়েছিলেন নদী থেকে । সেই সময় এলাকায় সক্রিয় বালি মাফিয়ারা তাকে বালি তুলতে বাধা দেয় । তর্ক -বিতর্কের জেরে শুরু হয় ধস্তাধস্তি ও মারধর। চোখের সামনে ভাইকে বেধড়ক মারতে দেখে ৭০ বছরের গোলাম শেখ ঘটনাস্থলে ছুটে যান ভাইকে বাঁচাতে। কিন্তু উল্টে তিনি নিজেই বালি মাফিয়াদের আক্রমণের শিকার হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ গোলাম শেখের। খবর পেয়ে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনায় গভীর শোক ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। মৃতের পরিবারের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

স্কুটার ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত এএসআই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশকর্মীর নাম বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (৪৯)। তিনি এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, বনগাঁ পুলিশ জেলার ওই পুলিশ কর্মী রবিবার সকালে স্কুটার চালিয়ে চাঁদপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে কালুপুরের কাছে যশোর রোডের উপর উল্টো দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে তাঁর স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবারে, শোকাহত তাঁর সহকর্মীরাও।

উত্তর ২৪ পরগনায় পুকুর থেকে উদ্ধার এক যুবকের দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসতঃ পুকুর থেকে দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর ২৪ পরগনার মাটিয়া থানার অন্তর্গত খোলাপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরের খালধারে। স্থানীয় বাসিন্দারা রবিবার সকালে প্রথমে দুর্গন্ধ পেয়ে খালের পাশের একটি পুকুরে নজর দেন। এরপরই দেখা যায় সেই পুকুরের জলে ভেসে আছে এক যুবকের পচাগলা দেহ। এরপর খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাটিয়া থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, দেহটি জলে পড়ে ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। এখনও পর্যন্ত মৃত যুবকের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিয়া থানার পুলিশ। এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

চেতলায় মদের আসরে রক্তারক্তি কাণ্ড! ধৃত দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কলকাতার চেতলায় মদের আসরে রক্তারক্তি কাণ্ড! দক্ষিণ কলকাতার চেতলার ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের ঘটনা। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে বন্ধুদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন অশোক পাসোয়ান নামে এক ব্যক্তি। সেই আসরে কোনও কারণে নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তারা। অভিযোগ, সেই সময় মদ্যপানেরই এক সঙ্গী আচমকাই অশোকের গলায় শাবল ঢুকিয়ে দেয়। সেই অবস্থায় রাস্তা দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার দৌড়ে যান অশোক। তবে আর বেশি দূর এগোতে পারেননি। পড়ে যান রাস্তার উপরই। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। চেতলায় খুনের ঘটনায় গ্রেফতার সুরজিৎ মণ্ডল ওরফে বাপি এবং তাপস পাল নামে দুই যুবক। পাঁচ জনের নামে এফ আই আর দায়ের করেছে পুলিশ।

বেহালায় মন কি বাত শুনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার বেহালায় অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনেন সুকান্ত মজুমদার। পরে তিনি বলেন, তবিজেপি পশ্চিমবঙ্গ শাখা ৭ নভেম্বর থেকে বন্দে মাতরমের ১৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করবে। ১৫ তারিখে আমরা আদিবাসী গৌরব দিবস উদযাপন করব এবং বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে বিশেষভাবে সম্মান জানাব। ভারতীয় কফির জন্য গোটা বিশ্ব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে। এটি ভারতের জন্য একটি ভালো বিষয় এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীও এটি উল্লেখ করেছেন।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ দুই বাংলাদেশীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদাঃ সীমান্ত টপকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ। পুলিশের জালে সন্দেহজনক দুই বাংলাদেশী। বিএসএফের চোখে ধোঁয়া দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সীমান্তবর্তী ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন, সুস্থ্যানি মোড় থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ গ্রেফতার করে দুইজনকে। এদের নাম, মোহাম্মদ রাসেল মিয়া (৩৩)ও মোহাম্মদ রিফাত (২১), বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ ও রংপুর জেলায়। কি উদ্দেশ্যে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ।

রিষড়া পৌরসভার উদ্যোগ ছট পূজায় ব্রতীদের মধ্যে পূজার সামগ্রী প্রদান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রিষড়া ঃ রবিবার ছট পূজার শুভ সন্ধিক্ষণে রিষড়ার ছট পূজা পালনকারীদের মধ্যে পূজার সামগ্রী প্রদান করলেন রিষড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রকাশ সাউ এবং শ্রীমতি ঊষা দেবী সাউ। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র মহাশয়। এদিন ছট মাইয়া অর্থাৎ মহান কিরণ প্রদানকারী সূর্যদেব কে দেবীমা অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীকে রক্ষাকারী সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ পূজা পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে এবং শান্তি শৃঙ্খলার সাথে। উক্ত ওয়ার্ডের প্রত্যেক এলাকায় পূজার সামগ্রী মা-বোনেদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কাউন্সিলর প্রকাশ সাউয়ের নেতৃত্বে। এমনকি রাস্তায় মায়েদের নমস্কার করে সকলের শুভকামনা করেন মাননীয় কাউন্সিলর প্রকাশ সাউ। তার মতে এমন পবিত্র উৎসব পালনে এবং সকলের আশীর্বাদ গ্রহণে তার আগামী দিনের পথ সুন্দর ও সুগম হবে বলে তিনি মনে করেন। রিষড়া পৌরসভার উদ্যোগে এলাকার মানুষের কল্যাণে আগামী দিনে পৌর প্রধানসহ কাউন্সিলরা কাজ করে যাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ছট পূজা উপলক্ষ্যে চাঁপদানী পৌরসভার উদ্যোগে বস্ত্র ও পূজার সামগ্রী বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানী, হুগলি ঃ রবিবার ধর্ম যে যার উৎসব সবার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ধর্মের উৎসবে বস্ত্র ও পূজা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি চলে আসছে। আর হিন্দি ভাষা ভাষীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব সূর্য দেবতার ছট পূজা উৎসবে ধনী দরিদ্র সকলেই সমবেত হন, কিন্তু যারা দরিদ্র এবং-দুঃস্থ মানুষ তাদের অনেকেই হয়তো বস্ত্র কিনতে পারেন না, তাদের কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চাঁপদানী পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রার উদ্যোগে চাঁপদানী পৌরসভার পলতা ঘাটে বস্ত্রএবং ছটপূজার সামগ্রী যেমন কলার কাঁদি, ফল, উনুন তৈরির জন্য ইট প্রভৃতি প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৩নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, স্থানীয় বিধায়ক অরিণদম গুইন, মন্ত্রী শ্রীমতী অসীমা পাত্র, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্ত, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলর রমেশ সাউ, রাজেশ সিং বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজু জয়সোয়াল, সমাজসেবক রাহুল রায়, বিশাল জয় শোয়াল, রাজেশ যাদব, সন্তোষ সিং,সহঅন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রায় ৮০০ দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র এবং ছট পূজার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ঈদ উৎসবেও পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বস্ত্র বিতরণ করেন। আজ্ঞ জকের এই বস্ত্র পেয়ে দরিদ্র দুঃস্থ মানুষেরা অত্যন্ত খুশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সুরেশ মিশ্রাকে তারা ধন্যবাদ জানান।

ছট পূজা উপলক্ষে মালদা পৌরসভা জুড়ে শুরু শেষ মুহূর্তের তৎপরতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদাঃ আসন্ন ছট পূজা উপলক্ষে পুরাতন মালদা পৌরসভা জুড়ে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের তৎপরতা। রবিবার পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ নিজে ঘুরে দেখলেন পৌর এলাকার সমস্ত ২০টি ওয়ার্ডের ছট ঘাট। এদিন প্রতিটি ঘাটে গিয়ে তিনি ছট ব্রতিদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। ঘাট এলাকায় পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ঘাট ও সংলগ্ন অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্রতিনিদের জন্য চেঞ্জিং রুম, রাস্তাঘাট সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তার স্বার্থে জলের নির্দিষ্ট সীমা থাকবে, জরুরি পরিস্থিতির জন্য ফাস্টএইঞ্জ ড ব্যবস্থা সহ এবং আতশবাজি ফোটাতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানান, 'ছট পূজা আমাদের এলাকার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ব্রতিনিদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসনের একাধিক কর্মী ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। তাঁরা প্রত্যেকেই ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। পুরাতন মালদা জুড়ে এখন ছট উৎসবের আমেজ, প্রশাসনও প্রস্তুত আগত ভক্ত ও ব্রতিনিদের স্বাগত জানাতে।

চন্দননগরের জগধাত্রী পুজোর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ড্রোনের নজরদারি

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি ঃ বাংলার বিখ্যাত চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল সোমবার ষষ্ঠী থেকেই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা। অনেক পূজা মণ্ডপ পঞ্চমীর দিনেই উদ্বোধন হচ্ছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর বিখ্যাত আলোকসজ্জা রাঙ্গ স্তাগুলোর দু'পাস জুড়ে বড় বড় তোরণের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে শেষ প্রস্তুতিটা চলছে। এবার এই পুজো উপলক্ষে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে বজ্র-অঙ্ক ।টুনির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে দেশ-বিদেশ থেকে ও অন্যান্য জেলা থেকে দর্শনার্থীদের ঢল শুরু হয়ে যাবে সেই সব কথা মাথায় রেখে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানালেন এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলবে ভদ্রেশ্বর থেকে চন্দননগর এলাকা জুড়ে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকবে থাকছে প্রচুর মহিলা পুলিশ ও অনেক সাদা পোশাকের পুলিশ কম করে এবার সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকছে, বিশেষ মহিলা বাহিনী থাকছে থাকছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশের কিয়স্ক থাকছে। শিশুদের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে প্রবীনদের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে এছাড়া গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। গঙ্গায় বেশ কিছু লঞ্চ নজরদারি চালাবে লঞ্চ ঘাট গুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সোমবার থেকে ১ তারিখ পর্যন্ত দুপুর দুটো থেকে পরের দিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত নো এন্ট্রি থাকছে। সমস্ত রাস্তায় থাকছে পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকছে পুলিশ মোটর বাইকে নজরদারি করবে চন্দননগর স্টেশনে ও চলছে নজরদারি সঙ্গে মানকুন্ডু ভদ্রেশ্বর স্টেশনে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। মন্ত্রী জানালেন দর্শনার্থীদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে থাকছে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিশুদের জন্য পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে প্রবীণদের জন্য থাকছে পরিচয় পত্র নিশ্চিন্তে প্রতিমা দর্শন করুন বিসর্জনের সময়ে প্রতিটা প্রতিমার সঙ্গে থাকছে পুলিশ ফোর্স লাগানো হয়েছে নো এন্ট্রি পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। জেলাশাসক একই বক্তব্য রাখলেন উপস্থিত ছিলেন মেয়র রাম চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের কর্তারা ও মেয়র পরিষদ সদস্যরা অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এবার কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির অধীনে মোট ১৮০ টি পুজো। ভদ্রেশ্বরে পুজো হচ্ছে ৩৬ টি ও একটা পুজো চাঁপদানি পুরসভার অধীনে।

হাওড়ার সাঁকরাইলে লোহা কাটাই কারখানায় ব্লেড ঢুকে কিশোরের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিশু শ্রমের অভিযোগ, হাওড়ার সাঁকরাইলে লোহা কাটাই কারখানায় কাজ করতে গিয়ে শরীরে লোহার ব্লেড ঢুকে কিশোরের মৃত্যু। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। রবিবার দুপুরে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার রাজগঞ্জ বাণীপুরে ওই ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম গোপাল (১৩) বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। জনৈক রাজমহল বর্মার লোহার জিনিসপত্র কাটাইয়ের কারখানায় শ্রমিকের কাজ করত অনাথ ওই কিশোর। রবিবার কোনও শ্রমিক না আসায় শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হত বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। মৃত গোপাল দিদার কাছেই থাকত। এদিন কাজ করার সময় মেশিন থেকে ব্লেড ছিটকে তার গলার নিচে ঢুকে যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে সাঁকরাইল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেন ওই কারখানায় শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হত এই ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ঘটমার তদন্ত শুরু করেছে।

মেলায় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু দোকানির, অসুস্থ তিন পুলিশসহ সাত!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালীপুজোর আনন্দ উৎসবের মাঝেই খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের তকিপুর গ্রামে। শুক্রবার রাতে মেলায় খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিন পুলিশকর্মী সহ মোট সাতজন। তাঁদের মধ্যে এক দোকানির মৃত্যু হয় শনিবার। মৃত দোকানির নাম নরেশ পণ্ডিত (বয়স প্রায় ৪৫), বাড়ি হাওড়ার বেলুড়ে। তিনি তকিপুর কালীপুজোর মেলায় ট্যাটুর দোকান দিতেন। শনিবার সন্ধ্যায় তকিপুর গ্রামের একটি লাইব্রেরির কাছে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় নরেশবাবুর দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রতি বছর যম দ্বিতীয়ার পরদিন তকিপুর বড়কালী মায়ের বিসর্জন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা। বিপুল ভিড় সামলাতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ডিউটিতে থাকা পুলিশকর্মীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, স্থানীয় প্রবীর মিত্র নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তৈরি খাবার খাওয়ার পরই একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন পুলিশকর্মী সহ মেলার দোকানদাররা। তবে গৃহকর্ত্রী রেখা মিত্রের দাবি, 'আমাদের বাড়ির খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়নি। আর যে মারা গেছে, সে তো আঙ্গু মাদের বাড়িতে খায়নি'। অন্যদিকে মেলায় অংশ নেওয়া দোকানদারদের দাবি, 'সবাই ওই মিত্র বাড়ির রান্না খেয়েছিল, আর সেই খাবার খাওয়ার পর থেকেই অনেকে বমি, মাথাঘোরা, পেটব্যথা ও জ্বরের উপসর্গে ভুগছেন'। ঘটনার তদন্তে নেমেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা ।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার যুবক, শাস্তির দাবি গ্রামবাসীদের

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার ৪ নম্বর স্যান্ডেলবিল এলাকার ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে ওহিদ গাজী নামে এক যুবককে তার বাড়ি থেকে আগ্নেয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। হিঙ্গলগঞ্জে আগ্নেয় অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক অহেদ গাজী ও তার পরিবার বাংলাদেশী এবং তারা দাগি আসামি, কুয়েত/ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে চোরাচালান ব্যবসার সাথে তারা যুক্ত এমনটাই অভিযোগ নিয়ে, অভিযুক্তর কঠোরতম শাস্তির দাবি করতে থাকেন গ্রামবাসীরা। শনিবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকার চার নম্বর স্যান্ডেলবিল এলাকায় ওহিদ গাজীর নিজের বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ।জানা গেছে, ওহিদ গাজী নিজের বাড়িতে তার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় ওহিদ গাজী আগ্নেয় অস্ত্র বের করে তার স্ত্রীকে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা দেখে ফেলে প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীরাই হিঙ্গলগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধার করে। ওহিদ গাজী ও তার বাবার কঠোরতম শাস্তির দাবিতে করেন গ্রামবাসীরা ।গ্রামবাসীদের দাবি ওহিদ গাজী ও তার বাবা-মা এবং তাদের পরিবারের সবাই বাংলাদেশী নাগরিক। হিঙ্গলগঞ্জে এসে অবৈধভাবে তারা বসবাস করছে। এমনকি বিভিন্ন দেশের সাথে তাদের অবৈধ ব্যবসা আছে। তাই তাদের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছে তারা।

আমি ডিজিটাল যোদ্ধা বিষয়ক কর্মীসভা হয়ে গেল বারুইপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ বাংলা বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিজেপির মিথ্যা ও অপ্রচার এবং এস আই আর দ্বারা বৈধ ভোটারদের অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের লক্ষে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের আই টি সোশ্যাল মিডিয়ার সেল ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রবিবার বারুইপুর চাণক্য পুরীতে আমি ডিজিটাল যোদ্ধা বিষয়ক কর্মী সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী, সাংসদ বাপি হালদার, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শ্রীজিৎ মুখার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার,বারুইপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, তৃণমূল সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি রফিকুল হাসান, বারুইপুর পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেসের আই টি সেল সোশ্যাল মিডিয়ার আনোয়ার জমাদার, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, রবিউল বৈদ্য সহ আরো অনেকে। এদিন যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী সামনে বিধানসভার নির্বাচনে ডিজিটাল যোদ্ধাদের কাজ কি তা তুলে ধরলেন। পাশাপাশি তিনি বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে সরব হতে বলেন। এদিন সাংসদ বাপি হালদার বলেন, এন আর সি করতে না পেরে এস আই আরের মধ্যে দিয়ে তৃনমূল কংগ্রেসের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আমাদের সজাগ থেকে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান বলেন, বিজেপি ২০২১ সালে এন আর সি চালু করতে চেয়েছিল, পারে নি আর এবারে এস আই আর চালু করতে চাইছে, এবারেও পারবে না। বিপুল ভোটে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নেবেন। জংলা পার্টি কিছু করতে পারবে না। এদিন কিভাবে ডিজিটাল যোদ্ধারা কাজ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পাহারা দেওয়ার নাম করে অভিনব চুরি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ যাত্রীদের উপকার করতে এতদিন হাওড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় হাজির থাকতো দুই আহামরি উপকারী বন্ধু।আর ক্লান্ত যাত্রীদের শৌচাগারে যাওয়ার সময় তাদের কাছে রেখে যেত ব্যাগ। বলাই বাহুল্য শৌচালয় থেকে আসার পর আর দেখা যেত না দুই আহামরি উপকারী বন্ধুকে। সঙ্গে উধাও হয়ে যেত ব্যাগ ও। বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল ট্যাগ পাহারা দেওয়ার নাম করে অভিনব চুরি। থানায় অভিযোগও আসছিল দেদার। এবার সেই মূর্তিমান আহামরি দুই উপকারী বন্ধুকে পাকড়াও করল হাওড়া সিটি পুলিশ। পুলিশের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এই দুজন গ্রেফতার হল। ধৃতদের নাম শ্যামসুন্দর সুর (৪৪) ও মনোহর সাউ। কীর্তিমান এই দুজনের বাড়ি হুগলির রিষড়া থানা এলাকায়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ছয়টি ব্যাগ, তিনটি ল্যাপটপ এবং কলকাতার একটি নামে সোনার দোকানের সিকিউরিটি গার্ডের ব্যাগের ভিতরে থাকা একটি রিভলভার এবং ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। আহামরি উপকারী এই দুই বন্ধুকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের সঙ্গে আরো জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে চাইছে। রবিবার তাদের হাওড়া আদালতে তোলা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে কবে সচেতন হবে যাত্রীরা? যেখানে নিজের মাল নিজেও দায়িত্বে রাখুন বলে প্রচার করা হয় বাসে ট্রেনের টানে এবং সর্বত্র সেখানে এই ধরনের আহামরি উপকারীদের হাতে কেন ব্যাগ ছেড়ে যাবে নিত্যযাত্রীরা?

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে চিরুনি তল্লাশিতে গ্রেপ্তার ৩২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর ঃ বাংলা জুড়ে চলছে উৎসবের মরসুম। উৎসবের মরসুমে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে জুয়ারিদের রমরমা রুখতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন স্থানে জুয়ার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বেলঘড়িয়া, বরানগর ও ঘোলা থানার এলাকায় গ্রেপ্তার ৩২ জুয়ারি ও বাজেয়াপ্ত হয় নগদ ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৬৫ টাকা। বেলঘড়িয়া থানা এলাকায় ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বোর্ডের টাকা বাবদ ৬৩,৩৩০/- টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বারানগর থানা এলাকায় ১৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বোর্ডের টাকা বাবদ ৬১,৩৬৫/- টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘোলা থানা এলাকার ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বোর্ডের টাকা বাবদ ১৪,২৭০/- টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে অভিযুক্ত দের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২২, সংখ্যা, সোমবার ৯ কার্তিক ১৪৩২

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মৃতদেহ দণ্ডায়মান রেখেই হয়েছিল তাঁর শেষকৃত্য। তিনি নিজের উইলে লিখেছিলেন, জীবিতাবস্থায় আমি যে শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনমিত করা না হয়। আর সেই কারণেই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মৃত্যুর পর তাঁকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দাহ করা হয় কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে। তিনি মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। লৌহপুরুষ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৃত্যুতেও যিনি মাথা নোয়াননি। ১৮৮১ সালে ২৬ অক্টোবর মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমাধীন চণ্ডীভেটিতে জন্মগ্রহণকারী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯০০ সালে কন্টাই হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। তিনি শিক্ষক তারকগোপাল ঘোষ ও শশীভূষণ চক্রবর্তী কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। প্রথমে কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হলেও পরে রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ) যোগ দেন। পাশ করে উচ্চতর আইন শিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে যান। মিডল টেম্পল থেকে ১৯০৪ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করা শুরু করেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অল্পদিনেই উকিল হিসেবে নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতা হাইকোর্টে বা অন্যান্য জেলার আদালতে বিপ্লবীদের হয়ে তিনি মামলা লড়তেন। প্রয়োজনে সেইসব বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। সেই সময় গ্রামে-গঞ্জে কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব লেগেই থাকত। এসব পরিস্থিতিতে মাঠে নেমে কাজ করতেন বীরেন্দ্রনাথ। বন্যা খরা ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতি কারণে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ছুটে যেতেন বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে কখনও কোনও জাতপাত ভেদাভেদ ও কুসংস্কার স্থান পায়নি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ১৯২০ সালের কলকাতা সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। তবে শাসমল ইতিমধ্যেই চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। নাগপুর সম্মেলন থেকে ফিরে এসে শাসমল তাঁর আইন ব্যবসা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এসময়েই তিনি তাঁর নিজ জেলাতে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী বিক্ষোভ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। শাসমল জাতীয় শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা হওয়া উচিত অবৈতনিক এবং ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। তিনি কাঁথিতে নিজ বাসগৃহে একটি জাতীয় স্কুল স্থাপন করেন। ১৯১৩, ১৯২৬, ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর বন্যায় তিনি ত্রাণ কর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২১ সালে লাভজনক আইন ব্যবসা ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময়ে মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকার ২২৭ টি ইউনিয়ন বোর্ড তৈরি করে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আনতে চাইলে বীরেন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেন যে এর ফলে প্রায় ৭ গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি তীব্র গণআন্দোলনের ডাক দেন। তিনি চট্টগ্রাম আসেন অস্ত্রাগার দখল মামলায় (১৯৩০) আসামী পক্ষের উকিল হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়েন।

চক্রান্তের ইতিহাস

জঘন্যতম চক্রান্তের মুখোশ ঃ সমগ্র বিশ্ববাসীকে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এ বিষয় নিয়ে বহুভাবে সমালোচনা হয়েছে, আজও হচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকার আকারে লেখালিখিও হয়েছে। কিন্তু নেতাজী সত্যিই জীবিত না মৃত, এ নিয়ে আজও কেউ সঠিকভাবে জোর গলায় বলতে বা লিখতে পারছে না, অথবা সরকার পক্ষের কাছে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জোর গলায় দাবি করতে পারছে না যে নেতাজীকে ফিরিয়ে আনা হোক। একমাত্র বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ছাড়া। পরমপিতা বালক ব্রহ্মচারী মহারাজই একমাত্র নেতাজীর ১৯৬২ সালের ব্ল্যাঙ্ক সই করা কাগজ, নেতাজীর বর্তমান অবস্থান ও কর্মকান্ড নিয়ে এতদিন ধরে তার সন্তানকর্মীদের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচার করে এসেছেন। নেতাজী জীবিত না মৃত এ নিয়ে শুনতে শুনতে জনগণেরও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। ১) ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট যদি নেতাজীর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে ফলমাজোর তাইহোকুতে জ্বলন্ত বিমানে যে ১৩ জন যাত্রী ছিলেন (চক্রান্তকারীদের ভুয়ো তথ্য অনুযায়ী) তাহলে তারা সবাই বেঁচে গেলেন অক্ষতভাবে, আর কেবলমাত্র নেতাজীই পুড়ে মারা গেলেন? যদি তাই হয়, তাহলে কফিনের মধ্য থেকে যখন ছবি তোলা হয় মুখ খোলা থাকা সত্ত্বেও মুখ বাদে সারা শরীরের ছবি নেওয়া হয়েছিল কেন? সেটা আদৌ কি নেতাজির? (যদিও তাইওয়ান সরকার জানিয়েছে কোনো প্লেন দুর্ঘটনা সেদিন হয় নাই) ঠিক এই একই রকম ঘটনা ঘটেছিল বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রীদের কোন ছবিই তুলতে দেওয়া হয়নি। কেন? এতবড় বিশ্বখ্যাত মহান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কেন এই লুকোচুরি? তাহলে কি গু ডালমে কুচ কালা হ্যায়? ২) জাপানের যে রেনকোজি মন্দিরটির মধ্যে নেতাজীর (?) চিতাভস্ম সংরক্ষিত আছে বলে প্রচারিত এবং আজও ভারত সরকার তার জন্যে টাকা খরচ করেন। তা ফরেনসিক রিপোর্টে প্রমাণ হয়েছে, এটা নেতাজীর তো দূরের কথা কোনো মানুষের চিতাভস্ম নয়, কোন জন্তুর চিতাভস্ম; সম্ভবতঃ কুকুরের এবং চিতাভস্মের জায়গায় কিছু হাড়গোড় যা একজন মানুষের হাড়ের সঙ্গে কোনো মিল নেই। ঐ রেনকোজির কাঠের বৌদ্ধ মন্দিরটি ১৯৮৯ সালে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরে ভারত সরকারের টাকায় ঐ মন্দিরটি আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে কোঠার মন্দির বানানো হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

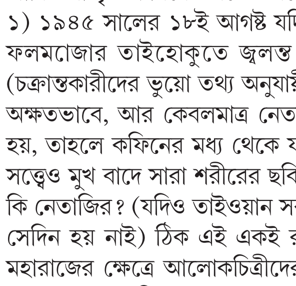

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভর করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃ শক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে।

পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা যাবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবাই ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়। ভগবান সবাইকে তাঁর দূত করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। সব মানুষের জন্যই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠান। সেই কাজ করতে থাকে মানুষ। বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার খুবই প্রয়োজন ছিল।

সে বাংলায় এসেছে নারী শিক্ষা উন্নয়ন করতে। নারী শিক্ষার উন্নতি না করতে পারলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাবে। প্রথমেই দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ। সেটা একমাত্র শিক্ষাই করতে পারে। সৎ শিক্ষা নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন।নারী জাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তা হলে সমাজের কুসংস্কার দূরিভূত হবে। নাহলে কিন্তু সমাজ থেকে কুসংস্কার কোনও কালেই দূর হবে না। সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি। বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা। যত বেশি করে বিজ্ঞান চর্চা হবে ততই বাংলার মানুষ সত্যে পরিণত হবে।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের মহানিষ্ক্রমণের মুখ্য কারিগর বিপ্লবী সত্য রঞ্জন বক্সি

রবীন্দ্রকুমার শীল

নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের কারিগর ছিলেন বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস অহিংসা এবং বিপ্লবী আনেদালনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), রাস বিহারী বোস, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী বিপ্লবী আন্দোলনের

পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি এসেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের আন্দোলন শুরু করলেন। তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু গান্ধিজিকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেননি। আবার তাঁরা গান্ধিজিকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু গান্ধিজি যখন ভারতের অহিংসা আন্দোলন শুরু করলেন তখন তিনি কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। প্রথম দিকে সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন এবং গান্ধিজিকে নেতা হিসবে গ্রহণ করেছিলেন। তাপরে তিনি মনে করতে শুরু করলেন যে অহিংসা আন্দোলন করে ভরতে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লড়াই করে স্বাধীনতা আনতে পারলে ভারতবাসীদের সম্মান থাকে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' তৈরি করেছিলেন। তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ভারতের মধ্যে থেকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে জেতা একেবারে অসম্ভব। ইংরেজ শক্তি তখন বিশ্বের অদ্বিতীয় শক্তিতে পরিণত। তাদের পরাস্ত করে গেলে সেনা বাহিনী তৈরি করতে হবে এবং সেই সেনা দিয়ে ইংরেজ শাসনকে ভারত থেকে বিতারিত করতে হবে। সেই কারণে সুভাষ চন্দ্র বোস জার্মানদের সঙ্গে কলকাতায় বসে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। তিনি কলকাতায় বসে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনও লাভ করা সম্ভব হবে না বলেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সরাসরি জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে চ্যান্সেলর হিটলারের সঙ্গে দেখা করে ভরতের স্বাধীনতার কথা বলবেন। কিন্তু হিটলার তাঁকে নিরাশ না করে জাপানে গিয়ে সেনা বাহিনীর হালকে শক্ত হাতে ধরার উপদেশ দিয়েছিলেন। জাপানে এসে সুভাষ চন্দ্র বোস রাসবিহারী বোসের হাত থেকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন। পরে এই বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছিল 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কলকাতায় বসে কৌশল অবলম্বন করেন। সেঈ সব পরিকল্পনার সঙ্গে যিনি জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করেছেন। বাংলার স্বদেশি আন্দোলনে ভাটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। দেশবন্ধু মৃত্যুর পর বাংলার নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন অনুভব করতে পারলেন যে কংগ্রেসকে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম করা একেবারে অসম্ভব। গান্ধির অহিংসা আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোনও বিশ্বাস ছিল না। তার ফলে প্রায় সময়ে গান্ধির মতের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বিরোধ না হলে তিনি অমত থাকতেন। কিন্তু সরাসরি গান্ধিজিকে আক্রমণ করে তিনি কোনও কথা বলেননি। তিনি গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনকে আর একটি বিকল্প আন্দোলনের ধারাকে প্রস্তুত করতে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান করাটা ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহু মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন স্বাধীন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি। সুভাষ চন্দ্র বোস কলকাতায় থাকা কালীন সামরিক কাযদায় একটি ভলেন্টিয়ার বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে সুভাষ চন্দ্র বোস একটি বাহিনী নির্মাণ করেছিলেন। মহিলা বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা হয়েছিলেন লতিকা ঘোষ। পুরুষ বাহিনীও ছিল। পুরুষ বাহিনীর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে পার্ক সার্কাসে রুট মার্চ করে উপস্থিত হয়েছিলেন কর্নেল লতিকা ঘোষ। সুভাষ বোস যে সামরিক বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তারই প্রকাশ ঘটে পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস অদিবেশন কালে। তখন মতিলাল নেহরুকে সেলুট দিয়েছিলেন মহিলা সামারিক ভলেন্টিয়ার কর্ণেল লতিকা ঘোষ। লতিকা ঘোষ কলকাতার লরেটো হাউস থেকে পাশ করে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন রিসার্চ করতে। সেখান থেকে রিসার্চ করে বি.লিট ডিগ্রি এবং ট্রেনিং নিয়ে কলকাতায় পিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বেথুন কলজে শিক্ষকতা করা ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ থাকার ফলে তাঁর শিক্ষকতা পদটা পাওয়া তাঁর হয়নি হয়নি। পরে সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯৩৬-৩৯ সাল পর্যন্ত মেরাদাবাদের একটি মহিলা কলেজে অধ্যক্ষা হন। তারপরে ১৯৩৯ সালে বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি অধ্যক্ষা হয়ে সরোজিনী নাইডু কলেজে যোগদান করেছিলেন এবং ১৯৬২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি লতিকাকে বলেছিলেন তুমি অধ্যাপিকা হয়ে মেধাবী ছাত্রী তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে লতিকা ঘোষের পরিচয় হয় সুভাষ চন্দ্র বোসের হাত ধরে। তারপর থেকে স্বদেশি আন্দোলনে তাঁরা যুক্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। তবে সত্যরঞ্জন বক্সী এবং লতিকা ঘোষের নেতা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস।

বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের ১৬ জুলাই বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি হেমচন্দ্র ঘোষের হাত ধরে বিপ্লবী দল 'মুক্তি সংঘ'-এর সংস্পর্শে এসে উপস্থিত হন। হেমচন্দ্র ঘোষ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তার হাত দিয়ে তৈরি হয়েছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং পরের বছরে আইন পরীক্ষায় ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর সংবাদ পেয়ে দেশবন্ধু টিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে উপস্থিত হলে দেখতে পেলেন যে দেশবন্ধু তখন সর্ব ভারতীয় নেতা মতিলাল নেহরু এবং বিটলভাই প্যাটেলের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সত্যরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন একটি প্রবন্ধ লিখে নিয়ে আসতে। সময় মাত্র ছিল দুইদিন। দুই দিনের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন সত্যরঞ্জন। সেই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'এশিয়াটিক ফেডারেশন'। দেশবন্ধু তাঁর লেখা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৩ নভেম্বর সেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয়েছিল 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকাকে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সত্যরঞ্জন রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় পরিণত হয়েছিলেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, মহম্ম আলি জিন্না, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ,নরিম্যান, মতিলাল নেহরু, বিটলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন পথ ধরে এগোতে থাকবে তা নিয়ে সর্ববারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু হঠাৎ করে পরলোকগমন করলে সেই স্থান পুরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস এবং তার পিছনে সত্যরঞ্জন বক্সী। এদিকে সত্যরঞ্জন একের পর এক সাড়া জাগানো প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। সেই দিকে ইংরেজ শসকেরা নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল।

তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি হল- ''Anarchy in Pabna', 'The Uniform', 'The horrified Spec tator''' এবং বাংলায় 'যাত্রা করো যাত্রী দল', 'ভরসা ছাড়িস না কভু', 'ভদ্রবেশী বর্বরতা', 'বাংলার কথা' প্রকাশ লাভ করে। ১ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালের সম্পাদকীয় '''The Uniform'' রাজরোষে পড়ে।

বিপ্লবীদের জীবন ইতিহাস খুবই কষ্টদায়ক হলে তারা কিন্তু এই সব কষ্টকে তুচ্ছ বলে মনে করে দেশকে স্বাধীন করা এবং বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করাই ছিল তাদের মহান ব্রত।

রোমান্টিক শিল্পী অভিনেত্রী অর্পনা সেন

দেবল গুপ্ত

যাঁর পিতার নাম চিদানন্দ দাশগুপ্ত যিনি সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর কাছে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবির নায়িকা হওয়ার সুযোগ হয়ত ছিল! কিন্তু বাস্তবের চিত্র একটু হলেও আলাদা। চিদানন্দ দাশগুপ্তর কন্যা অপর্ণা সেন সযত্নে হয়ে উঠেছিলেন অনন্যা,নিজের বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে। বিজয়া রায় একদিন মানিকবাবুকে বলেছিলেন, আচ্ছা তোমরা মৃন্ময়ীর জন্য এত হন্যে হয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ,আর হাতের পাশেই যে আছে তা দেখতে পাচ্ছ না? মানিকবাবু অবাক হয়ে বললেন, সে কী কার কথা বলছ তুমি? কেন চিতুর মেয়ে রিনা। ওর মুখটা কি মিষ্টি। একবার তাকিয়েও দ্যাখো নি? সত্যজিৎ রায় জানালেন তিনি শ্যুটিং নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন অভিনেত - অভিনেত্রী ছাড়া কারও দিকে তাকানোর সময় পান না। তবে এবার দেখতে হবে তো! কিন্তু চিতু,সুপ্রিয়া যদি রাজি না হয়! বিজয়া রায় অভয় দিয়ে বললেন কেন হবে না, তোমার বন্ধু একবার জিজ্ঞেস করে দেখো। বলা বাহুল্য সবাই রাজি হলেন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি অথচ বন্ধু চিদানন্দ দাশগুপ্ত রাজি হবেন না! এটা বোধহয় হতে পারে না। উত্তমকুমার-সৌমিত্রের মাঝেও যাঁর অভিনয়ে বাঙালি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে অপর্ণা সেন অভিনীত 'হংসমিথুন' দেখে অনেকেই বলে ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে এই জুটি যেন অন্য উত্তম-সুচিত্রা 'জীবন সৈকত' ছবিতে সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে গাওয়া গানের দৃশ্য 'সাগর ডাকে আমায়' অথবা সলিল দত্তের 'অপরিচিত' সেখানে নায়ক উত্তমকুমার সেখানেও অপর্ণা সেনের সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ হন নি এমন দশর্ক,সমালোচক কিন্তু খুঁজে বের করা বেশ সমস্যার। অপর্ণা সেনের অভিনয় জীবনে আলাদা গুরুত্ব কমেডির মনে করা যেতে পারে কয়েকটি ছবির কথা যেমন 'জয় -জয়ন্তী', 'বসন্ত বিলাপ', 'ছুটির ফাঁদে','দুর্বার প্রাণশক্তি',তির্যক কৌতুকবোধ আর স্বতঃস্ফূর্ত খুশি কমেডি চরিত্রগুলো। উত্তমকুমার, সৌমিত্র দু'জনের সঙ্গে কাজ করেছেন,আবার শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অপর্ণা সেনের অভিনয় দেখে তাদের জুটিকে নতুন উত্তম-সুচিত্রা বলতে শোনা গিয়েছে। 'মোহনার দিকে' ছবির পোস্টার একসময় সারা কলকাতায় সাড়া ফেলেছিল, সেই তিনি আবার অন্য ভাবে হয়ে উঠেছেন অনন্যা, ছবির নামগুলি বলি যেমন 'শ্বেত পাথরের থালা',' উনিশে এপ্রিল', বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ অপর্ণা সেনের অভিনয়। কিছু ইংরেজি ছবিতে অপর্ণা সেন অনবদ্য অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন,মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। বরং মেইনস্ট্রীম হিন্দি ছবিতে সুযোগ পেয়েও মুম্বই অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয়নি । দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে খুব যে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন এমন নয়,বরং ছবির চরিত্র পছন্দ না হলে অভিনয়ের প্রশ্নই উঠত না, সম্ভবত ১৯৭৩ সালে সবচেয়ে বেশি ছবি মুক্তি পেয়েছিল 'বসন্ত বিলাপ', 'কায়াহীনের কাহিনী','সোনার খাঁচা', 'বিলেত ফেরত',সহ আরও দুটি ছবি। অপর্ণা সেন নিশ্চিতভাবে বহুমুখী প্রতিভা,তাঁর অভিনয়ে বুদ্ধি আর মনন সর্বদা মিশেছে নান্দনিক ছন্দে,সিনেমা হলের দর্শকের হৃদয়ে বিরাজ করত মুগ্ধতার আবহ। বাংলা ছবির চেনা রোম্যান্টিকতা ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছিল অপর্ণা সেনের উপস্থিতিতে। মৃণাল সেনের 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করেন নি,অপর্ণা সেন আসলে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী। সচেতন ভাবেই অপর্ণা সেন পল্লবিত হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভায় যার চালিকা শক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে করেছেন, সেইজন্য কখনও তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র পরিচালক,পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদক তারপরে তাঁর আরও অনেক গুণের কথা বলা যায়। অপর্ণা চমৎকার ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন, একই রকম সুন্দর করে বাংলা বলেন যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করবে না। পিতৃদেব চিদানন্দ দাশগুপ্ত যথেষ্ট বিখ্যাত মানুষ ,আর মামা কবি জীবনানন্দ দাশ। স্কুল জীবনে অপর্ণা সেনের নাটকে হাতেখড়ি, পরে গ্রুপ থিয়েটার,প্রফেশনাল স্টেজেও ছিলেন নিয়মিত শিল্পী। অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধার মতে বহুমুখী প্রতিভার মানুষ অপর্ণা সেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচ্ছুরণ হয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসে, '৩৬চৌরঙ্গি লেন' প্রথম ছবি,এবং প্রথম ছবিতে পেয়েছিলেন সেরা জাতীয় পরিচালকের পুরস্কার। প্রায় প্রতিটি ছবিতে একজন নারী কেন্দ্রবিন্দুতে ,তাঁর নিঃসঙ্গতা, অনেক প্রতিবন্ধকতা সমাজকে বার্তা দেয়,নতুন করে সমাজকে ভাবতে শেখায়। নিজে বেশিরভাগ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন,নারীর ভালবাসা,প্রেম-বন্ধুত্ব অপর্ণা সেনের ছবির ধারাবাহিকতা আর সংযোগসুত্র,তারপরেও যেন বলতে হয় চিত্রনাট্য,পরিচালনা সব ক্ষেত্রে নিজেকে বারবার অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে, সেইজন্য হয়ত চলচ্চিত্র সমালোচকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যেতেই পারে পরিচালক হিসেবে আমরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অপর্ণা সেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচ্ছুরণের সন্ধান আমরা পেয়েছি।

সবার বিশ্বাস নৈহাটির 'বড়মা' জাগ্রত

মহন্ত দাশগুপ্ত
(পূর্ব প্রকাশের পর)

উনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে নৈহাটির মমতাময়ী এই বড়মা এক ব্রাহ্মণ পরিবারে-(বর্তমানে বড় মায়ের মন্দিরের সন্নিকটেই)ভবেশ চক্রবর্তীর বাসভবনে পূজিত হতেন। এই কালীমাতা আর স্বর্গীয় ভবেশ বাবুর বাড়িতে বহুদিন ধরে পূজিত হয়ে আসছিলেন। তার পরেই কিছু বছর পর ভবেশ বাবু,

তার নিজের বাসভবন থেকে ধর্মশালার মোড়ে প্যান্ডেল করে সার্বজনীন হিসেবে মা কালীকে পুজো করতে শুরু করে দিলেন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে।-(একটা সময় ধর্মশালার মোড়ে এই বড়মা-বড়কালী নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবেশ চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও তাঁর হাত দিয়ে। এই পুজো সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ সন্তান ভবেশ চক্রবর্তীর বাসভবনেই পূজিত হতো)। নৈহাটি স্টেশনের পূর্ব পারে ও পশ্চিম পারে প্রতিমা দর্শনে লোকে লোকারণ্য হয় শ্যামাপুজোকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তার মধ্যেও হিংসা-বিদ্বেষ ও অশুভ শক্তি বিরাজমান হলেও নৈহাটির শ্যামা পূজা বেশ শান্তিতেই সম্পন্ন হয় তার কারণ একটাই যেমন, এই শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে নৈহাটির সর্বস্তরে ছিলাম ও মহকুমা এবং নৈহাটির স্থানীয় প্রশাসনকেও সদা সতর্ক হয়ে বিশেষভাবে সক্রিয়তার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়। মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে স্থানীয় প্রশাসনও দারুন ভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোভিদ পিরিয়ডের মধ্যেও শ্যামা উৎসবের দিনগুলিতে নৈহাটি থানা সহ স্থানীয় প্রশাসনগুলি দারুণভাবে কঠোর হাতে সক্রিয়তার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিল। নৈহাটির অরবিন্দ রোডে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে একমাত্র বড় মাকে দর্শন করার জন্য ও মায়ের কাছে মানুষ করার জন্য। বর্তমানে বড়মা পূজা কমিটির সভাপতি নৈহাটির পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য এবং পূজা কমিটির অন্যান্য পথাধিকারীরা বড় মায়ের পুজো ও সমাগম এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দেবী বড় মায়ের দর্শন লাভকে সার্থক করে তুলতে পুজোর কটা দিন প্রাণপাত করে ফেলেন, মনে হয় ঠিক যেন তারা বড় মায়ের সন্তান-সন্ততির মত। নৈহাটির বড় মায়ের জন্য শুধু স্থানীয় প্রশাসনই নয়, বড়মা পূজা কমিটির পদাধিকারীরা ছাড়াও স্থানীয় নেতৃত্বের ও সামাজিক মানুষদের সহযোগিতা সাধারণ মানুষেরও চোখ এড়ায় না। প্রথমদিকে এই বড় মাকে দীর্ঘ উচ্চতায় নির্মিত করা হতো ২১ ফুটেরও বেশি উচ্চতায়। একবার আশির দশকের আগে বা পরে হবে, তৎকালীন সময়ে বড় মায়ের প্যান্ডেলে যেভাবেই হোক অগ্নিসংযোগ ঘটে যায়। সেই থেকেই বড় মায়ের মূর্তি প্রতিমা ২১ ফুট উচ্চতায় রূপান্তরিত হয়। তাই নৈহাটির এই একুশ ফুটের শ্যামা প্রতিমাকে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীরা বড় কালির নামের পরে বড় মা নামে নামাঙ্কিত করেছেন। দীর্ঘ দেহি ও ভারী প্রতিমার জন্য ওই কাঠামোয় চাকা লাগানো থাকতো না, তাই কাঠামোর তলায় বাশ লাগিয়ে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো মাকে বিসর্জন দিতে।এই রাজ্যে শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে মণ্ডপ সজ্জার জাঁকজমক ও বিরাট আকার শ্যামা প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার বৈচিত্র্যকে ঘিরে নৈহাটি ও বারাসাত এর নাম সর্বজনবিদিত। বর্তমান যুগে এই সময় দাঁড়িয়ে সকলেই জানেন, আমাদের বাংলার মানুষ তথা বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ছাড়াও বিদেশবাসিরাও জেনে ফেলেছেন নৈহাটির বড় মায়ের কাহিনী কথা ও বড় মায়ের বিখ্যাত কীর্তি কাহিনী। নৈহাটির বড় মায়ের কাছে এসে পৌঁছতে পারলেই এবং মায়ের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ভরে প্রার্থনা করলে এবং দুঃখ জানালেই, মা যে তাকে বা তার পরিবারকে কৃপা ও দয়া করে থাকেন সেই বিষয়ে বা খবর সর্বজনবিদিত। ১৯৭৭, ৭৮,৭৯, ৮০, ৮১, ৮২ সালে আমরা দেখেছি এবং নৈহাটির মানুষ জনও দেখেছেন এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে তথা অন্যান্য জেলা থেকে সাত দিন ধরে দর্শনার্থীরা শ্যামা মায়ের আরাধনা ও পুজোর জাঁকজমক উপলব্ধি করে গেছেন। এছাড়াও এই সাত দিন ধরে চলতে থাকা পুজো উপলক্ষে নৈহাটি বিডিও অফিসের মাঠে বিরাট আকারে মেলা বসতো। আনন্দবাজার আদর্শ সংঘের মাঠেও এই শ্যামা মাকে কেন্দ্র করে বিরাট আকারে মেলা বসতো। দেবু ঘোষের কালীপুজোয় সেরকম মেলা না বসলেও দর্শনার্থীদের ভিড় হত তাদের মন্ডপ সজ্জা ও আলোকসজ্জা দেখার জন্য। নৈহাটি রেল স্টেশনের পূর্বপাড়ে আমরা কজন ক্লাবের শ্যামা পূজায় মেলা না বসলেও সেখানেও আলোকসজ্জা ও মন্ডপসজ্জা দেখার জন্য দর্শনার্থীদের বিপুল সমাগম ঘটতো। এতো গেল নৈহাটি রেল স্টেশনের পূর্ব পারের শ্যামা পূজার বিষয়। এরপর নৈহাটির অরবিন্দ রোডে বড় কালিকে-(সে সময় বড় কালির নাম বড়মা হয়নি)-কেন্দ্র করে অত বড় মেলা না বসলেও ঝড়ের মতো মানুষের মেলা তৈরি হতো, ঝড়ের মত দর্শনার্থীরা আসতেন মাকে শ্রদ্ধা জানাতেন, প্রার্থনা করতেন এবং মানত করতেন। আবার ঝড়ের মতো তারা চলে যেতেন। পরের দিন আবার ওই ঝড়ের মত দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটতো অরবিন্দ রোডে বড় কালীকে কেন্দ্র করে। এইভাবে সাত দিন ধরে চলতো নৈহাটি কালী ক্ষেত্রের গোটা পরিধি। বহু জেলার মানুষ ও নৈহাটি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রতিটি পরিবার সাত দিন ধরে আনন্দ নিতেন এবং একটা ভালবাসার পরিবেশ তৈরি হতো মানুষের মধ্যে। সাত দিন ধরে এই কালিক্ষেত্র নৈহাটিতে শ্যামা পুজোকে উপলক্ষ করে মানুষের মধ্যে একটা সুমিলন তৈরি হতো। কিন্তু কথায় আছে আনন্দ ও আনন্দের উল্লাস, মানুষে মানুষে মিলন উৎসব। (সমাপ্ত)

সিওপিডি রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সতর্ক থাকুন

তারাশঙ্কর মালিক, মনোবিদ

ভারতবর্ষে মৃত্যুর ক্ষদ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ - এখনই সতর্ক না হলে সমূহ বিপদ। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে COPD Chronic obstructive Pulmonary Disease রোগ একটি গুরুতর সমস্যা। ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে আনুমানিক ২১২ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত,তারমধ্যে ভারতে আনুমানিক ৭৩ মিলিয়ন। বর্তমানে সংখ্যাটি যে আরো বাড়বে তা সহজেই অনুমেয়।গবেষণা অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে COPD রোগীর সংখ্যা হবে ৬০০ মিলিয়ন,২৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধির ফলে। মহিলাদের মধ্যে বৃদ্ধি হবে ৪৭ ও পুরুষের মধ্যে বৃদ্ধি হবে ৯.৫। মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি এর কারণ কিনা উল্লেখ নেই। নিম্ন ও মধ্য ইনকাম বিশিষ্ট দেশে রোগীর সংখ্যা বেশি বাড়বে। এর একটা বড় অংশ থাকবে ভারতবর্ষে,এটা অত্যন্ত উদ্বেগের। এখনই পদক্ষেপ না করলে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এমনিতেই এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী,তাই ব্যয়বহুল। এই রোগে শ্বাসনালী স্থায়ীভাবে সংকুচিত হয়ে যায়, চিকিৎসা করেও পূর্বের স্বাভাবিক জায়গায় ফেরানো যায় না। তাই সাবধানতা ও সঠিক চিকিৎসা একমাত্র পথ। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো ভারতবর্ষে COPD রোগ,মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ। তাই এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের জানতেই হবে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল শ্বাসকষ্ট, কাশি, কফ ও নিঃশ্বাসের সময় সাঁই সাঁই শব্দ ইত্যাদি।এই লক্ষণগুলো ধীর গতিতে ক্রমাগত বাড়তে থাকে।যেহেতু শুরুতেই শ্বাসকষ্ট হয় না তাই অনেকে এই রোগকে আগে থেকে বুঝতে পারেন না ও অবহেলা করেন, সাধারণ কাশি বলে মনে করেন। ফলে দেরি হয়ে যায়। বাড়াবাড়ি আটকানোই মূল চিকিৎসা। যতবার বাড়াবাড়ি হবে মৃত্যুর সম্ভাবনা তত বাড়বে। ধূমপান এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে বাতাস দূষণ,ঘন ঘন শ্বাসনালী সংক্রমণ, বিশেষ করে Tuberculosis ও অন্যান্য ফুসফুসের সংক্রমণও সমানভাবে দায়ী। প্রচলিত ধারণা, ৪০বছর বয়সের পরে ও ধূমপায়ীদেরই COPD হয়,কিন্তু এখনকমবয়সীদের,এমনকি অধূমপায়ীদের non-smoker মধ্যেও এই রোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে। তাহলে উপায়? বারে বারে কাশি কফের সমস্যা থাকলে ও শ্বাসকষ্ট,অল্প হলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো উচিত। COPD নির্ণয়ে PFTspirometry একটি অন্যতম টেস্ট,এর মাধ্যমে শ্বাসনালী সংকুচিত হয়েছে কিনা বা হলে কতটা হয়েছে ও কোন পর্যায়ে আছে জানা যায়।যেহেতু রোগীকে এই টেস্টটি দিয়ে করতে হয়,তাই ধৈর্যশীল সুদক্ষ টেকনিশিয়ান প্রয়োজন। টেস্ট এর আগে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যাকে patient preparation বলে এবং সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে। এছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, কোনও Comorbidity আছে কিনা আগে থেকে জেনে নেওয়ার জন্য। এবার আসি চিকিৎসার কথায়।

সবথেকে আশার কথা,বর্তমানে এই রোগের খুব ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। যেহেতু শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়,তাই শ্বাস নালীতে সরাসরি পাঠানোর ওষুধ যাকে ডাক্তারি ভাষায় 'ইনহেলার' বলা হয় সেটাই প্রধান ওষুধ।

পুজোর পর হবে আগেই বলেছিলেন দেব

অবশেষে শুরু হল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ২৬ অক্টোবরঃ কবে হবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান? এই প্রশ্ন বারেবারে তুলেছেন বিরোধীরা। কেউ আবার বলেছিলেন সবটা ভাঁওতা। এবার বহু প্রতিক্ষিত সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ

হল শুরু। এই প্ল্যানে 'নো কস্ট' মডেলের খাল ও নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর দু'নম্বর ব্লকের শোলাটোপা খাল ও দাসপুর ১ নম্বর ও ঘাটালের শিলাবতী নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর আগে ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী বলেন, ''যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের নিয়ে বৈঠক ছিল। ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু। অনেক মাটি পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় কাজ চলছে। তবে দিদি যা কথা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী কাজ হবে।'' মূলত, কালীপুজোর আগে ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ও সেচ দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইঞা। বৈঠক শেষে জানানো হয়েছিল পুজোর পরেই শুরু হবে নদী ও খাল সংস্কারের কাজ। ঠিক সেই মতোই কালীপুজো শেষ হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে খাল সংস্কারের কাজ। দাসপুর এক নম্বর ব্লকের মুর্শিদনগর থেকে শুরু হয়েছে শিলাবতী নদীর ২৩ কিলোমিটার খননের কাজ। অপরদিকে, দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের শোলাটপা খালের ১৪.৭ কিলোমিটার খনন শুরু হয়েছে। এক কথায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের নদী খননের কাজ শুরু হল দাসপুর ১ ও ২ ব্লক সহ ঘাটালে। সেচ দফতর জানিয়ে দিয়েছে মোট ৩৬ খাল ও নদী খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই 'নো কস্ট' মডেলের খাল ও নদী সংস্কারের কাজে সরকারি কোনও টাকা খরচ হচ্ছে না। সেচ দফতর সংস্কারের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মাটি খুঁড়ছে, সেই মাটি তাঁরা সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তা দিয়েই এই সংস্কারের কাজ চলবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, ''ঘাটালবাসীর জন্য সুখবর। অবশেষে শুরু হয়ে গেল খাল খননের কাজ। অন্ধকার খুঁজে বেড়ানো রাজ্য বিজেপির নেতারা এবার কী বলবেন?''

মাঠে মারা গেল ভরতপুরের হুমায়ুনের সংখ্যালঘু কার্ড?

বেঁকে বসলেন ডেবরার হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভরতপুর, ২৬ অক্টোবরঃ এসেছে শোকজের পর শোকজ নোটিস। কিন্তু ভরতপুরের হুমায়ুন যে আছেন হুমায়ুনেই তা তিনি বারবারই নিজের বক্তব্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দল বের করে দিলেও যে তিনি অকপটেই থাকবেন তাও রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন। যে সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে বারবার শাসকদলকে নিশানা করে থাকে বিরোধীরা সেই সংখ্যালঘুদের 'প্রাপ্তি' নিয়েও সুর চড়িয়েছেন হুমায়ুন কবীর। রীতিমতো ক্ষোভের সুরে বলেছেন, ''বকলমে ১ হাজার টাকার ভাতা, ৩ হাজার টাকার ইমাম ভাতা, দেড় হাজার টাকার মোয়াজ্জেম ভাতা দিয়ে সমস্ত মুসলিমদের মাথা কিনে নিয়েছে! আর মুসলিমদের শুধু বলা হবে দুধেল গাই। কী দিয়েছে মুসলিমদের?'' আর এরপরই তাৎপর্যপূর্ণভাবে একেবারে বেলাইনে গিয়ে বলে দিলেন, ''রাজনীতিতে সব সম্ভব। অধীর চৌধুরীর সঙ্গে দরকার হলে আসন সমঝোতা করব।'' তাহলে কী ছাব্বিশেরভোটে এবার নতুন সমীকরণ? ভরতপুরের বিধায়কের এই মন্তব্যের পরই চাপানউতোর একেবারে পুরোদমে। বিতর্ক যখন জোর পাক খাচ্ছে তখন সংখ্যালঘু ভোট এককাট্টা নিয়েও বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন ভরতপুরের

বিধায়ক। সাফ বলেছিলেন, প্রয়োজনে কান্দিতে ডেবরার বিধায়ককে দাঁড় করাব। এভাবেই জেলা সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। ডেবরার বিধায়কের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, ''দরকারে আর এক হুমায়ুনকে নিয়ে এসে কান্দিতে দাঁড় করাব। দেখব কত ধানে কত চাল হয়। অপূর্ব সরকার তোকেও দেখাব। হুমায়ুনের দাবি, ডেবরার বিধায়ককে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে যে প্রায়শই কথা হয় সে কথাও অকপটে জানান। বলেন, ''তাঁর সঙ্গেও প্রায়ই কথা হয় আমার। বিধানসভার লবিতে কথা হয়। ওর বাড়িতেও কথা হয়। ফোনেও কথা হয়। তাঁকেও পদে পদে অসম্মান করা হচ্ছে। আমাদের দুই হুমায়ুন কবীরকে যদি দল মনে করে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখব তাহলে সেটা করতে পারে। আমিও কী করতে পারি আমি বলেছি।'' এ নিয়ে জল্পনা যখন পুরোদম চলছে তখন বড় কথা বলে দিলেন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কান্দি নয়, ডেবরা থেকেই লড়তে চান ভরতপুরের হুমায়ুনের দাবি উড়িয়ে জানিয়ে দিলেন ডেবরার হুমায়ুন। কিন্তু কেন ডেবরার বিধায়ককে এত পছন্দ ভরতপুরের বিধায়কের? তিনি সংখ্যালঘু প্রতিনিধি বলে নাকি দলের মধ্যে 'কোণঠাসা' বলে? প্রশ্ন যখন ঘুরছে তখন ডেবরার বিধায়ক বলছেন, ''মুর্শিদাবাদ জেলায় যেহেতু এসপি হিসাবে চাকরি করেছি তাই ভরতপুরের বিধায়কের সঙ্গে আমার চেনা-জানা রয়েছে। কথাবার্তাও হয় বিধানসভা দেখা হলে। একজন বিধায়কের সঙ্গে আর একজন বিধায়কের যেভাবে কথাবার্তা হয় সেভাবে আমারও কথাবার্তা হয়। ওনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ নেই।'' এরপরই জোরাল দাবি করে বলেন, ভোটের নির্বাচনে দাঁড়ানো নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। হঠাৎ করে যদি অন্য কোথাও দাঁড়ানোর জন্য যদি সাজেশন দেন সেটা একান্ত তাঁর ব্যক্তিহত মতামত। এটা আমার মতামত নয়। আমার দল আমার পার্টির উপর আমার ভরসা আছে। সম্ভবত আমি ডেবরাতেই লড়ব এবং জিতব।''

মহিলার উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ, পলাতক বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৬ অক্টোবরঃ ফোন করে এক যুবতীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় নাম জড়ালো এক বিজেপি কর্মীর। অভিযুক্তকে খুঁজছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জ্যোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানেই বাড়ি ওই অভিযুক্তের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এলাকার বিজেপি পার্টি অফিসেও তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। জানা গিয়েছে, জামালপুর থানা এলাকার এক যুবতী পুলিশের কাছে বিজেপি কর্মীর নামে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে তিনি বাবার বাড়িতেই থাকেন। স্বামী ছেড়ে চলে গিয়েছেন অনেকদিন আগেই। নিজের রোজগারের জন্য কয়েকমাস আগে তিনি তাঁর বাবার দোকান ঘরের পাশে 'ফাস্টফুডের' দোকান খুলেছেন। অভিযোগ, তিনি দোকান খোলার পর তাঁর ফোন নম্বর কোনও ভাবে অভিযুক্ত পেয়ে যান। যুবতীর দাবি, তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই তাঁকে ফোন করে বিরক্ত করতেন তিনি। পাশাপাশি অভিযুক্ত বিজেপি কুপ্রস্তাব দেওয়াও শুরু করেন। এমনকী, দিনে-দুপুরে তাঁকে রাস্তায় দেখতে পেলে তাঁর পথও আটকায়। যুবতী পুলিশকে আরও বলেন, ''গত ১৬ অক্টোবর সন্ধেয় গ্রাহক সেজে আমার ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢোকেন। এসেই উল্টো-পাল্টা কথা শুরু করেন। নোংরা প্রস্তাব দেন। এরপর আমি ভীত হয়ে পড়ি। দোকান ছেড়েই পালানোর চেষ্টা করি। সেই সময় ওই লোকটা

আমার মুখ ও হাত চেপে ধরে। এমনকী ফ্লাইং কিস দেন।'' যুবতীর বাবা বলেন, ''ওর এমন আচরণে ভীত ও অপমানিত হয়ে পড়ি আমরা। মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। কী হয়েছে জানতে চাইলে মেয়ে জানায় অশ্লীল আচরণ ও কুকীর্তি বিষয়ে। এর পরেই আমি আমার মেয়ের নিরাপত্তার জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করি।'' অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে মেয়েকে নিয়ে জামালপুর থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার বাবা। তাঁর মেয়ে নিজে ওই বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ নিয়ে এসডিপিও (বর্ধমান দক্ষিণ) অভিষেক মণ্ডল বলেন, ''অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যুবক এখন পলাতক রয়েছে। পুলিশ তার খোঁজ করছে।'' এদিকে বিজেপি কর্মীর এমন কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসাতেই গর্জে উঠেছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতারা। বিজেপির বিরুদ্ধে একারাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবু টুডু বলেন, ''এটাই বিজেপির আসল স্বরূপ। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় জেলা বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, ''বাংলায় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর হচ্ছে। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে এটা বুঝতে পেরে সিপিএম ও তৃণমূলের লোকজন দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে।''

সৎকারের আগেই বদলে গেল মৃতদেহ! পুলিশের ভূমিকায় অন্য গন্ধ পাচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৬ অক্টোবরঃ একেবারে অবাক কাণ্ড আলিপুরদুয়ারে। মর্গ থেকেই বদলে গেল মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা আলিপুরদুয়ারের জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় শোরগোল কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি এলাকায়। ওই এলাকাতেই বাড়ি রবীন্দ্র দাসের (৪৫)। থাকতেন কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকায়। কাজ করতেন একটি হোটেলে। সম্প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে কামাক্ষ্যাগুড়ি আউট পোস্টের পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু ময়নাতদন্তের পর তাঁর পরিবারের লোকজন যখন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে তখনই একেবারে হইচই শুরু হয়ে যায়। প্লাস্টিকে মোড়ানো মৃতদের মুখ খুলতেই দেখা যায় সেটা আসলে এক অন্য ব্যক্তির। পরিবারের দাবি, এই দেহ কোনওভাবেই রবীন্দ্র দাসের নয়। এ নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই চাপানউতোর শুরু হয়ে যায় হাসপাতালেও। কিন্তু হাসপাতালের কর্মীরা রবীন্দ্র দাসের দেহ কাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা শুরুতে তাঁরা বলতে পারেননি বলে জানাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে আসে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। অভিযোগ, দ্রুত সেই দেহ সৎকারও করে দেওয়া হয়। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরাও। একইসঙ্গে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। কেন এত দ্রুততার সঙ্গে পুরো ঘটনা খতিয়ে না দেখে পুলিশ ওই রহস্যজনক দেহটি দাহ করে দিল সেই প্রশ্ন তুলছে বিজেপি। অন্য গন্ধ পাচ্ছেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাও। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''ময়নাতদন্তের পর যখন দেহ এল দেখা এল এটা আসলে ওই ব্যক্তিরই নয়। ভাবতে পারছেন। পরিবারের লোকজন আপত্তি জানালে প্রশাসনের লোকজন বলে আধঘণ্টার মধ্যে দেহ দিয়ে দেব। কিন্তু গিয়ে দেখা যায় তা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'' সূত্রের খবর, রবীন্দ্র দাসের দেহ চলে গিয়েছিল ফালাকাটার এক স্বজনহারা পরিবারের কাছে। তাঁদের পরিবারের মৃত ব্যক্তির দেহ পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কাছে। এখানেই পুলিশের পাশাপাশি মর্গের কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

প্রত্যাশা-প্রতিশ্রুতির পরে পার হয়েছে ১৭ বছর, তবুও তৈরি হয়নি সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৬ অক্টোবরঃ ১৭ বছর আগে প্রয়াত কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের জমানায় বার্নপুরের ইস্কো ইস্পাত কারখানার কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং এলাকার মানুষের দাবি মেনে দামোদর নদের উপরে একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকার অনুমোদন করেছিলেন। অস্থায়ী শিল্যান্যাসও হয়েছিল। সেই শিলা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেতুর জন্য একটি ইটও গাঁথা হয়নি। টাকা আদৌ এসেছিল কি না, তা-ও আজ কেউ বলতে পারেন না। দামোদরের উপরে বার্নপুরের দিক থেকে এই সেতু তৈরি হলে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার মানুষ উপকৃত হতেন। তাঁদের প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঘুরপথে বার্নপুর বা

আসানসোলে কাজের জন্য বা আনাজ বিক্রি অথবা চিকিৎসার জন্য আসতে হতো না। এখন চলাচলের জন্য একমাত্র অবলম্বন অস্থায়ী বাঁশের সেতু, যা প্রতি বর্ষায় ভেসে যায়। এ বারও যথারীতি অস্থায়ী বাঁশের সেতু ভেঙে গিয়েছে। ভয়ংকর বৃষ্টিতে দামোদরে নৌকোয় যাতায়াতও বিপজ্জনক বলে অনেকে ঘুরপথে যাতায়াত করছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে যখন বিহার, অসম-সহ একাধিক রাজ্যে নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণে কোটি কোটি টাকার অনুমোদন করছে কেন্দ্রীয় সরকার, তখন দামোদরের উপরে সেতু নির্মাণে প্রাক্তন ইউপিএ সরকার এবং বর্তমানে নরেন্দ্র মোদির সরকার কোনও উদ্যোগই নেয়নি বলে জানালেন বার্নপুরের কাউন্সিলার অশোক রুদ্র। ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের উপদেষ্টা রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতান এবং আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক শম্ভুনাথ ঝা বলছেন, ''আমরা গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি, বার্নপুরের দামোদরের উপরে একটি ব্রিজ তৈরি করাহোক। এতে পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার সঙ্গে সরাসরি পশ্চিম বর্ধমানের সংযোগ ঘটবে। প্রাক্তন প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান তার শিলান্যাস করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই খাতে কেন্দ্র কোনও টাকা দেয়নি। বিজেপি সরকারের কাছেও আমরা একই দাবি রেখেছি।'' এ বিষয়ে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল জানাচ্ছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি জানান, এই বিষয়টি দেখার কথা কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের। কিন্তু বন্দর, জাহাজ ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রীও জানিয়ে দেন, সেতু নির্মাণ তাঁর মন্ত্রকের এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে না। তিনি জেটি নির্মাণের ব্যবস্থা করতে পারেন। ঘটনা হলো, মন্ত্রীর নির্দেশ মতো ওই মন্ত্রকের একটি বিশেষজ্ঞ দল এখানে এলেও সেই ফেরিঘাট এখনও তৈরি হয়নি! ইস্কোর আইএনটিইউসি সভাপতি হরজি সিং বলেন, ''১৭ বছর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর পরে বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ হয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন সেতু তৈরি করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাজ হয়নি। অথচ সেতু সন্নিহিত দুই জেলা বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মানুষ উপকৃত হতেন। বার্নপুরের বাজারেও ব্যবসার উন্নতি হতো।''

থানায় চত্বরে 'চিকনি চামেলি' গানে নাচলেন কেষ্টর 'কুকথায়' বিদ্ধ বীরভূমের সেই আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৬ অক্টোবরঃ ফের বিতর্কে বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদার। এবার কালীপুজোয় থানা চত্বরেই ডিজে বাজিয়ে চলল উদ্দাম নাচ। 'চিকনি চামেলি'র তালে দুলল কোমর। আইসি-র লিটন হালদারের উপস্থিতিতেই থানা চত্বরেই তারস্বরে বাজল ডিজে বক্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো। তা নিয়ে শোরগোল প্রশাসনিক মহলে। শোরগোল রাজনীতির আঙিনাতেও। সূত্রের খবর, কালীপুজোর পরের দিন রাতে বোলপুর থানার ভিতরে এই ঘটনা ঘটেছে। থানা চত্বরে কী কোনওভাবেই এ কাজ করা যায়? আইন কী তাতে মান্যতা দেয়? খোদ আইসি-র নিজে এর সঙ্গে কী করে জড়িয়ে গেলেন? কালীপুজোয় শব্দবাজির তাণ্ডব রুখতে গোটা রাজ্যেই কোমর বেঁধে নামে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও যে শব্দ দানবের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই মিলেছে এমনটা নয়। অন্যদিকে শব্দবাজি ছাড়াও ডিজে-র দাপট নিয়েও কড়া ভূমিকায় ছিল পুলিশ। সেখানে থানা চত্বরেই কী করে বাজল ডিজে সেই প্রশ্ন উঠছে। আর কী করেই বা সেখানে নাচলেন খোদ আইসি? সঙ্গে নাচতে দেখা গেল অন্যান্য পুলিশ কর্মীদেরও। এ নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলা পুলিশ সূত্রে লিটন হালদারকে শোকজ করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই লিটন হালদারকে গালিগালাজ করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তা নিয়ে একটানা বিতর্ক দেখে বঙ্গের রাজনীতির কারবারিরা। এখনও কথা শুনতে হয় কেষ্টকে। আইনের জলও ঘোলা হয়েছিল বেশ খানিকটা। কেষ্টর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল এফআইআর। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি দিয়েও ক্ষমাও চেয়েছিলেন অনুব্রত। এবার সেই লিটনের এই কীর্তিতে স্বভাবতই অনুব্রত কী বলেন সেটাই দেখার। তবে এখনও প্রকাশ্যে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শুভেন্দু কাকে-কাকে চাকরি দিয়েছেন, তার তালিকা দেবেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলিঃ এর আগে এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে একবার আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। আর এবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টার্গেট' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কল্যাণের দাবি, কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। তারপরই তিনি জানিয়ে দেবেন, শুভেন্দু কাকে-কাকে চাকরি দিয়েছেন। তাঁদের তালিকাও তিনি দিয়ে দেবেন। যত টাকা তুলেছেন সব নাকি বেরিয়ে আসবে। বস্তুত, সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সিঙ্গল বেঞ্চ। ঠিক এরপরই বিস্ফোরক কল্যাণ। একের পর এক তথ্য ফাঁসের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শনিবার সন্ধেয় হুগলির শেওড়াফুলি লোনাডাঙ্গায় একটি জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন। বলেন, ''প্রায় সাতাশ থেকে আঠাশটা এফআইআর স্থগিত হয়েছিল। কোনও পদক্ষেপ করা যায়নি। এর মধ্যে ও যে চ্যালেঞ্জ করেছিল ওর নাম নেই, নাম রয়েছে রাখাল মুখোপাধ্যায় আর ওর সব ছেলেপুলেদের। সেই এফআইআর স্থগিত হয়েছিল।'' এই রাখাল মুখোপাধ্যায় কে? তাঁরও পরিচয় এ দিন খোলসা করেন কল্যাণ। বলেন, ''সকলেই জানে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর খাস লোক। টাকা তুলে চাকরি দেবে বলেছিল। সেই এফআইআর স্টে হয়। কোনও তদন্ত হয়নি। কোথাও কলকাতা পুলিশে চাকরি দেবে, কোথাও রেলে চাকরি দেবে এই সব করে রাখাল আর ওর চ্যালারা টাকা তোলে। সেই এফআইআর স্টে হয়। হাইকোর্ট বলল যেখানে ওর নাম নেই সেখানে এফআইআর ক্রশ করা যায় না। অতএব পুলিশ তার তদন্ত করবে। আর এই রাখাল কার তোলা তোলে সবাই জানে। এই রকম তিনটে এফআইআর আছে। হাইকোর্ট বলেছে পুলিশ পুলিশের মতো তদন্ত করবে। ওর সাঙ্গপাঙ্গ মেদিনীপুরের সব জেলে ঢুকবে।'' তিনি আরও বলেন, ''এসসি-ওবিসি কেসে বীরবাহা হাঁসদা ও তাঁর দাদা যে এফআইআর করেছিল তাও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা স্টে করে দেন। সেই এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেনি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেছেন, এই এফআইআর চ্যালেঞ্জ হয়নি তাই কোর্টের ভিতর ঢুকতে পারবে না। আর পাঁচ সাতদিন সময় দিনমেদিনীপুরে সব অযোগ্য শিক্ষক বেরিয়েছিল না? ও যাঁদের ঢুকিয়েছিল সব লিস্ট দিয়ে দেব। মোস্ট দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ। এত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ আর নেই। সব বের করে দেব।'' এ প্রসঙ্গ পাল্টা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''উনি কি শুভেন্দুকে দয়া করেছেন বুঝতে পারছি না। উনি কখন কী বলেন তার কোনও উত্তর দেব না। আমি যা উত্তর দেওয়ার সবটা দিয়ে এসেছি ওঁর বিধানসভা কেন্দ্রে। ওটা হজম করতে এক বছর লাগবে।''

দোকানে ঢুকে মদের বোতল গুঁড়িয়ে দিল মহিলা ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২৬ অক্টোবরঃ এলাকায় বেআইনি মদের কারবার চলছিল রমরমিয়ে। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছেন সমস্ত বয়সের পুরুষরা। অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি এর জেরে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। একই সঙ্গে অধিক মদ্যপানের জন্য এলাকার পুরুষদের শরীরে থাবা বসাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতা। অভিযোগ, পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি জানালেও কাজের কাজ কিছু হয়ন। শনিবার এই সমস্ত অভিযোগ তুলে সমস্যার সমাধানে 'ব্যটন' নিজের হাতে তুলে নিলেন মহিলারা। মাঝরাতে লাঠি নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন এলাকার একটি অবৈধ মদের দোকানে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন বিপুল টাকার মদের বোতল। ঘটনাটি ঘটেছে খড়্গাপুরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বারবেটিয়া সংলগ্ন পূর্বপাড়া এলাকার। শনিবার মধ্যরাতে মহিলা ব্রিগেডের এই 'অভিযান'-কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খড়্গাপুরের পূর্বপাড়া এলাকার মহিলারা অবৈধ ওই মদের দোকানে গিয়ে হামলা চালান। লুকিয়ে রাখা এবং ফ্রিজে থাকা মদের বোতল বের করে ভেঙে চুরমার করে দেন। বাধা দিতে এলে এক ব্যক্তিকেও রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। ওই মহিলাদের দাবি, এলাকায় অবৈধ মদের কারবার করা চলবে না। তাঁদের অভিযোগ, এই অবৈধ মদের দোকানে অপেক্ষাকৃত কম দামে মদ বিক্রি করা হচ্ছিল। ফলে গ্রাহকদের ভিড়ও হতো রমরমিয়ে। দোকানটি থেকে মদ কিনে অতিরিক্ত হারে পানের ফলে এলাকার অধিকাংশ পুরুষেরই লিভারের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

OFFICE OF THE BIKIHAKOLA GRAM PANCHAYAT
Bikihakola, Panchla, Howrah
Tender Notice No.: BHGP/181/APAS-246/2025, Date: 25/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 3 (Three) Nos. of works. Bid submission start date (online): **25.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online): **06.11.2025 at 01.00 pm.** Date of opening: i) TECHNICAL BID-**08.11.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID-To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- **Prodhan**
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE BIKIHAKOLA GRAM PANCHAYAT
Bikihakola, Panchla, Howrah
Tender Notice No.: BHGP/180/APAS-SOLAR/2025, Date: 25/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 4 (Four) Nos. of works. Bid submission start date (online): **25.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online): **06.11.2025 at 01.00 pm.** Date of opening: i) TECHNICAL BID-**08.11.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID-To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- **Prodhan**
Bikihakola Gram Panchayat

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশ মূলে আমোক্তার নামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে শ্রীমতি তপতী দে, স্বামী অসীম দে, ঠিকানা-হাটপুকুর জি আই পি কলোনি থানা জগাছা, জেলা-হাওড়া গত ইংরেজির ২/৯/২০০৫ তারিখে ২৪৮৩ নাম্বার দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর, হাওড়া শ্রীমতি ভবানী বালা দত্ত, স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দত্ত। ঠিকানা ৫৭/৫ ভট্টাচার্য পাড়া লেন শিবপুর হাওড়া। কর্তৃক সম্পাদিত, গত ইংরেজির ১৫/৭/১৯৮৯ তারিখে আই ভি/১৭৮ নাম্বার আমোক্তারনামা এ.ডি.এস.আর, হাওড়া মারফত হাওড়া জেলার বালি জগাছা ব্লকের নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছেন, এবং মিউটেশন কেস নাম্বার- MN/2025/0503/9596 নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, এই নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী এক মাসের মধ্যে এস.ডি.এল অ্যান্ড বি.এল.আর.ও আমি শেলামিস্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্যসহ, আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।
তফসিলঃ ব্লকঃ উপবিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ, মৌজাঃ সাঁতরাগাছি, জেএল নাম্বারঃ ১০৪, রায়তের নামঃ তপতি দে হাল খতিয়ান নাম্বারঃ ২০৯৯ হাল দাগ নাম্বারঃ ৭৭৮ জমির পরিমাণঃ ০.০৩ একর।

বাচ্চাদের পেট ভরত ওই মিড ডে মিলেই, ২ শিক্ষকই যাচ্ছেন বিএলও হতে, ৩ মাস ঝুলবে স্কুলের গেটে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ অক্টোবরঃ এসআইআর ইস্যুতে পারদ চড়ছে রাজ্য-রাজনীতির। অভিযোগ উঠছে বিএলও-দের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাজে যেতেই চাইছেন না অনেকেই। আর এই আবহের মধ্যেই এবার প্রায় বন্ধের মুখে স্কুল। কারণ, সেখানে দুই শিক্ষক বিএলও-র কাজে চলে যাওয়ায় আগামী তিন মাস ঝুলবে তালা। চিন্তিত গ্রামবাসীরা। কারণ, এই কয়েক মাস না জুটবে খাবার না জুটবে কিছু। বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের শবর অধ্যুষিত সয়েরবেড়িয়া গ্রাম। হতদরিদ্র এই গ্রামে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটানোই যেখানে দস্তুর সেখানে শিশুদের লেখাপড়া কিছুটা হলেও বিলাসিতা। তবু দুপুরে মিড ডে মিলে একবেলা পেট পুরে খাবার আশায় শিশুদের স্কুলে পাঠান গ্রামের অভিভাবকেরা। বাড়তি পাওনা হিসাবে শিশুরা শেখে অ-আ-ক-খ। কিন্তু গণতন্ত্রের মহান উৎসব বলে কথা। অগত্যা স্কুলের দুই শিক্ষক যাবেন বিএলও র কাজে। স্কুলে পড়বে তালা। বন্ধ হবে মিড ডে মিল। লাটে উঠবে শিশুদের অ আ ক খ পড়ার অভ্যেস। চিন্তায় গোটা গ্রাম। বাঁকুড়ার অন্যতম পিছিয়ে পড়া গ্রাম সয়েরবেড়িয়া। গ্রামের একশো শতাংশ মানুষ পিছিয়ে পড়া শবর সম্প্রদায়ের। গ্রামের প্রায়

কারোরই জমি জিরেত নেই। অন্যের জমিতে জনমজুরি করা অথবা স্থানীয় ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করাই গ্রামবাসীদের একমাত্র জীবিকা। সমাজের মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে গ্রামের কোনায় কোনায় জমাট বেঁধে রয়েছে অশিক্ষা, কুসংস্কার, মদকাসক্তির মতো নানান ব্যাধি। সেই গ্রামেই আশার আলো জাগিয়েছিল সরবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের দুই শিক্ষকের নিরলস চেষ্টায় স্কুলমুখী হয়েছিল গ্রামের ৩৫ জন শিশু। বাড়িতে শুধু ফ্যানাভাতের বদলে দুপুরে স্কুলের মিড ডে মিলের থালায় জুটেছিল ডিম, সয়াবিন, ডাল এবং সবজী। প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া হিসাবে ছোঁয়া হিসাবে একটু একটু করে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিতি ঘটছিল। তাঁরা রপ্ত করেছিল সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাইবার কৌশল। কিন্তু ভোট আসছে, আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন এরা। জানা যাচ্ছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের স্কুলের দুই শিক্ষকইযোগ দেবেন বিএলও র কাজে। অগত্যা প্রায় ৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে স্কুলের দরজায় ঝুলবে তালা। জুটবে না দুপুরের মিড ডে মিল। বাড়িতে লেখাপড়া করানোর মতো কেউ না থাকায় অনভ্যাসে শিশুরা ভুলবে এতদিন ধরে একটু একটু করে শেখা অ আ ক খ। স্কুল যাওয়ার অভ্যাস হারিয়ে আগের মতো হয়তো শিশুরা বাবা মা-র হাত ধরে ফের গিয়ে জুটবে ইট ভাটা অথবা অন্যের ধান জমিতে শিশু শ্রমিকের কাজে। আর সেই আশঙ্কাই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে গোটা সয়েরবেড়িয়া গ্রামের মানুষকে। অভিভাবক চারুবালা শবর বলেন, ''বাড়িতেতো খাবার পায় না। পড়াশোনা স্কুলেই করে। ওইখানেই খেতে পায়। এখন তো তালা ঝুলবে বুঝতেই পারছি না কিছু।''

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মহাকাশে মৃত্যুর কোলে! ৩ রুশ নভশ্চরের প্রয়াণে থমকে গিয়েছিল বিশ্ব

মহাকাশে প্রথমবার মৃত্যু হল নভোচারীদের। এখনও পর্যন্ত এটাই অনন্ত শূন্যে মৃত্যুর একমাত্র নজির। এই বিষাদঘন ঘটনা এরপর বদলে দিয়েছিল নভশ্চরদের পোশাকও। ১৯৭১ সালের ৬ জুন। মহাকাশে পাড়ি দিল সোভিয়েত ইউনিয়নের (আজকের রাশিয়া) মহাকাশযান সয়ুজ ১১। ভিতরে ছিলেন তিন নভশ্চর জর্জি ডব্রোভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভলকোভ ও ভিক্টর পাতসায়েভ। মহাকাশে ২৩ দিন ছিলেন তাঁরা। এই দীর্ঘ সময় বিশ্বের প্রথম মহাকাশ স্টেশন সালয়ুত ১-এ যুগান্তকারী নানা গবেষণা চালান তাঁরা। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকার বিষয়টিও ছিল এই অভিযানের অন্যতম প্রধান বিষয়। ক্রমে এগিয়ে এল ফেরার দিন। ৩০ জুন। সয়ুজ ১১ ফিরে এল পৃথিবীতে। অবশ্য আগেই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে উকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছিল। কাজাখস্তানে দাঁড়িয়ে থাকা মহাকাশযানটির সামনে উপস্থিত হন উদ্ধারকারী দল। কিন্তু হ্যাচ খুলতেই থ হয়ে যায় দলটি! দেখা যায় যানটির ভিতরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তিন নভশ্চর! শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা পৃথিবীতেই। ইউরি গ্যাগারিন থেকে ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা কিংবা আর্মস্ট্রং- একের পর এক নভশ্চরের সফলতা সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলছিল। সেখানে সয়ুজ ১১-এর ঘটনায় আচমকাই নেমে আসে বিষাদস্রোত। ক্রেমলিন ওয়ালের নেক্রোপলিসে সমাহিত

করা হয় তাঁদের। কিন্তু কেন প্রাণ হারাতে হয়েছিল ওই তিন নভশ্চরকে? দেখা যায় তাঁদের ত্বকে নীলচে রঙের ছোঁয়া। কান থেকে রক্তপাতের চিহ্নও রয়েছে। পরিষ্কার হয়ে যায়, বায়ুর চাপের তারতম্যই তাঁদের মৃত্যুর কারণ। আসলে পৃথিবী থেকে ১৬৮ কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় মহাকাশযানটির ডিসেন্ট ক্যাপসুল থেকে মডিউল বিচ্ছিন্ন করার সময় আচমকাই চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত একটি ভালভ খুলে যায়। আর তাতেই ঘটে যায় বিপত্তি। মাত্র ৬০ সেকেন্ডের মধ্যেই যানের ভিতরে অক্সিজেন অপ্রতুল হয়ে ওঠে। তিন মহাকাশচারী চেষ্টাও করেছিলেন ভালভটিতে বন্ধ করার। কিন্তু সফল হননি। হাতে সময় ছিল অত্যন্ত অল্প। প্রবল চাপের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তাঁরা। প্রিয় এই নীল গ্রহ থেকে তখন তাঁরা অনেকটাই দূরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশাসন অবশ্য প্রথমে এই মৃত্যুর খবর প্রচার করেনি। বরং ২৩ দিনের মিশন নিয়েই প্রচার চলছিল। ক্রমে সবটা প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনা কেবল রুশ মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে জড়িতদেরই নয়, সারা পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণাকেই প্রভাবিত করেছিল। সেই থেকেই উৎক্ষেপণ ও অবতরণের সময় মহাকাশচারীদের প্রেশার স্যুট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। পাশাপাশি ‘ ভালভকে চিহ্নিত করে বদলে ফেলা হয় যানের নকশা। লক্ষ্য একটাই ছিল, ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য তা ঘটেনি। বলা চলে জর্জি ডব্রোভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভলকোভ ও ভিক্টর পাতসায়েভরা যেন নিজেদের প্রাণ দিয়ে সকলকে সতর্ক করে গেলেন! এই লেখার পরিশিষ্টে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারীর কথা বলতেই হচ্ছে। তিনি সুনীতা উইলিয়ামস। তিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন ৮ দিনের জন্য। যে যানে ফেরার কথা সেটা গেল বিগড়ে। তারপর থেকে ক্রমেই দীর্ঘ হয়েছে প্রতীক্ষা। কবে ফিরবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সোশাল মিডিয়া থেকে সংবাদমাধ্যম, সর্বত্রই একটা টেনশনের স্রোত। মনে পড়বে কল্পনা চাওলাকেও। শেষপর্যন্ত পৃথিবীতে ফেরা হয়নি তাঁর। ফিরেছিল ঝলসে, কুঁকড়ে যাওয়া দেহাবয়বের ঝাপসা প্রতিবিম্ব মাত্র। একই সঙ্গে মনে পড়ে রুশ নভোচর সের্গেই ক্রিকালেভ। ১৯৯১ সালে তাঁকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সময় তিনি অন্তরীক্ষেই। সোভিয়েত ভেঙে ১৫টি দেশ হল। দেশ হারালেন ক্রিকালেভ। কে ফেরাবে তাঁকে? এই সংশয় ক্রমেই দীর্ঘ করল বন্দিদশা। মাসের পর মাস ভাঙা শরীর-মনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। ৩১১ দিন পরে ফিরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্রিকালেভ-সুনীতাদের মতো সৌভাগ্য হয়নি ডব্রোভলস্কিদের। যা আজও এক বিষাদগাথা হয়ে রয়ে গিয়েছে।

পৃথিবী থেকে ২০ আলোকবর্ষ দূরে ওই গ্রহের অস্তিত্ব মিলেছে নতুন ‘সুপার আর্থ’-র

বহুদিন পর আবার পৃথিবীর দোসর নিয়ে আশাবাদী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে মাত্র ২০ আলোকবর্ষ দূরে খুঁজে পাওয়া গেল ‘সুপার আর্থ’। তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে বিজ্ঞানীরা আশায় বুক বাঁধছেন - বুঝি এই গ্রহে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাবে! দু’দশক ধরে নাকি এর সন্ধান চলছিল। অবশেষে অস্তিত্ব পাওয়া গেল। একটি বামন তারার বা ডোয়ার্ফ স্টারের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই গ্রহাংশ। আসুন, নয়া আবিষ্কৃত পৃথিবীর এই দোসরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেরে নেওয়া যাক।

নাম তার জিজে ২৫১ সি (GJ 251 c)। পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অন্তত চারগুণ বড়। প্রকৃতিতে খানিকটা রুক্ষ। ‘ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নালে’ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, জিজে ২৫১ সি বা বিজ্ঞানীদের কথায় ‘সুপার আর্থ’ এমন একটা অঞ্চলে অবস্থান করছে যা ‘গোল্ডিলক জোন’ বলে পরিচিত। অথাৎ এখানে জীবনধারণ সম্ভব। তা আবিষ্কারের পর থেকেই প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করে পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ওই গ্রহাংশের তাপমাত্রা স্বাভাবিক। যে তাপমাত্রায় জল তরল রূপে থাকতে পারে। গ্রহটি ৫৪ দিনে একবার নিকটতম নক্ষত্র অর্থা বামন নক্ষত্রকে আবর্তন করে। বিজ্ঞানের ভাষায়

একে বলা হয় ‘গোল্ডিলক জোন’। পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই এই জোন, আর তাই নীলগ্রহ মানুষের বসবাসযোগ্য। এই গবেষকদলের প্রধান তথা পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শুভরত মহাদেবন জানিয়েছেন, আমরা অনেকদিন ধরেই এ ধরনের গ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছি যাতে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও বাসস্থান তৈরির সম্ভাবনা জেগে ওঠে। এই আবিষ্কার সৌরজগতের বাইরে প্রাণ খুঁজে পাওয়ার একটা বিরাট সম্ভাবনা তৈরি করল। জিজে ২৫১ সি-র আবহাওয়া ঠিক কেমন, তা বুঝতে নজরদারি আরও বাড়িয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ এবং অত্যাধুনিক একাধিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আসল চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাকা করতে তপর তাঁরা।

উষ্ণায়নের দাপটে আইসল্যান্ডের পরিবেশও বদলে গিয়েছে

রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা বৃদ্ধি। আর তাতেই কীটপতঙ্গদের বংশবিস্তার এবং সক্রিয়তা বাড়ছে। যার ফলস্বরূপ প্রথমবার মশার কামড় খেলেন আইসল্যান্ডবাসী! শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই খাঁটি সত্যি। এই প্রথম আইসল্যান্ডে মশা দেখা গেল। জীববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দুটি স্ত্রী মশা ও একটি পুরুষ মশার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। পতঙ্গবিদদের মতে, কিউলিসেটা অ্যানুলাটা নামে ওই প্রজাতির মশা নাকি কম তাপমাত্রাযুক্ত জায়গাতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীতে মাত্র দুটি স্থান এতদিন মশকহীন ছিল, আইসল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকা। উষ্ণায়নের দাপটে এবার আইসল্যান্ড সেই তকমা খোয়াল। আচমকা নয়, আইসল্যান্ডে নাকি মে মাস থেকেই তাপমাত্রার পারদ রেকর্ড ভেঙেছে তো ভেঙেছেই। ২০ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠেছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে ১ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। গ্রীষ্মে রাজধানী রিকজাভিকের উষ্ণতা কখনও কখনও ১০-১১ ডিগ্রি ওঠে। কিন্তু তাই বলে ২০ ডিগ্রি! অস্বাভাবিক এবং অচেনা পরিবেশ। কিন্তু উষ্ণায়নের দাপটে এখন সব জায়গার মতো আইসল্যান্ডের পরিবেশও বদলে গিয়েছে। যার ফলে কিউলিসেটা অ্যানুলাটা প্রজাতির মশা অনায়াসে ঢুকে পড়েছে সেখানে। এই প্রজাতি ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় দেখা যায়। কীভাবে তারা আইসল্যান্ডে পৌঁছল, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাননি পতঙ্গবিদরা। পতঙ্গবিদ বাইয়ন জালটাসন

জানিয়েছেন, প্রথমবার একটি ওয়াইনের বোতলের রিবনে প্রথম মশা জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়। সেটা ছিল রিকজাভিকের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি স্থানে। জালটাসনের গবেষণা অনুযায়ী, ওই প্রজাতির মশার অস্তিত্ব দেশের জীববৈচিত্র্যে বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে। ওই মশা যেমন শীতল আবহাওয়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম, তেমনই তাপমাত্রার হেরফেরেও আত্মরক্ষা করতে পারে তারা। তবে এখন আইসল্যান্ডে মশার বিচরণ যে পর্যায়ে রয়েছে, তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে মশাহীন আইসল্যান্ডে মশার প্রবেশই জলবায়ু পরিবর্তনের সাক্ষী। কয়েক দশক বা শতক নয়, গত ৭ লক্ষ ১০ হাজার বছর ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল ইরানের তাফতান আগ্নেয়গিরি। সকলকে চমকে গিয়ে পূর্ব ইরানের সেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরিই এবার জেগে উঠতে চলেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩ হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি থেকে এত বছর পর নতুন করে ধোঁয়া বেরতে শুরু করেছে। জ্বালামুখের অংশটি ফুলেফেঁপে গিয়েছে। শীঘ্রই তীব্র বিস্ফোরণে সেখান থেকে অগ্ন্যুপাত শুরু হতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের মে মাসের মধ্যে আগ্নেয়গিরির চূড়ার অংশ ফুলে উঠেছে। তা আর পূর্বাবস্থায় ফেরেনি। বদলে তা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দশ মাসে যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৩ ইঞ্চি। সেই আগ্নেয়গিরি থেকে এখন ধোঁয়া বেরতে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত তাফতান আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ পুরোটা খোলেনি। বরং ঘাড়ের কাছের অংশ ফুলেই চলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, হতে পারে আগ্নেয়গিরির গলার কাছে গ্যাসের চাপ বাড়ছে। গত ৭ অক্টোবর জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স জার্নালে এ নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই মুহূর্তে নজরদারি চলছে।স্পেনের ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাগ্রোবায়োলজির গবেষক তথা আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ পাবলো গঞ্জালেজ আবিষ্কার করেন যে, এই পরিবর্তন বৃষ্টিপাত বা ভূমিকম্পের কারণে নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী লড়াইয়ে সাফল্য ভারতের

বনাঞ্চলের আয়তনের নিরিখে সারা বিশ্বের মধ্যে নবম স্থানে উঠে এল ভারত। পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতের জঙ্গলের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টাই এই স্বীকৃতি এনে দিল। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে এর কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বন সংরক্ষণের কাজে থাকা কর্মীদের। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন-এর বালি (ইন্দোনেশিয়া) থেকে প্রকাশিত গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এখন বিশ্বের মধ্যে মোট বনভূমির পরিমাণের দিক থেকে নবম স্থানে উঠে এসেছে। আগের মূল্যায়নে ভারতের স্থান ছিল দশম। পাশাপাশি, বার্ষিক বনভূমি বৃদ্ধির হারে ভারত তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ ৪.১৪ বিলিয়ন হেক্টর, যা পৃথিবীর ভূমির ৩২ শতাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪ শতাংশ বনভূমি রয়েছে রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা ও চিনে। প্রথম দশে থাকা বাকি দেশগুলি হল অস্ট্রেলিয়া, ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত। ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বনভূমির আয়তন সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে চিনে। প্রতি বছর দেশটিতে বনভূমি বেড়েছে ১.৬৯ মিলিয়ন হেক্টর। ভারতে বেড়েছে ১.৯১ হাজার হেক্টর। এছাড়া তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ভিয়েতনামও এই সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বনভূমি বা।য়েছে।এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, সমস্ত ভারতবাসীর জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই তথ্য ভারতের সবুজ ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ। মোদি সরকারের বন সংরক্ষণ ও বর্ধনের জন্য গৃহীত সরকারের নীতি ও প্রকল্পসমূহ এবং রাজ্য উদ্যোগে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকেই এই সাফল্যের ভিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। এফএও-র রিপোর্ট প্রকাশের পর ‘ হ্যান্ডেলে ভূপেন্দ্র যাদব লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর ‘ গাছ, মায়ের নামে’ এই বার্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর অবিচল অঙ্গীকার দেশের মানুষকে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণে উসাহিত করেছে। এই বাড়তে থাকা জনসচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ এক দৃঢ় ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যতের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি পরিবেশমন্ত্রীর। তাঁর কথায়, এই সাফল্য শুধুমাত্র একটি সরকারি পদক্ষেপ নয়, এটি দেশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা এক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। সাংগঠনিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের এই উন্নতি শুধু পরিসংখ্যানগত সাফল্য নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বের পরিচয় বহনকারী।

ছট উৎসবে আসা এবং প্রস্থানকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত যাত্রী আশ্রয় পরিদর্শন করেন সংসদ সদস্য, শ্রী রবি কিষাণ শুক্লা

গোরখপুর, ২৬ অক্টোবরঃ জনসাধারণের বিশ্বাসের মহান উৎসব ছট পূজা উপলক্ষে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের জন্য মসৃণ, সহজ, নিরাপদ এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে, গোরখপুরের মাননীয় সংসদ সদস্য, শ্রী রবি কিষাণ শুক্লা, ছট উৎসবে আসা এবং প্রস্থানকারী যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কথা মাথায় রেখে গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত যাত্রী আশ্রয় (যাত্রী ধারণ এলাকা) পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বসে থাকা যাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য, শ্রী শুক্লা, যাত্রীদের জন্য যাত্রী ধারণ এলাকায় উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং রেল প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। গোরখপুর জংশন স্টেশনে ২,৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে পাঁচটি যাত্রী ধারণ এলাকা তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় সাংসদ শ্রী রবি কিষাণ শুক্লা যাত্রী ধারণক্ষমতার এলাকায় পাখা, কুলার, ট্রেনের ডিসপ্লে বোর্ড, বিশুদ্ধ পানীয় জল, সাহায্য বুথ, মোবাইল ইউটিএস, প্রাথমিক চিকিৎসা, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, খাবারের স্টল, বসার ব্যবস্থা, চমৎকার আলো ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং সেখানে বাজানো ছট গানের প্রশংসা করেন। তিনি যাত্রী ধারণক্ষমতার এলাকায় মোবাইল ইউটিএস, যার মাধ্যমে যাত্রীরা লাইনে অপেক্ষা না করেই তকাল টিকিট পেতে পারেন, তা যাত্রীদের সুবিধার্থে রেলওয়ের এক অনন্য উপহার বলে বর্ণনা করেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং মাননীয় সাংসদ শ্রী রবি কিষাণ শুক্লাকে ছট উৎসবের সময় ভিড় ব্যবস্থাপনার আওতায় যাত্রী সুরক্ষা।

কানাডার উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপালেন ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

কানাডার উপর ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার দেশটির উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করলেন তিনি। কিন্তু আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত? জানা যাচ্ছে, প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেঃট রোনাল্ড রিগানকে নিয়ে কানাডায় একটি শুল্ক-বিরোধী বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দু’দিন আগেই কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা বাতিল করেছিলেন ট্রাম্প। তারপরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। গত শুক্রবার কানাডার অন্টারিও প্রদেশে সরকারের তরফে টিভিগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল। সেখানে প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের ১৯৮৭ সালের একটি ভাষণের ফুটেজ দেখানো হয়। ওই ভাষণে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শুল্ক গোটা বিশ্বে বাণিজ্য যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করতে পারে। এই বিজ্ঞাপনের পরই ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। শনিবার তিনি তাঁর সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশালে লেখেন, ‘ আচরণ এবং তথ্যের ভুল উপস্থাপনার কারণে আমি কানাডার উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করছি।

ক্রীতদাস প্রথা সৌদি আরবে বন্ধ করা হলেও, তা যে বাস্তবে বিশেষ কার্যকর হয়নি

২৬ অক্টোবর ঃ সৌদি আরবে কাফালার ফাঁদে ভারতীয় যুবক! বিদেশি শ্রমিকদের কার্যত ‘দাসে’ পরিণত করা ভয়াবহ এই প্রথার ফাঁদে পড়ে যুবকের কাতর আর্জি, ‘ বাড়ি ফিরতে চাই। এখানে আমি মরে যাব। আমাকে বাঁচান।’ উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের বাসিন্দা এক যুবকের মর্মান্তিক সেই ভিডিও ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়। যা দেখার পর তৎপর হয়ে উঠেছে সৌদি আরবের ভারতীয় দূতাবাস। শুরু হয়েছে খোঁজ।

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভীষণ গরমে মরুভূমির ধূ ধূ বালির মাঝে উঁট নিয়ে বেরিয়েছেন এক যুবক। তাঁর দাবি, তাঁকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি চাইলেও বাড়ি ফিরতে পারছেন না। ভোজপুরী ভাষায় যুবক জানাচ্ছেন, আমার বাড়ি এলাহাবাদে। গ্রামের নাম শেখপুর। সৌদি আসার পর এখানে আটকে পড়েছি আমি। কাফিল (কাফালার প্রধান) আমার পাসপোর্ট নিয়ে নিয়েছে। আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করায় কাফিল আমায় খুনের হুমকি দিয়েছে। ভিডিওতে নিজের নাম পরিচয় স্পষ্ট না করলেও যুবকের আর্জি, আপনারা আমায় সাহায্য করুন। নাহলে এখানে মরে যাব। আমি আমার মায়ের কাছে যেতে চাই। এখানে আমার কেউ নেই। আপনি হিন্দু হোন বা মুসলিম ভিডিওটি প্রচুর শেয়ার করুন যাতে এই ভিডিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছয়।

এই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন আইনজীবী কল্পনা শ্রীবাস্তব। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ট্যাগ করে তাঁর আবেদন অবিলম্বে বিষয়টি দেখুন। ভিডিও সামনে আসার পর তৎপর হয়েছে সৌদির ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, ‘ তরফে ওই ব্যক্তির অবস্থান জানার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ভিডিওতে তাঁর অবস্থান, যোগাযোগের ঠিকানা বা নিয়োগকর্তা সম্পর্কে কোনও তথ্য না থাকায় পদক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনার কাছে অনুরোধ ওই ভিডিওর উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানুন।’ পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে, ‘ ওই ব্যক্তি বলেছেন তিনি প্রয়াগরাজের বাসিন্দা তাই সেখানকার জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা বিষয়টি খোঁজ নিতে পারেন। তাঁর পরিবারের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য নিয়ে আমাদের জানাতে পারেন। দূতাবাসের ইমেল আইডিও দেওয়া হয়েছে (cw.riyadhmea.gov.in) ওই বিবৃতিতে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে আরব দেশগুলির এক ভয়াবহ ক্রীতদাস প্রথা এই কাফালা ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে কোনও বিদেশি শ্রমিকের কাজ ও বসবাস নির্ভর করে তাঁর নিয়োগকর্তা বা স্পনসরের উপর। যাকে বলে কাফিল। এই কাফালা ব্যবস্থায় বিদেশি শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাফিলের অধীন। ওই ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত নেবেন শ্রমিকের ভিসার মেয়াদ, কাজের পরিবর্তন কিংবা দেশছাড়ার বিষয়ে। এই পৃষ্টপোষক বা কাফিলের অনুমতি ছাড়া দেশছাড়া কিংবা অন্য কাফালায় যাওয়ার সুযোগ নেই। নির্যাতিত হলে আইনি প্রতিবার চাওয়ারও সুযোগ থাকত না। চূড়ান্ত বিতর্কিত এই ব্যবস্থাকে আধুনিক দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনা করে সমালোচকরা। বিশেষ করে গৃহকর্মী, নির্মাণ শ্রমিক-সহ নিম্ন বেতনের অভিবাসীরা এতে ভয়ানকভাবে শোষিত হন। ২০২২ সালের কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের আগে এশিয়ার অসংখ্য মানুষ এই প্রথার কবলে পড়ে প্রাণ হারান। ১৯৫০-এর দশকে সস্তায় শ্রমিক পেতে এই প্রথা চালু করেছিল আরব দেশগুলি। প্রবল বিতর্কের জেরে চলতি বছরের জুন মাসে সেই ‘কৃতপ্রথা সৌদি আরবে বন্ধ করা হলেও, তা যে বাস্তবে বিশেষ কার্যকর হয়নি এই ভিডিওই তা প্রমাণ করছে।

ক্ষমতায় এলে বাড়ানো হবে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতা ঃ তেজস্বী

পাটনা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃ বিহারে মহাগঠবন্ধনের সরকার ক্ষমতায় এলে বাড়ানো হবে পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধি এবং কর্মীদের ভাতা। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রবিবার এমনটাই ঘোষণা করলেন মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম কাছা।রি প্রতিনিধিরা বহু দিন ধরেই পেনশনের দাবি জানিয়ে আসছেন। আমরা ক্ষমতায় এলেই তাঁদের পেনশন চালু হবে। পাশাপাশি থাকবে ৫০ লক্ষ টাকার বিমা সুরক্ষাও। সঙ্গে ব্যবসা বাড়াতে কামার, কুমোর, কাঠ মিস্ত্রিদেরও সুদবিহীন পাঁচ লক্ষ টাকার লোন দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি তেজস্বীর।

কখনও বলিনি যমুনা পরিষ্কার, কিন্তু পুজো করা যেতে পারেঃ কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃ দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র রবিবার দিল্লির ক্রাউন প্লাজার কাছের ছটপুজো উপলক্ষ্যে ঘাট পরিদর্শন করেন এবং ছট পুজোর প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমি এখানে ঘাটের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে এসেছি এবং আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাদের দ্রুত কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আমরা গত বছরের সঙ্গে যমুনার তুলনা করি, তাহলে বিশাল পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। গত ৭ বছর ধরে, পূর্বাঞ্চলের মানুষকে যমুনায় ছট উদযাপন করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেন তাদের বাধা দেওয়া হয়েছিল? অরবিঃদ কেজরিওয়ালের উত্তর দেওয়া উচিত। আমরা কখনও দাবি করিনি যে, যমুনা পরিষ্কার অথবা এর জল পানযোগ্য। কিন্তু ছট পুজো করা যেতে পারে। দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র আরও বলেন, আমরা এখানে বাসুদেব ঘাটে ছট পুজোর প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে এসেছি। দিল্লি সরকার একটি জমকালো ছট উৎসবের প্রস্তুতি নিয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার যমুনা ঘাটে ছটপুজো নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু এবার যমুনা ঘাটে ছট পূজা করা হবে।

ফুলবাড়িতে মহিলা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে উপচে পড়া ভিড়

কদমতলা (ত্রিপুরা), ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তর ত্রিপুরার কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ মহিলা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। ফুলবাড়ি আঞ্চলিক পরগনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে মহিলাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। পাশাপাশি ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মিহির নাথ এবং স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। অতিথিদের বক্তব্যে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শিবিরে উপস্থিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা মহিলাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, সঠিক জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং প্রতিরোধমূলক যত্ন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তার এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন, যা অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এলাকার মহিলারা এই মহতী উদ্যোগের জন্য ফুলবাড়ি আঞ্চলিক পরগনা কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতেও এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করার অনুরোধ জানান। সমাজের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে এমন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদানে বিশেষ ক্যাম্প

কলকাতা, ২৬ ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ২৬.১০.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ, HDFC স্মার্ট গেটওয়ে সহ অতিরিক্ত পেমেন্ট সুবিধা এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল।

দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী মা

লখনউ, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন মা। এমন অভিযোগ উঠেছে উত্তর প্রদেশের সেমরি গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। পুলিশের দাবি, আত্মঘাতী সঙ্গীতা মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ৩ বছর ও ১৪ মাসের দুই শিশু সন্তানের মুখে কাপড় গুঁজে তাদের হত্যা করেন ওই মহিলা। পরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। ঘটনার সময়ে বাড়িতে ছিলেন না মৃতার স্বামী। পরে তিনি জানান, শনিবারই বাবার বাড়ি থেকে ফিরেছিলেন তাঁর স্ত্রী। দেহগুলি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লোহারদাগায় হাতির তাণ্ডব, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

লোহারদাগা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলার বিভিন্ন গ্রামে বুনোহাতির দাপট। শনিবার রাতে ভাণ্ডরা সীমান্তের সেগরা টোলি বাজারে ঢুকে এক হাতি মহুয়ার দোকানে রাখা মহুয়া নষ্ট করে দেয়। এরপর রাত প্রায় ১১টার দিকে সেই হাতি ঝাল জমিরা গ্রামের পিপরা টোলিতে পৌঁছে একজনের বাড়ি ভেঙে ঘরে রাখা শস্য খেয়ে নেয়। ঘরে ঘুমিয়ে থাকা এক ১০ বছরের বালক হাতির হানায় আহত হয়।

একই রাতে হাতি আরেকটি বাড়িতেও ভাঙচুর চালায়। পরে রবিবার ভোরে হাতিটি জঙ্গলে চলে যায়। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাতি তাড়ানোর সময় বনকর্মী রামহরি মাহাতো খোলা বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হাতির এই তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ভস্মীভূত মানালির একটি কটেজ

শিমলা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃ হিমাচল প্রদেশের মানালিতে রবিবার দুপুরে একটি বেসরকারি কটেজে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে কটেজটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কাঠের তৈরি কটেজ হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক অনুমান, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার হতে পারে।

Name Change

I, Mrityunjoy Pradhan (old name) son of Late Natendra Pradhan, residing at 363/370 Ward No. 07, Susanta Sarani, Contai, Serpur Telengabar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mrityunjay Pradhan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/10/2025. Mrityunjoy Pradhan (old name) and Mrityunjay Pradhan (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ARUNDHATI SEN DASGUPTA W/O ANIRUDDHA DAS GUPTA Residing at Flat II-1A, Devaloke De Casa, Green Park, Netaji Sporting Club Kamalgazi, Kolkata-700103, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ARUNDHATI SEN as declared before the Notary Public at Alipore, Dis-South 24 Parganas vide affidavit dated 12-03-2010. ARUNDHATI SEN DASGUPTA and ARUNDHATI SEN both are same and identical person.

Name Change

I, Swati Goel (Old Name) D/o Arun Agarwal Residing at 270/C, Rabindra Sarani Jorabagan Barabazar, District - Kolkata, Pin - 700007, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Swati Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-05-2018. Swati Goel (Old Name) and Swati Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

জেলার সবথেকে বড় ছট পুজোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সামশেরগঞ্জ

মিঠুন হালদার ঃআসন্ন ছট পুজোকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পুরসভা বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ছট পুজোর দিন সব থেকে বেশি মানুষের ভিড় হয় সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুলিয়ান পুরসভার দু'টি ঘাটে। সম্প্রতিক হিংসার ইতিহাস ভুলে সামশেরগঞ্জ থানা এলাকার মানুষ এবছর কালীপুজো এবং দুর্গাপুজোর সময় যেভাবে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছিল প্রশাসনাই কর্তার আশাবাদী একইভাবে এলাকার মানুষ নির্বিঘ্নে ছট পুজো সম্পন্ন করবেন। ছট পুজো উপলক্ষে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ধুলিয়ান পুরসভা, কাঞ্চনতলা এবং কলাবাগান ঘাট পরিষ্কার করে সাজিয়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে যাতে পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে পুজো এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করতে পারেন। পুরসভার তরফ থেকে ঘাটগুলোতে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ছট পুজো উপলক্ষে ইতিমধ্যে গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটগুলোকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে । ঘাটে আলোকসজ্জা ,সিঁড়ি- মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়াও পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য পানীয় জল, অস্থায়ী শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পুরসভার তরফ থেকে। ধুলিয়ান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমিত সাহা বলেন,'ছট পুজো আমাদের এলাকার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব । প্রত্যেক বছর সামশেরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকার মানুষ ছাড়াও আশেপাশের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার মানুষ ধুলিয়ান পুরসভার কাঞ্চনতলা এবং কলাবাগান ঘাটে এসে ছট পুজো করেন।'তিনি জানান,' ইতিমধ্যেই পুরসভার সাফাই বিভাগ থেকে প্রায় ৪০ জন কর্মীকে ঘাটগুলো পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ।ঘাটের পাশে বসে পুন্যার্থীরা যাতে পুজো করতে পারেন সেইভাবে সমস্ত এলাকাকে প্রস্তুত করা হয়েছে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আরও বলেন,' পুণ্যার্থীদের ঘাটে যাওয়ার রাস্তা এবং ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ফুলমালা পড়ে যাতে গঙ্গা নদীর জল দূষিত না হয় সেদিকেও পুরসভার নজর রাখবে।'

বাজার করার আগে দেখুন সবজির বাজারের হাল হকিকত

কলকাতা,২৬ দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই রাজ্যের বাজারে আবারও আগুন ছড়াচ্ছে সবজির দাম। সপ্তাহের শেষে কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলির পাইকারি ও খুচরো বাজারে একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দরে লাফ দেখা গেছে। ফলে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সবার রান্নাঘরে চাপ বাড়ছে।

রবিবার সকালে শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট, নতুনপল্লি ও যাদবপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা থেকে শুরু করে ক্যাপসিকাম, বিট, ফুলকপি-প্রায় সবজির দামই বেড়েছে। পাইকারি বাজারে বড় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ₹২৫-₹৩২, ছোট পেঁয়াজ ₹৪৯-₹৬৫, টমেটো ₹২০-₹৩৩, আর কাঁচা লঙ্কার দাম ₹৪৮-₹৭৯ প্রতি কেজি। সবজির দরে এই উত্থানই খুচরো বাজারে আরও ২০-২৫ শতাংশ বাড়তি দামে পরিণত হয়েছে। তাজা সবজি যেমন ঢেঁড়স, মটরশুঁটি, লাউ, বেগুন, করলা, বাঁধাকপি-সবকিছুর দামও ক্রমেই চড়ছে। যেমন বিট বিক্রি হচ্ছে ₹৩১-₹৩৯, ফুলকপি ₹৩১-₹৫১, বাঁধাকপি ₹২৭-₹৪৫, করলা ₹৩৯-₹৬৪, ক্যাপসিকাম ₹৪১-₹৬৮ প্রতি কেজি। লাউ এবং কুমড়োর দাম তুলনামূলক কম হলেও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তা-ও গত সপ্তাহের তুলনায় ১০-১২ শতাংশ বেড়েছে। বিক্রেতাদের মতে, সাম্প্রতিক আবহাওয়া পরিবর্তন, পরিবহন খরচের বৃদ্ধি, এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পণ্যের দেরি-সব মিলিয়ে বাজারে সরবরাহে টান পড়েছে। এর পাশাপাশি, দীপাবলির পর উৎসবের মরশুমে রেস্তরাঁ এবং হোটেলগুলির বাড়তি চাহিদাও দাম বাড়ার অন্যতম কারণ। এদিকে, কৃষি বিপণন দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, সাময়িক দামবৃদ্ধি হলেও নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে, কারণ নতুন ফসল বাজারে আসবে। ততদিন পর্যন্ত গৃহস্থদের কিছুটা সাবধানে খরচ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবজির পাশাপাশি নারকেল, ধনে পাতা, কলমি, পুঁই, এমনকি কাঁচা কলার দামও চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। ধনে পাতা এখন ₹১১-₹১৮, কাঁচা কলা ₹১২-₹২০, এবং নারকেল ₹৬৫-₹১০৭ প্রতি পিসে বিক্রি হচ্ছে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে কলকাতা ও আশেপাশের বাজারে সবজির দামে উষ্ণতা বাড়ছে, যা সাধারণ ক্রেতার পকেটে আগুন ধরাচ্ছে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

মনসা দেবী পাহাড় সংরক্ষণ ও পদযাত্রা পথ নির্মাণে কেন্দ্রের অনুমোদন

হরিদ্বার, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির উদ্যোগে রাজাজি জাতীয় উদ্যান সংরক্ষিত বনাঞ্চলে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে জাতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ডের ৮৫-তম বৈঠকে। এর মধ্যে হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দির পাহাড়ের সংরক্ষণ এবং পদযাত্রা পথের পুনর্নির্মাণের প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত। জানা গেছে, প্রবল বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের কারণে মনসা দেবী মন্দিরের পদযাত্রা পথের একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পাশাপাশি পাহাড় থেকে ভীমগোড়া এলাকায় বারবার ধস নামার ঘটনাও ঘটেছে। মনসা দেবী মন্দির যে পাহাড়ে অবস্থিত, সেটি রাজাজি জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অংশ হওয়ায় জেলা প্রশাসন জাতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ডের কাছে অনুমতির আবেদন করেছিল। কেন্দ্রের অনুমোদন মেলার পর জেলা শাসক ময়ূর দীক্ষিত সেচ দফতরকে দ্রুত ও মানসম্মতভাবে পথ পুনর্নির্মাণ ও মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দর্শনার্থীদের যাতায়াতে কোনও অসুবিধা না হয়। জেলাশাসক বলেন, মনসা দেবী হরিদ্বারের পরিচয়, তাই এই এলাকা সংরক্ষণ প্রশাসনের অগ্রাধিকার। সেচ দফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী ওমজি গুপ্ত জানান, পদযাত্রা পথের পুনর্নির্মাণ ও পাহা। সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। জেলাশাসকের নির্দেশে ইতিমধ্যেই হিল ট্রিটমেন্ট এবং পাহাড়ের কাটাভাঙা রোধে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, আমতলি থানায় মামলা দায়ের

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃ ত্রিপুরা পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার অফিসে কর্মরত ফুলতলির মতিনগর এলাকার বাসিন্দা আমির ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরা রবিবার আমতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে আমির ভূঁইয়া এলাকার সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে হয়রানি করে আসছেন। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নাম ব্যবহার করে তোলাবাজি, গরিব মানুষের বৈধ সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল এবং বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদানের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, মাত্র ১০ বছর আগে পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে চাকরিতে যোগ দিলেও বর্তমানে তিনি মতিনগর ও বক্সনগর এলাকায় প্রায় দেড় কোটি টাকার দুইটি বিলাসবহুল বাড়ির মালিক, যার টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীরা। সম্প্রতি মতিনগর এলাকার এক বৃদ্ধের জমি দখল করে তার বাড়িতে তালা লাগানোর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রবিবার এই অভিযোগের বিরুদ্ধে গ্রাম সভা ডাকা হলে সেখানে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে হাতাহাতি ও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন অভিযুক্ত কনস্টেবল। এমনকি তিনি সভায় উপস্থিতদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে আমতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং বিষয়টি রাজ্য পুলিশের সদর দফতরেও জানান। আমতলি থানার ওসি পরিতোষ দাস আশ্বাস দিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকাবাসীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসন যেন দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

গুয়াহাটির বসতঘরে উদ্ধার যুবতীর লাশ, তদন্তে পুলিশ

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাঁও থানাধীন লখিমিনগরের একটি বসতঘর থেকে জনৈক যুবতীর লাশ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহটি জনৈক রিয়া রাজবংশীর বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পেছেনে মাদকদ্রব্য সেবন এবং ত্রিকোণ প্রেমের সন্দেহ করা হচ্ছে। আজ রবিবার পুলিশের আধিকারিক সূত্রে জানানো হয়েছে, রিয়া রাজবংশী হাতিগাঁওয়ের লখিমিনগর এলাকায় ১২ নম্বরের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। গত শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে কম্বলে মোড়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহটি প্রথমে দেখেন তার রুমমেট বানজিতা রাভা। বানজিতা রাভা প্রায় এক সপ্তাহ পর ওইদিন রাতে বোকোয় (কামরূপ জেলান্তর্গত) তার গ্রামের বাড়ি থেকে ওই ঘরে ফিরে বিছানার ওপর কম্বলে মোড়া রুমমেট রিয়ার মৃতদেহ দেখেন। রিয়ার মৃতদেহ দেখে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেশী এবং পুলিশকে খবর দেন বানজিতা। খবর পেয়ে যথাসময়ে পুলিশ গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করার পর কম্বলে মোড়া রিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের অফিসাররা ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর পরিমাণে মাদক, মাদকের কন্টেইনার এবং ১.৫ লক্ষ টাকার বেশি নগদ উদ্ধার করেছে। ফরেনসিক দল এবং সিআইডি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও পরীক্ষা করছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। ম্যাজিস্ট্রিয়াল তত্ত্বাবধানে গৌহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ রোহন কাশ্যপ ওরফে নয়ন দাস নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। রোহন কাশ্যপ রিয়া রাজবংশীকে লখিমিনগরের এই বাসভবনে নিয়ে এসেছিলেন। তখন অবশ্য বানজিত রাভা ওই ঘরে আসেননি। পুলিশ সূত্রের তথ্য, অভিযুক্ত রোহন কাশ্যপ বিবাহিত, তার সন্তানও আছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে বানজিতা রাভার সাথে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিল। এদিকে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে রোহনের দাবি ' এবং রিয়া (মৃতা), ওইদিন রাতে একসঙ্গে মাদক সেবন করেছিলাম। ওভারডোজের দরুন তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমি তাকে মারিনি করিনি। লকডাউনের পর থেকে আমি মাদক সেবন করছি। কিন্তু মাদকের কারবারি বা পাচারকারী নই।' তদন্তকারীরা ঘটনার সঙ্গে রোহনের সম্পৃক্ততা, ব্যক্তিগত ড্রাগ ব্যবহারের বাইরে সম্ভাব্য অন্যান্য কার্যকলাপ ইত্যাদির পরীক্ষা করছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছেন, রিয়ার মৃত্যুটি কেবল অতিরিক্ত মাদক-মাত্রার ফলে হয়েছে নাকি অন্য কোনও কিছু।

থানে নগরনিগমের নজরদারিতে নিরাপদ দীপাবলি

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দীপাবলি উৎসবে আনন্দের মাঝেও থানে নগর নিগমের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ছিল তৎপর। ২০ থেকে ২৪ অক্টোবরের মধ্যে মোট ৪২টি অভিযোগের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।রবিবার নগরনিগমের সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ দিনে অগ্নিকাণ্ডের ২৫টি, গাছ ভেঙে পড়া বা ডালপালা ভাঙার ৭টি, সিএনজি গ্যাস লিকের ১টি, পাইপলাইন ফেটে যাওয়া ও শেড ধসের ১টি করে এবং অন্যান্য ৭টি অভিযোগ পাওয়া যায়। ২৩ অক্টোবর একদিনেই ১০টির বেশি অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তবে সময়মতো দমকল ও বিপর্যয় দফতরের পদক্ষেপে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। সবচেয়ে বড় আগুন লাগে ২০ অক্টোবর রাতে ভাগলে এস্টেটের আদর্শ অটো পার্টস গ্যারেজে।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে পালন করবে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ

মালিগাঁও, ২৬ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে তার সমস্ত ডিভিশন, ওয়ার্কশপ এবং নির্মাণ ফিল্ড ইউনিটে ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করবে। এই বছর এই দিবসটির থিম হলো 'সতর্কতাঃ আমাদের যৌথ দায়িত্ব'। এই আয়োজন সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সিভিসি)-এর নির্দেশাবলী অনুসারে করা হচ্ছে এবং ১৮ আগস্ট থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত তিন মাস ব্যাপী একটি বিস্তৃত অভিযানের অংশ, যার লক্ষ্য সমগ্র অভিযানে প্রতিরোধ মূলক সতর্কতা ব্যবস্থা দৃঢ় করা। উদ্দেশ্য হল রেলওয়ের কার্য প্রণালীর সকল স্তরে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি তার সংস্কৃতি মজবুত করা।

চারুকলা আর্ট উইংসের শারদ পার্বণে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ অক্টোবর ঃ সম্প্রতি শিয়ালদার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চারুকলা আর্ট উইংসের শারদ পার্বণ উপলক্ষ্যে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। একগুচ্ছ একক কাব্যগ্রন্থ ও একাধিক কবিদের যৌথ সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যপ্রেমীদের মিলনমেলা সাজল প্রাণবন্ত আবহে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. অভিরূপ দত্ত এবং সাহিত্যিক অমিতাভ মিত্র। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে দুই অতিথি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয় লেখিকা অনামিকা রায়ের অগ্নির্জিতা মনীষা, নৈরিত সরকারের ভ্রমণের সাতকাহন, সুরভিত সাহার মনের গোপনে, ভারতী ঘোষের নৈবেদ্যের ফুল, সৌমি ঘোষের কলকাতার হয়াকুজা, অমিতাভ মিত্রের আমার কবিতায় ১০১, মন্দিরা রায়ের শব্দ বুনন, সুপ্রকাশ দাসের অধরা ১০১, শুভশ্রী মিশ্রর উপন্যাস স্বীকারোক্তি-সহ আরও বহু কবির কাব্যগ্রন্থ। পাশাপাশি প্রায় ৪০ জন কবির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে প্রকাশিত হয় যৌথ সংকলন কবিদের কলম (আট খণ্ডে)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিটি কবি ও সাহিত্যিককে উত্তরীয়, সংশাপত্র ও স্মারক মোমেন্টো প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। চারুকলা আর্ট উইংসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বইগুলি উন্মোচন করেন অনীক পাল।

এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি অতনু হাজরা জানান, অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানটি। চারুকলা আর্ট উইংসের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলার বহু নবীন কবি-সাহিত্যিককে উসাহিত করবে।আগামি দিনেও তারা এই ধারা বজায় রাখবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন অতনুবাবু।

আরামবাগ ব্লকের একমাত্র কর্মতীর্থটি নেশাখোরদের আঁতুড় ঘরে পরিণত

বনস্পতি দে, আরামবাগ,২৬ ঃ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক ঝাঁ চকচকে সরকারি ভবন এখন যেন ভূতুড়ে বাড়ি! এলাকার বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নির্মিত এই ভবনের হাল দেখলে যে কোনও লোকই অবাক হবেন। বেকারদের কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, বিশাল ভবনে কোনও লোকজনের দেখা মেলে না। নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী। অবাধে ঘুরে বেড়ায় গোরু-ছাগল। দীর্ঘদিন সাফাই না হওয়ায় জমছে ধুলো, বালির আস্তরণ। দিনে-রাতে বসে মদ-গাঁজার আসর। তা নিয়ে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা। পরিযায়ী শ্রমিকদের এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে একদিকে যখন সরকার আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে গড়া এই কর্মতীর্থের হাল দেখে বিস্মিত হচ্ছেন অনেকেই। কর্মতীর্থ তৈরির জন্য আরামবাগের আরাণ্ডি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছুটা দূরে, নির্জন একটি জায়গায় বিশালাকৃতির এই ভবন নির্মিত হয়। বাড়িটি শক্তপোক্ত হলেও, কোনও কাজেই লাগছে না এই কোটিরও বেশি টাকায় নির্মিত কর্মতীর্থ ভবনটি। আরামবাগ ব্লকের একমাত্র কর্মতীর্থটিতে তালা পড়ে গিয়েছে কয়েক বছর আগেই। বর্তমানে তা নেশাখোরদের আঁতুড়ঘরে পরিণত। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মদের বোতল, ভাঙা কাচ। কর্মতীর্থের সামনে স্থানীয়রা গোরু বাঁধেন। ২০১৬-১৭বর্ষে কর্মতীর্থ ভবনটি তৈরি হয়ে কয়েক মাস ব্যবসা চলেছিল। তারপর থেকেই ব্যবসায়ীরা পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার ৪০-৫০ জন বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটু অন্য উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাই প্রতিটি ব্লকে একটি করে কর্মতীর্থ নির্মাণ করেন, যার জন্য ব্যয় হয় কোটি টাকারও বেশি। সেখানে স্টল তৈরি করে, স্টলের চাবি দেওয়া হয় এলাকার তরুণ- তরুণীদের, বিনামূল্যেই। কিন্তু পরিকাঠামো ও পরিবেশ তেমন না হওয়ায়, কোনও ক্রেতাই হাজির হননি। তাই বিক্রেতারাও ধীরে ধীরে চলে যান সেখান থেকে। কর্মতীর্থের সামনেই আরাণ্ডি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রচুর মানুষের আনাগোনা। এর পরেও কেন কর্মতীর্থটি বন্ধ হয়ে গেল, তার উত্তর দিতে পারছেন না স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানও। কর্মতীর্থের বিদ্যুতের সংযোগের ট্রান্সফরমার থেকে, আশপাশে জলের সাবমার্সিবলেও আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কর্মতীর্থের ভিতরে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গেটেও ঝুল ও ধুলোর স্তূপ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কর্মতীর্থ আজ কর্মহীন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এটা এই ভাবেই পড়ে রয়েছে সাত-আট বছর সেন্ধ্যার পরে সমাজবিরোধীদের দখলে চলে যায় এই এলাকা। তাঁদের দাবি, তাড়াতাড়ি সরকার বা পঞ্চায়েত থেকে ব্যবস্থা নিয়ে জায়গাটার কোনও গতি করা হোক।

প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতের ভাষাগত ভবিষ্যতের পথ উন্মোচন

২৫ অক্টোবরঃ মূল বিষয়বস্তু ভাষা-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম যেমন ভাষিণী ও ভারতজেন-এর মাধ্যমে ভারতের ২২-টি তফসিলভুক্ত ভাষায় সমর্থন।বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ প্রকল্প (এসপিপিইএল) ও সঞ্চিকা-র ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডার AI মডেল প্রশিক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগগুলি ভারতকে বহু-ভাষিক ডিজিটাল রূপান্তরের সার্বিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে ।। ভারত বিশ্বের অন্যতম ভাষাবৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে ২২-টি তফসিলভুক্ত ভাষা এবং শতাধিক উপজাতীয় ও আঞ্চলিক উপভাষা প্রচলিত। ডিজিটাল যুগে এই ভাষাগত বৈচিত্র্যকে প্রযুক্তিগত কাঠামোর মধ্যে সংহত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন প্রযুক্তি শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি। ভারত সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (এনএলপি), যন্ত্র-শিক্ষণ, এবং বাক্-স্বীকৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন বুদ্ধিমান ও বিস্তৃত ভাষা-সমাধান তৈরি করছে, যা সাধারণ মানুষকে সহজে ডিজিটাল পরিষেবা গ্রহণে সক্ষম করে তুলছে। এর মাধ্যমে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিক ডিজিটাল অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারছেন। ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি গঠনে প্রধান প্ল্যাটফর্মসমূহAI-নির্ভর ভাষা প্ল্যাটফর্ম এবং বৃহ ডিজিটাল ভাষা ভাণ্ডার ভারতের ভাষাগুলিকে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও বিকাশের নতুন দিশা দেখাচ্ছে।ভাষিণী ও ভারতজেন-এর মতো প্ল্যাটফর্ম প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বহু-ভাষিক সহায়তা প্রদান করছে।আদি-বাণী উদ্যোগটি উপজাতী ভাষাগুলিকে ডিজিটাল পরিসরে নিয়ে আসছে। ফলে, ভারতের ভাষাগত ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকার পাশাপাশি, ডিজিটাল যুগে কার্যকর ও জীবন্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।গত এক দশকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর অগ্রগতির ফলে ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য নথিবদ্ধ করা, ডিজিটাল রূপ দেওয়া এবং পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা অভূতপূর্বভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলি শতাধিক ভাষা ও উপভাষায় ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসংগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ এবং বাক্স্বীকৃতিকে সম্ভব করেছে, যেসব ভাষা আগে পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি, সেগুলিকেও এখন ডিজিটাল পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রযাত্রা ভাষাগত যোগাযোগের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছে এবং জনগোষ্ঠীগুলিকে ক্ষমতায়িত করেছে, কারণ এখন তারা নিজেদের মাতৃভাষায় সহজেই ডিজিটাল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করতে পারছে।আদি-বাণী ঃ উপজাতী ভাষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আদি-বাণী হল, ভারতের প্রথম AI-চালিত প্ল্যাটফর্ম, যা উপজাতীয় ভাষার তাৎক্ষণিক অনুবাদ ও সংরক্ষণে নিবেদিত।এই প্ল্যাটফর্ম বাক্-স্বীকৃতি ও প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাঁওতালি, ভিলি, মুন্ডারি ও গোঁডি ভাষার অনুবাদ ও সংরক্ষণ করছে। ফলে, এই মৌখিক ঐতিহ্যভিত্তিক ভাষাগুলি ডিজিটাল শিক্ষায়, প্রশাসনে ও সংস্কৃতিচর্চায় নতুনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ প্রকল্প (এসপিপি ইএল)২০১৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি মাইসুরুস্থিত কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠান (সিআইআইএল) দ্বারা বাস্তবায়িত।এর লক্ষ্য ১০,০০০ জনেরও কম ব্যবহারকারী বিশিষ্ট বিপন্ন ভারতীয় ভাষার লিখিত, মৌখিক ও দৃশ্যমান নথিপত্র সংগ্রহ ও ডিজিটাল সংরক্ষণ।এই তথ্যভাণ্ডার এআই ও এনএলপি ব্যবস্থার প্রশিক্ষণে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমৃদ্ধ পাঠ্য, শ্রাব্য এবং দৃশ্য তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়, যা একদিকে ভাষা সংরক্ষণে সহায়তা করে, অন্যদিকে নতুন উদ্ভাবনের পথও প্রশস্ত করে। এই তথ্যসমূহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে কাজ করে। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস (CIIL)-এর ডিজিটাল সংগ্রহভান্ডার ' মতো প্ল্যাটফর্মগুলি এই তথ্য ব্যবহার করে AI মডেল প্রশিক্ষণ, যন্ত্রনির্ভর অনুবাদ এবং সাংস্কৃতিকভাবে ভিত্তিসম্পন্ন ভাষা প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শুভেন্দু কাকে-কাকে চাকরি দিয়েছেন, সময় দিন,জানিয়ে দেব ঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর হুগলি,২৬ অক্টোবর ঃ কল্যাণের দাবি, কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। তারপরই তিনি জানিয়ে দেবেন, শুভেন্দু কাকে-কাকে চাকরি দিয়েছেন। তাঁদের তালিকাও তিনি দিয়ে দেবেন। যত টাকা তুলেছেন সব নাকি বেরিয়ে আসবে। এর আগে এস আই আর ইস্যুতে কেঃদ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে একবার আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। আর এবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বস্তুত, সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সিঙ্গল বেঞ্চ। ঠিক এরপরই বিস্ফোরক কল্যাণ। একের পর এক তথ্য ফাঁসের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শনিবার সন্ধেয় হুগলির শেওড়াফুলি লোনাডাঙ্গায় একটি জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন। বলেন, প্রায় সাতাশ থেকে আঠাশটা এফআইআর স্থগিত হয়েছিল। কোনও পদক্ষেপ করা যায়নি। এর মধ্যে ও যে চ্যালেঞ্জ করেছিল ওর নাম নেই, নাম রয়েছে রাখাল মুখোপাধ্যায় আর ওর সব ছেলেপুলেদের। সেই এফআইআর স্থগিত হয়েছিল। এই রাখাল মুখোপাধ্যায় কে? তাঁরও পরিচয় এ দিন খোলসা করেন কল্যাণ। বলেন, সকলেই জানে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর খাস লোক। টাকা তুলে চাকরি দেবে বলেছিল। সেই এফআইআর স্টে হয়। কোনও তদন্ত হয়নি। কোথাও কলকাতা পুলিশে চাকরি দেবে, কোথাও রেলে চাকরি দেবে এই সব করে রাখাল আর ওর চ্যালারা টাকা তোলে। সেই এফআইআর স্টে হয়। হাইকোর্ট বলল যেখানে ওর নাম নেই সেখানে এফআইআর ক্রশ করা যায় না। অতএব পুলিশ তার তদন্ত করবে। আর এই রাখাল কার তোলা তোলে সবাই জানে। এই রকম তিনটে এফআইআর আছে। হাইকোর্ট বলেছে পুলিশ পুলিশের মতো তদন্ত করবে। ওর সাঙ্গপাঙ্গ মেদিনীপুরের সব জেলে ঢুকবে।তিনি আরও বলেন, এসসি-ওবিসি কেসে বীরবাহা হাঁসদা ও তাঁর দাদা যে এফআইআর করেছিল তাও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা স্টে করে দেন। সেই এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেনি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেছেন, এই এফআইআর চ্যালেঞ্জ হয়নি তাই কোর্টের ভিতর ঢুকতে পারবে না। আর পাঁচ সাতদিন সময় দিনমেদিনীপুরে সব অযোগ্য শিক্ষক বেরিয়েছিল না? ও যাঁদের ঢুকিয়েছিল সব লিস্ট দিয়ে দেব। মোস্ট দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ। এত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ আর নেই। সব বের করে দেব।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত যুবক, তেলিয়ামুড়ায় চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তৃষাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বিক্রম সিংহ (৩৮) নামে এক যুবক। রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশের একটি বৈদ্যুতিক তার মেরামতের কাজ করার সম অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা জানান, বিক্রম সিংহের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দদের অভিযোগ, বিদ্যু নিগমেরের অবহেলার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা দাবি তুলেছেন, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে এবং অনেকেই দায়িত্বহীনতার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

স্বামীর হাতে নৃশংস খুন স্ত্রী, চাঞ্চল্য ঝরঝরিয়ায়

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) আমতলি থানার অন্তর্গত রানীরখামার ঝরঝরিয়া এলাকায় গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার ভোরে স্ত্রী আদরী সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে স্বামী সেন্টু সরকারকে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেন্টু সরকার দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় অকারণে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করত। শনিবার রাতেও দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। রবিবার ভোরে স্থানীয়রা বাড়ির বাইরে আদরী সরকারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এবং সেন্টু সরকারকে আটক করে। খবর পেয়ে আমতলি থানার ওসি পরিতোষ দাস, পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং আমতলির এসডিপিও পারমিতা পাণ্ডেও ঘটনাস্থলে আসেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠায় এবং অভিযুক্ত সেন্টু সরকারকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর আদরী সরকারের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অভিযুক্ত স্বামী সেন্টু সরকারকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে বলে থানা সূত্রের তথ্য। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গোটা ঝরঝরিয়া এলাকায় শোক ও ক্ষোভের আবহ বিরাজ করছে। এলাকাবাসীরা দাবি করেছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

নকশাল-মুক্ত হচ্ছে ছত্তিশগড়, একসঙ্গে আত্মসমর্পণ ২১ মাওবাদীর

রায়পুর, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ধীরে ধীরে নকশাল-মুক্ত হচ্ছে ছত্তিশগড়। রবিবার একসঙ্গে ২১ জন মাওবাদী অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, কেশকাল ডিভিশনের (উত্তর সাব জোনাল ব্যুরো) কুয়েমারিকিসকোডো এরিয়া কমিটির (উত্তর সাব জোনাল ব্যুরো) মোট ২১ জন মাওবাদী ১৮টি অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। এই নকশালরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ২১ জনের মধ্যে ডিভিশন কমিটির সম্পাদক মুকেশও রয়েছে। ২১ জন মাওবাদী ক্যাডারের মধ্যে ৪ জন ডিভিসিএম, ৯ জন এসিএম এবং ৮ জন পার্টি সদস্য মূলধারায় যোগদান করেছে। ১৩ জন মহিলা ক্যাডার এবং ৮ জন পুরুষ ক্যাডার রয়েছে। ৩টি একে ৪৭ রাইফেল, ৪টি এসএলআর রাইফেল, ২টি ইনসাস রাইফেল, ৬টি .৩০৩ রাইফেল, ২টি সিঙ্গেল শট রাইফেল এবং ১টি বিজিএল অস্ত্রও ক্যাডাররা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেন, রবিবার ২১ জন নকশাল - ১৩ জন মহিলা এবং ৮ জন পুরুষ - আত্মসমর্পণ করেছে। ৪ জন সদস্য ডিভিসিএম স্তরের, ৯ জন সদস্য এসিএম স্তরের এবং বাকিরা দলীয় সদস্য। ১৮টি অস্ত্র, যার মধ্যে ৩টি একে-৪৭, ২টি ইনসাস, ৪টি এসএলআর-সহ অন্যান্য অস্ত্র রয়েছে। বস্তারের মানুষ লাল সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং এই লোকজন বস্তারের মানুষের মেজাজ বুঝতে পেরেছে। তাদের লাল গালিচা বিছিয়ে স্বাগত জানানো হবে। উত্তর বস্তার এবং পশ্চিম বস্তার প্রায় শান্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণ বস্তারে যারা সক্রিয়, আমি তাদের মূলধারায় ফিরে আসার এবং বস্তারের মানুষের অনুভূতি বোঝার জন্য অনুরোধ করছি।

শতভাগ সাফল্যের ধারা ধরে রাখল বায়ার্ন মিউনিখ

মিউনিখ, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃ বুন্ডেসলিগায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে টানা অষ্টম জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবারের ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে পয়েন্ট তালিকার তলানির দল বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ। ৬৪ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন জসুয়া কিমিখ। পাঁচ মিনিট পর ওলিসের থ্রু বল ধরে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফায়েল গেররেইরো। আর ৮০ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ১৭ বছর বয়সী মিডফিল্ডার লেনার্ট কার্ল। আট ম্যাচে সবগুলো ম্যাচ জয়ের পথে মোট ৩০টি গোল করেছে বায়ার্ন, বুন্ডেসলিগার ইতিহাসে যা নতুন রেকর্ড। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় তারা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লাইপজিগ। চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচ খেলে সবগুলোই জিতেছে বায়ার্ন।

আজ সোমবার গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার জন্মদিন

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ভারতের একজন দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার। তিনি অক্টোবর ২৭, ১৯৬৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বনাথন আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার এবং নিয়াজ মোরশেদ এর পরে দ্বিতীয় বাঙ্গালী গ্রান্ডমাস্টার। তাঁর অসাধারণ সাফল্যের জন্যে তাঁকে বাঙ্গালী দাবাড়ুদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলা যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে ১২ বছর বয়সে ভারতীয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ দাবায় সর্বকনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী হিসবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে বড়ুয়া তৎকালীন বিশ্বের দুই নম্বর গ্র্যান্ডমাস্টার প্রয়াত ভিক্টর করশনয়কে লন্ডনে পরাজিত করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথমবার জাতীয় চ্যাম্পিযন্‌শিপ হন। বড়ুয়া ১৯৯১ সালে ফিদে দ্বারা গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাবে ভুষিত হন। তিনি ১৯৮৩ সালে অর্জুন পুরস্কার পান।

গম্ভীরের প্রাক্তন সহকারীকে হেড কোচ করছে কেকেআর!

২৬ অক্টোবর ঃ গত মরশুমটা ভালো যায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্সের। মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জুটি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। তারপরই 'বিদায়' হয়। এবার কেকেআরের কোচের পদে ফিরতে চলেছেন নাইট ব্রিগেডের পুরনো মুখ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, অভিষেক নায়ারকে শাহরুখের দলের কোচ করা হতে পারে। ২০২৪-এ মেন্টর গম্ভীরের অধীনে নাইটরা আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই দলের সহকারী কোচ ছিলেন অভিষেক নায়ার। পরে গম্ভীরের সঙ্গে ভারতের জাতীয় দলেও যান। যদিও সেই সফরটা সুখের হয়নি। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির ব্যর্থতার জেরে চাকরি যায় নায়ারের। তারপর আইপিএলের মাঝপথে কেকেআরে ফিরে আসেন। এবার সেখানেই বড়সড় প্রমোশন হতে চলেছে। নাইট কোচের দায়িত্ব পেতে পারেন নায়ার। বলা হয়, তরুণ প্লেয়ারদের সঙ্গে নায়ারের দারুণ সম্পর্ক। রিঙ্কু সিং, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী বা হর্ষিত রানার মতো ক্রিকেটার তুলে আনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল। এর আগে অ্যাকাডেমির হেড কোচের দায়িত্বে ছিলেন। সম্প্রতি রোহিত শর্মার ফিটনেস বাড়ানোর ক্ষেত্রে ছায়াসঙ্গীর মতো লেগে ছিলেন। মাঝে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে ইউপি ওয়ারিয়ার্সের কোচ হন। তবে সেই দায়িত্বে এখনও পর্যন্ত সফল হননি। চলতি বছরের জুলাই মাসে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেকেআরের তরফ থেকে যদিও লেখা হয়েছিল, নতুন 'দলের খোঁজে নাইট ব্রিগেড ছাড়ছেন চন্দ্রকান্ত। তবে মনে করা হচ্ছে, গত মরশুমে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তাঁরও যথেষ্ট দায় আছে। নাইট কর্তৃপক্ষের একাংশও ' স্যর'কে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সামনে আইপিএলের মিনি নিলাম। তার আগে অভিষেককে বড় দায়িত্ব দিতে পারে নাইট রাইডার্স।

গোকুলামে যোগদান করলেন নাগাল্যান্ডের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার

কিছুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো। যেটি কাজে লাগিয়ে দল গঠনের কাজ সেরেছে দেশের প্রতিটি ফুটবল ক্লাব। তবে নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের আয়োজন ঘিরে ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় কিছুটা ধীরে চলো নীতি গ্রহন করেছিল ফুটবল ক্লাব গুলি। যারফলে পরবর্তীতে ফের সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করে একাধিক ফুটবল দল। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল গোকুলাম কেরালা এফসির নাম। গত কয়েক মাসে একের পর এক দাপুটে ফুটবলারদের চূড়ান্ত করেছে ম্যানেজমেন্ট। বলতে গেলে গতবারের হতাশা কাটিয়ে এবার চূড়ান্ত সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেক্ষেত্রে রক্ষণভাগের পাশাপাশি দলের আক্রমণভাগকে ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে গোকুলাম।

ইন্দোরে অজি ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানিতে নিরাপত্তা জোরদারের বার্তা বিসিসিআইয়ের

২৬ অক্টোবর ঃ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে এসে ইন্দোরে ২ অজি মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় মুখ খুলল বিসিসিআই। শনিবার ওই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। বোর্ডের তরফ থেকে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, ' দু ঃখজনক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ভারত সবসময়ই অতিথিদের প্রতি উষ্ণ অভ্যর্থনা, আতিথেয়তা ও যত্নের জন্য পরিচিত। এই ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ যেভাবে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে, তা প্রশংসাযোগ্য। আইনি পথে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে। পাশাপাশি আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করছি, যাতে এই ঘটনা আর না ঘটে।'২৩ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা খাজরানা রোড অঞ্চলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়াররা। জানা গিয়েছে, তাঁরা হোটেল থেকে বেরনোর পরই একটি বাইক তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে। একটি ক্যাফের দিকে যাওয়ার সময় ওই বাইকটি তাঁদের কাছে এসে অশ্লীলভাবে শরীর স্পর্শ করে পালিয়ে যায়। দ্রুত ওই ক্রিকেটাররা হোটেলে বার্তা পাঠান। তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসার ড্যানি সিমন্স স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তদন্তে নেমে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজনের সাহায্যে অভিযুক্তের বাইকের নম্বর পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরে আকিল খান নামের ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আকিলের বিরুদ্ধে আগেও ফৌজদারি মামলা রয়েছে। খুনের চেষ্টা, মাদক পাচার, চুরি-ডাকাতে-সহ দশটির গুরুতর মামলা রয়েছে আকিল ওরফে নাইট্রার নামে। সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন।

দক্ষিণ এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর দ্বিতীয় দিনে ভারত সাতটি স্বর্ণপদক জিতেছে

রাঁচি, ২৬ অক্টোবর(হি.স.)ঃ শনিবার রাঁচিতে সাফ সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় এবং শেষ দিনে আঠারো বছর বয়সী সঞ্জনা সিং মহিলাদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে তাঁর দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জিতেছেন। ১৫০০ মিটার দৌড়ে সঞ্জনা ৪ মিনিট ২৫.৩৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে শ্রীলঙ্কার ডব্লিউকেএল আরাকচ নিমালিকে (৪,২৫.৫২) হারিয়ে সোনা জিতেছেন। রোহতকের এই মেয়ে এর আগে শুক্রবার উদ্বোধনী দিনে ৫০০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া আরেক ভারতীয় কাজল কানওয়াড়ে ৪,২৬.২১ সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আরও ভালো দৌড়বিদদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার জন্য একটা ভালো শেখার অভিজ্ঞতা ছিল, বলেন সঞ্জনা, যার বাবা হারাইনা পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর। তবে শ্রীলঙ্কা পুরুষ ও মহিলাদের ৪x১০০ মিটার রিলে উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক জিতেছে, কারণ ভারতকে উভয় বিভাগেই রৌপ্য পদক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শুক্রবার দ্বীপরাষ্ট্রটি পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার ব্যক্তিগত উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক জিতেছে।

শুক্রবারের মতোই, শনিবারও ১১টি ইভেন্টে ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। ভারত সাতটি স্বর্ণ জিতেছে এবং শ্রীলঙ্কা চারটি জিতেছে। টুর্নামেন্টের একদিন বাকি থাকতেই ভারত ১২টি স্বর্ণ, ১৪টি রৌপ্য এবং সাতটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা আটটি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য এবং নয়টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে, যেখানে নেপাল তিনটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। শ্রীলঙ্কার পুরুষদের ৪x১০০ মিটার দল ৩৯.৯৯ সেকেন্ডের রেকর্ড সময় নিয়েছিল, যা ভারতের ৪০.৬৫ সেকেন্ডের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ভারতীয় দলে ছিলেন প্রতীক মহারানা, জে সিং ধিলন, হর্ষ রাউত এবং প্রণব গুরভ। তামান্না, এমভি জিলনা, সুদেষ্ণা শিবঙ্কর এবং সাক্ষী চবনের ভারতীয় মহিলাদের ৪x১০০ মিটার রিলে দল ৪৪.৯৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে শ্রীলঙ্কার (৪৪.৭০) পরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

ফের আল নাসের জার্সিতে ম্যাজিক, ৯৫০ ছুঁলেন, হাজার গোলের দিকে ছুটছেন রোনাল্ডো

২৬ অক্টোবর ঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। গুচ্ছ গুচ্ছ রেকর্ড তাঁর নামের পাশে। বয়স ৪০ বছর। যে বয়সে অন্য ফুটবলাররা বুটজোড়া তুলে রেখে দিব্যি অবসরযাপন করেন, সেই বয়সেও তিনি ছুটছেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো। ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলেন ৯৫০ গোলে। শনিবার রাতে আল নাসেরের হয়ে গোল করে কেরিয়ারের ৯৫০ তম গোলটি করে ফেললেন সিআর সেভেন।শনিবার সৌদি লিগে আল হাজিমের বিরুদ্ধে ৮৮ মিনিটে অনবদ্য গোল করেন রোনাল্ডো। ডান প্রান্ত থেকে সতীর্থর বাড়ানো বলে অনবদ্য ফ্লিকে জাল জড়িয়ে দেন তিনি। চলতি মরশুমে সৌদি প্রো লিগে এটি রোনাল্ডোর ষষ্ঠ গোল। সব মিলিয়ে এ বছরের সপ্তম গোল আল নাসেরের জার্সিতে। সৌদির ক্লাবটিতে এ পর্যন্ত ১০৬ গোল করেছেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে তিনি ৯৫০টি গোলের মালিক হয়ে গেলেন। দ্রুত এগোচ্ছেন হাজারের লক্ষ্যমাত্রার দিকে।২০২২-

এ ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে সৌদির ক্লাবে সই করেন সিআর ৭। রেড ডেভিলসের জার্সিতে দ্বিতীয় দফায় করেন ২৪টি গোল। সব মিলিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৩৪৬ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ১৪৫। এর আগে ২০১৮ সালে ইটালির ক্লাব জুভেন্টাসে সই করেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ওল্ড লেডিজের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না জিততে পারলেও দু'বার সিরি আ জিতেছেন। পেয়েছেন সুপার কাপও। ইটালিতে ১৩৪ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ১০১। ক্লাব কেরিয়ারের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদে। পাঁচটি ব্যালন ডি'ওর মধ্যে তিনটি জিতেছেন লস ব্ল্যাঙ্কোসের হয়েই। ২০০৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে স্পেনের রাজধানীতে আসেন। মাদ্রিদের হয়ে ৪৩৮ ম্যাচে রোনাল্ডোর মোট গোল ৪৫০। রোনাল্ডোর যাত্রাপথ শুরু হয় পর্তুগালের স্পোর্টিং লিসবনে। এই ক্লাবের হয়ে তিনি করেছিলেন ৫টি গোল। এছাড়া পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর গোল ১৪৩। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে সিআর৭-র গোল ৯৫০। ১০০০ গোল থেকে আর মাত্র কিছুটা দূরে।

ঘরোয়া লিগে টানা দুই ড্রয়ের পর জয়ের দেখা পেল পিএসজি

প্যারিস, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ঘরোয়া লিগে টানা দুই ড্রয়ের পর জয়ের দেখা পেল ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। সেইসঙ্গে উঠে এলো শীর্ষস্থানে। শনিবার ব্রেস্তকে ৩-০ গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলে চূড়ায় ফিরল লুইস এনরিকের দল। প্রথমার্ধে আশরাফ হাকিমির জোড়া গোলের পর, শেষ দিকে তৃতীয় গোলটি করেন দিজিরে দুয়ে। ৯ ম্যাচে ৬ জয় ও ২ ড্রয়ে পিএসজির পয়েন্ট হলো ২০। আর এক ম্যাচ কম খেলা মার্সেই ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চতুর্থ হারের স্বাদ পেল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ তিন দিন আগে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে বড় জয়ে কয়েক সপ্তাহের ব্যর্থতা মুছে ফেলার পর আবার পরাজয়ের মুখ দেখলো লিভারপুল। উজ্জীবিত পারফরম্যান্স দেখিয়ে চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল ব্রেন্টফোর্ড।প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার লিগ ম্যাচটি ৩-২ গোলে হেরেছে আর্না স্লটের দল লিভারপুল। ড্যাঙ্গো ও কেভিন শাডার গোলে পিছিয়ে পড়ার পর প্রথমার্ধেই ব্যবধান কমান লিভারপুলের মিলোস কেরকেজ। দ্বিতীয়ার্ধে ইগর থিয়াগো বেন্টফোর্ডের তৃতীয় গোল করার পর শেষ দিকে মোহামেদ সালাহ লিভার পুলের হয়ে ব্যবধান কমান। এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হারের স্বাদ পেল লিভারপুল। ৯ ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে লিভারপুল। আট ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৯ ম্যাচে ১৩ পয়েঃট নিয়ে দশম স্থানে উঠে এসেছে ব্রেঃ টফোর্ড।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টানা তৃতীয় জয়

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে সাফল্যের পথ যেন খুঁজে পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স দেখিয়ে. শনিবার তারা হারিয়ে দিয়েছে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনকে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে স্বাগতিকরা। মাথেউস কুইয়ার গোলে ইউনাইটেড এগিয়ে যাওয়ার পর প্রথমার্ধেই আরো একটি গোল করেন কাসেমিরো। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রায়ান এমবুমোর জো॥ গোলের পর দুটি গোল করে ম্যাচে রোমাঞ্চ ছ॥য় ব্রাইটন।উল্লেখ্য,গত মরসুমে লিগে দুই দেখাতেই ব্রাইটনের কাছে হেরেছিল ইউনাইটেড।

রোহিতের পরামর্শের পরই উইকেট হর্ষিতের, ক্যাচ ধরলেন প্রাক্তন অধিনায়কই

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৬ অক্টোবর ঃ এখন আর অধিনায়ক নন রোহিত শর্মা। কিন্তু ক্রিকেট মগজাস্ত্র যে সর্বদা সক্রিয়, তা ফের প্রমাণ করলেন প্রাক্তন অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডের মাঝে দেখা যায় হর্ষিত রানাকে পরামর্শ দিচ্ছেন। তার ঠিক পরের বলেই মিচেল আওয়েনকে আউট করলেন ভারতীয় পেসার। আর সেই ক্যাচটা ধরলেন হিটম্যানই। যার পরই নেটিজেনদের বক্তব্য, ' রোহিতের ভূমিকা এই দলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ফের প্রমাণিত হল। অন্যদিকে কোচ গৌতম গম্ভীরের ' মর্যাদা রেখে ৪ উইকেট তুললেন হর্ষিত রানা। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস থেমে গেল ২৩৬ রানে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের তখন ৩৮তম ওভার। ৫ উইকেট হারিয়ে অজিদের রান ছিল ১৯৮। ম্যাচের মাঝে হর্ষিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন রোহিত। তারপরই ১৪১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় মিচেল ওয়েনকে উদ্দেশ্যে বল করেন হর্ষিত। যা ওয়েনের ব্যাটের খোঁচা লেগে উইকেটের পিছনে চলে যায়। মাত্র ১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন অজি ব্যাটার। নেটিজেনরা মনে করছেন, রোহিতের পরামর্শেই সাফল্য পেয়েছেন হর্ষিত।প্রথম দুটো ম্যাচে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। সিডনির ম্যাচ আত্মসম্মান রক্ষার। এই ম্যাচ হারলে ৪১ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চুনকাম হবে ভারত। এই পরিস্থিতিতে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ট্র্যাভিস হেড ও মিচেল মার্শ শুরুটা খারাপ করেননি। ১০ ওভারের মধ্যে ৬০-র উপরে রান উঠে যায়। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ধাক্কা দেন মহম্মদ সিরাজ। তিনি হেডকে ফেরান। মিচেল মার্শকে (৪১) ফেরান অক্ষর প্যাটেল। মাঝে ম্যাট রেনশ ৫৬ রানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর রেনশ ও ম্যাট শর্টকে আউট করার পর অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের আশা শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় হর্ষিতের ম্যাজিক। অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, মিচেল আওয়েন ও শেষে জস হ্যাজেলউডকে ফেরান হর্ষিত। মিচেল স্টার্ককে আউট করেন কুলদীপ। অন্যদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে আউট হন নাথান ইলিস। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস থামে ২৩৬ রানে। এই ম্যাচে ভারতীয় দলে দুটি বদল এসেছে। চুনকাম এড়ানোর ম্যাচে সুযোগ পেলেন কুলদীপ যাদব। দলে ঢুকেছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অর্শদীপ সিং ও নীতীশ কুমার রেড্ডিকে। এর মধ্যে নীতীশের বাঁ পায়ের উরুর পেশিতে চোট রয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলের গর্ব,কেরলের কালীদা সই করলেন বসনিয়ার ক্লাবে

তিরুঅনন্তপুরম, ২৬ অক্টোবরঃ ভারতীয় ফুটবলের আকাশে আরও এক নতুন তারার উত্থান। কেরলের তরুণ মিডফিল্ডার কালীদাস নাজি এবার সই করলেন বসনিয়ার তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব NK Meugorje-র সঙ্গে। মাত্র কিশোর বয়সেই ইউরোপের একাধিক যুব দলে খেলে ফেলেছেন নাজি। সম্প্রতি NK Meugorje-তে ট্রায়াল দেন তিনি। সেখানে তাঁর চমকপ্রদ পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে যায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। অবশেষে তাঁকে দলে ভিড়িয়েছে বসনিয়ার এই ফুটবল ক্লাব। ভারতের তরুণ ফুটবলারদের ইউরোপে সুযোগ পাওয়া এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কালীদাস নাজির এই সাফল্য প্রমাণ করছে যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন সুযোগ ভবিষ্যতে আরও অনেক ফুটবলারকে অনুপ্রেরণা দেবে। কেরল বরাবরই ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রতিভার ভাণ্ডার। সেখান থেকেই উঠে আসা নাজি এখন ইউরোপের মাঠে নিজের ছাপ রাখতে চলেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ছোট লিগে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে, যা ভবিষ্যতে বড় ক্লাবে সুযোগ পাওয়ার পথ খুলে দিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা এই খবরে উচ্ছ্বসিত। অনেকেই লিখেছেন, প্রতিটি ভারতীয় ফুটবলারের ইউরোপে খেলা আমাদের জন্য গর্বের। অন্যদিকে, ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই চুক্তি ভারতীয় ফুটবলের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। কালীদাস নাজির বসনিয়ায় যাত্রা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় খবর। এখন দেখার, ইউরোপীয় মাটিতে তিনি কেমন পারফরম্যান্স দেখান। তবে একথা নিশ্চিত, তাঁর এই পদক্ষেপ ভারতের তরুণ প্রজন্মের ফুটবলারদের স্বপ্নকে আরও জোরালো করে তুলবে।

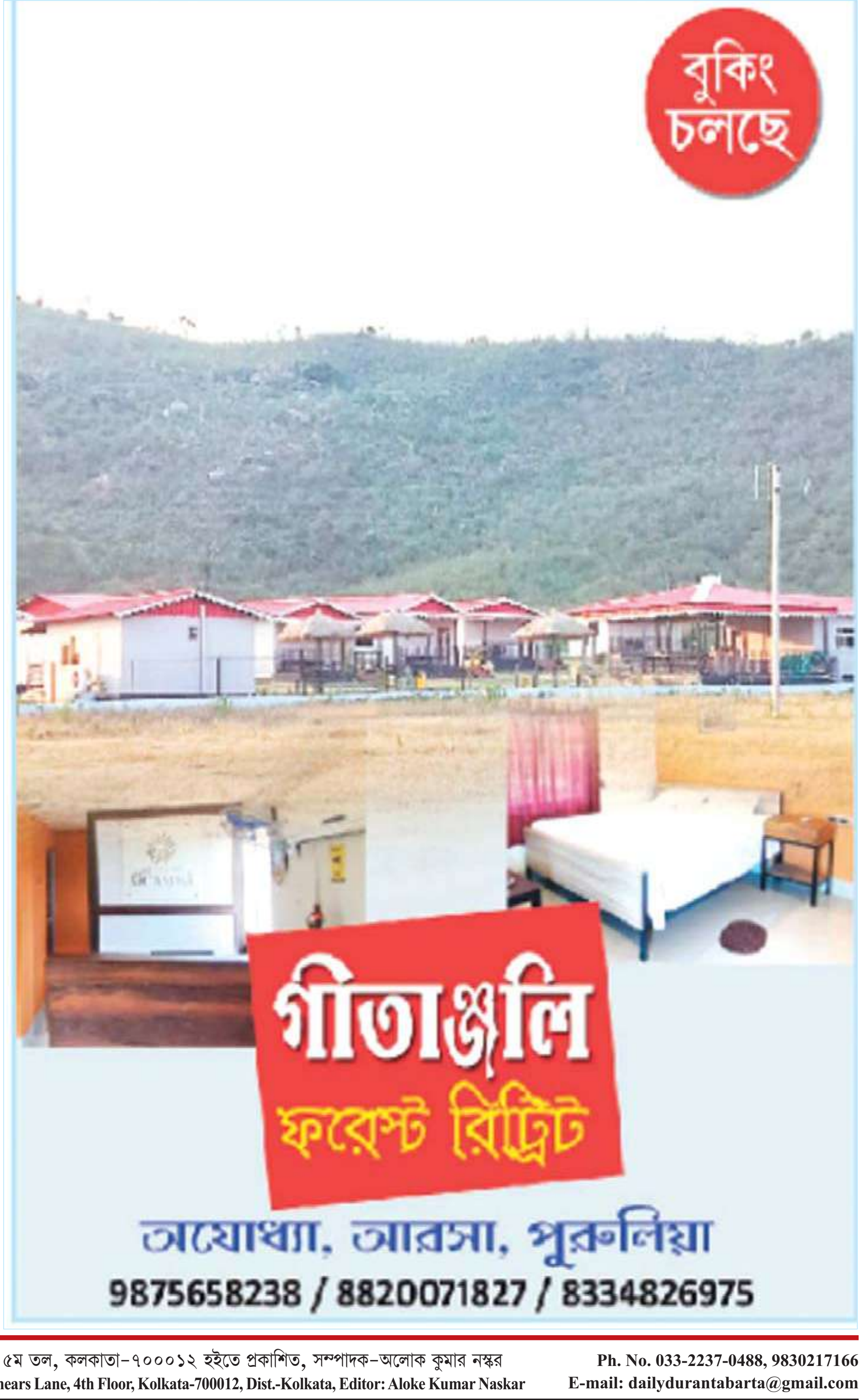

আইএসএলের নতুন কয়েকটি কোম্পানি টেন্ডারের শর্ত নিয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করেছে

২৬ আইএসএলের টেন্ডারের বিষয়ে আলোচনার জন্য শনিবার টেন্ডার কমিটির সঙ্গে ভার্চুয়ালি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বসেছিল বেশ কয়েকটি সংস্থা। টেন্ডারে আবেদন করার আগে তারা টেন্ডার কমিটির কাছে শর্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করার কথা ছিল। এদিন ভারচুয়ালি সেই মিটিংয়ে থাকার কথা ছিল জার্মানির স্পোর্টস ফাইভ, এফএসডিএল-সহ বেশ কয়েকটি কোম্পানির। কিন্তু সেখানে শেষ পর্যন্ত এফএসডিএল ছাড়া সেরকম কোনও পরিচিত কোম্পানি ছিল না। কলকাতার শ্রাচী স্পোর্টস থাকার কথা ছিল অন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। কিন্তু তারাও এদিন ভার্চুয়ালি বৈঠকে উপস্থিত ছিল না। বরং এদিন নতুন কয়েকটি কোম্পানি টেন্ডারের শর্ত নিয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করেছে। এফএসডিএল থাকলেও তারা কোনও প্রশ্ন করেনি। কারণ, আগের দিনই প্রায় ২০০টি পয়েন্ট উল্লেখ করে টেন্ডারের ব্যাখ্যা চেয়েছে তারা। সেই কারণেই তারা ভারচুয়াল বৈঠকে থাকলেও এদিন প্রশ্ন করেনি। তারা অপেক্ষায় রয়েছে ওই দুশোটি প্রশ্নের উত্তরের। যদিও এদিন টেন্ডার কমিটি এফএসডিএলের পাঠানো এই দু'শোটি প্রশ্নের উত্তরও দেয়নি এই বৈঠকে। এই দু'শোটি প্রশ্নের পিছনে এফএসডিএলের আইনি ব্যাখ্যাও রয়েছে।

ফেডারেশন যে টেন্ডার ডেকেছে তা সুপ্রিম কোর্টের কথামতো নতুন সংবিধানকে সামনে রেখে নিজেদের মতো পদ্ধতিতে প্রণয়ন করেছে। যে টেন্ডার কমিটির মাথায় রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও। যে দু'শোটি প্রশ্ন এফএসডিএল করেছে তার উত্তর দিতে গেলে টেন্ডার কমিটিকে আইনি পরামর্শ নিতে হবে। সহজে এই দু'শোটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সময় লাগবে। সবচেয়ে ব। বিষয়, এফএসডিএল এখনই আইএসএলে অবনমন চাইছে না। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা টেন্ডার কমিটি বা ফেডারেশন দিতে পারবে না। কারণ, অবনমনের বিষয়টির কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই হিসাব মতো, আইএসএলের অবনমন চ্যাম্পিয়নশিপের এই নিয়মটির যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে ফের এই নিয়মটির রিভিউ করতে হলে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না টেন্ডার কমিটি বা ফেডারেশন। দ্বিতীয়ত, এবার থেকে আইএসএল চালাবে গভর্নিং কাউন্সিল। অর্থ দেবে টেন্ডার থেকে আয়োজনের স্বত্ব যারা পাবে সেই সংস্থা। সেখানে যে বোর্ড গঠন হবে সেই বোর্ডে ফেডারেশনের প্রতিনিধি থাকবে তিনজন, টেন্ডার পাওয়া সংস্থার প্রতিনিধি থাকবে মাত্র একজন। এদিনের ভারচুয়াল বৈঠকে এফএসডিএলের ওই দু'শোটি প্রশ্ন বাদে অন্য কোনও ব। সংস্থাই খুব একটা প্রশ্ন করেনি। একপ্রকার আগ্রহই দেখায়নি। এফএসডিএল তখনই বিড করবে যখন তাদের এই প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর তারা পাবে। দেখা যাচ্ছে, ৫ নভেম্বর আবার টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দু'শোটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। শনিবার রাতের খবর, টেন্ডার কমিটি দ্রুত এফএসডিএলের করা প্রশ্নগুলির উত্তরমালা তৈরি করতে শুরু করে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ নভেম্বর। তার আগেই এফএসডিএলকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তারা বিডে অংশগ্রহণ করবে না। শোনা যাচ্ছে, বার্ষিক ৩৭.৫০ কোটি টাকা নিয়ে ফেডারেশন ফুটবলের কোন খাতে খরচ করবে এফএসডিএলের তরফে এই ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে। আরও একটি খবর, ফ্যান কোড'ও নাকি টেন্ডারে অংশ নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com